মুখচোরা

রায় শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর
নাট্যবিদ্যাভারতী, কবিভূষণ

(বীরভূম) লাভপুর অতুলশিব ক্লাব কর্ত্তৃক অভিনীত

প্রথম অভিনয়—সন ১৩৩৯ সাল, রাসপূর্ণিমা। ইংরাজী—১৯৩২ সাল

দ্বিতীয় অভিনয়—সন ১৩৪০ সাল, ৩০শে বৈশাখ।

ইংরাজী—১৩ই মে, ১৯৩৩ সাল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উৎসর্গ

সুহৃদ্বর—

রায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর এম-এ

ইন্‌স্‌পেক্টার অফ্‌ স্কুলস্‌, বর্দ্ধমান ডিভিসন

চুচুঁড়া, হুগলী

প্রিয় রায় বাহাদুর,

"মুখচোরা" নামটী আপনারই দেওয়া। অকৃত্রিম বন্ধুত্বের সঙ্গে সে স্মৃতিটিও জড়াইয়া রাখিবার জন্য "মুখচোরা" আপনার নামেই উৎসর্গ করিলাম। ইতি—

বিরাম-মন্দির
লাভপুর পোঃ (বীরভূম)
১২।১।৩৬

প্রীতিধন্য
নির্ম্মলশিব

নিবেদন

ইংরাজী ১৯২৮ সালের শেষভাগে যখন সপরিবারে বেরিবেরি রোগাক্রান্ত হইয়া চেঞ্জের জন্য কাশীধামে যাই এবং একাদিক্রমে দেড় বৎসর থাকিতে বাধ্য হই, তখন কর্ম্মহীন জীবনের কাজ ছিল—কাশীর ঘাটে ঘাটে বা পথে পথে বেড়ানো, সন্ধ্যায় নিত্য বায়স্কোপ দেখা এবং বাকী সময়টা পত্রিকা ও পুস্তকাদি পাঠ। তৎপূর্ব্বে ১৯২৭ সালে কলিকাতার পিক্‌চার হাউসে, (অধুনা প্লাজা), Oh Baby ! নামক একটী মূক-চিত্র দেখিয়া এই নাটক লেখার কল্পনা মনে জাগে। কিন্তু দীর্ঘসূত্রিতার জন্য "শ্রীদুর্গাও" ফাঁদা হয় নাই। এতদিন পরে সে চিত্রটীর লেখক, ডিরেক্টার, প্রোডিউসার প্রভৃতির নাম কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিলাম না। বহুকষ্টে চিত্রটীর নামটী মাত্র স্মরণ হইল—ও বেবি! (Oh Baby !). এক বক্সিং কোম্পানীর খর্ব্বাকৃতি ম্যানেজার ঐ চিত্রের প্রধান নায়ক এবং দ্বিতীয় নায়ক-নায়িকা (Secondary hero-heroine) এমন একজোড়া স্বামী—স্ত্রী, যাহারা বিবাহিত নহে, কিন্তু ঘুঁসি লড়িবার অর্থ সংগ্রহের জন্য (ইহাও সঠিক স্মরণ নাই) স্বামী-স্ত্রী সাজিয়াছে। ঐ মূক-চিত্রটী নামজাদাও নয়, ভালও নয়; কিন্তু খর্ব্বাকৃতি ম্যানেজার এবং ঠিকা স্বামী-স্ত্রী সাজার ব্যাপারটা, বোধ হয় নূতনত্ব ও বীভৎসতার জন্য, মনে থাকিয়া গিয়াছিল।

কাশীতে থাকার সময়, পরলোকগত সুহৃৎ, প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও ষ্টার থিয়েটারের তদানীন্তন ম্যানেজার—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ষ্টার থিয়েটারের জন্য একটী হাস্যরসাত্মক নাটক বা নাটিকা লিখিয়া দিবার তাগাদা দিলেন। তুটো খুনোখুনি, আগুন লাগা, জলে ডোবা, উদ্ধার, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, স্বার্থত্যাগ, প্রেমের হাহুতাশ প্রভৃতি যোগাড় করিয়া, গুরু-গম্ভীর নাটক লিখিবার সাহস বরং করিতে পারি, কিন্তু বরাত মাত্রেই হাস্যরসাত্মক নাটক লিখিয়া দিব —এত বড় ক্ষমতা দিয়া ভগবান আমাকে সংসারে পাঠান নাই। উত্তরে, অক্ষমতা জানাইতেও বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। এমন সময় ছ্যাং করিয়া ঐ খর্ব্বাকৃতি বক্সিং ম্যানেজার এবং ঠিকা স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারটা আবছা স্মরণ হইল। ভালভাবে স্মরণ করিতে গিয়া দেখি, অন্য দশটা চিত্রের গল্পের মত, এই চিত্রটীর গল্পও কখন মন হইতে বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছে। তখন খর্ব্বাকৃতি ম্যানেজার এবং ঠিকা স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারটাকে কাজে লাগাইবার জন্য, নিজেই গল্প তৈয়ারী করিতে চেষ্টিত হইলাম। তাহার ফলেই এই নাটকের উৎপত্তি—ইংরাজী ১৯২৯ সালের প্রথম ভাগে।

তখনই কয়েকদিনের জন্য কলিকাতা আসিয়া, অপরেশবাবুকে এবং ষ্টার থিয়েটারের তদানীন্তন সেক্রেটারী—সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রবোধ-চন্দ্র গুহকে পৃথকভাবে নাটকটি শুনাইলাম। অপরেশবাবু ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"মনে ক'রবেন না, আপনার নাটক শুনে হাসছি, হাস্‌ছি, আপনার বুদ্ধির বহর দেখে। বিশেষ দরকারের সময় জোর তাগাদা দিলাম ; তা', এমন নাটক লিখলেন, যা' অভিনয় ক'রবার উপায় নাই—যতদিন না গদাই সাজবার জন্যে একটী খর্ব্বাকৃতি

অভিনেতা জোগাড় ক'রতে পারি। তাও আবার শুধু খর্ব্বাকৃতি হ'লে চলবে না, ভাল কমিক অভিনেতা হওয়া চাই। তারপর কিছুদিন তাঁহারাও সন্ধান করিলেন, আমিও করিলাম। সন্ধান মিলিল না।

প্রসিদ্ধ নট শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী বলিয়াছিলেন, পোষাকের গুণে খর্ব্বাকৃতি দেখান যায়; কিন্তু অসম্ভব জ্ঞানে, সেকথা আমরা কেহই তখন কাণে তুলি নাই। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে উৎসাহ নিভিল; খর্ব্বাকৃতি অভিনেতার সন্ধানও চাপা পড়িল।

১৯৩২ সালে সুকবি শ্রীমান বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভায়া, বড়দিন সংখ্যা "দীপালীর" জন্য লেখা চাওয়ায় এবং অভিনয়ের আশা সুদূরপরাহত হওয়ায়, নাটকটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশার্থ তাঁহাকে দিলাম। তৎপূর্ব্বে ১৯৩২ সালের অক্টোবর কি নভেম্বর মাসে এবং পরে ১৯৩৩ সালের মে মাসে, দুইবার নাটকটি আমাদের "অতুলশিব ক্লাব" কর্ত্তৃক অভিনীত হয় এবং উক্ত ক্লাবের সুযোগ্য অভিনেতাদের সাহায্যে ও কৃতিত্বে, অভিনয় সাফল্যমণ্ডিতও হয়। গদাইয়ের অংশ যিনি অভিনয় করেন, (শ্রীমান সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়) তিনি তেমন খর্ব্বাকৃতি না হইলেও, দেখা গেল— প্রসিদ্ধ নট অহীন্দ্রবাবুর কথাই ঠিক। মাত্র ছোট মেয়েদের মত পেনি ফ্রক, মোজা, জুতা এবং খাটো চুলের (Bobbed or curling hair) জোরেই, তাঁহাকে ছোট মেয়ে কল্পনা করিতে, কি দর্শক, কি আমাদের আদৌ বাধিল না। অভিনয়ের গুণে এবং মাপ দিয়া তৈয়ারী—পেনি ফ্রকের জোরে, কাজ সুন্দর ভাবে চলিয়া গেল। অভিনয় এমনই জমিয়া গেল, যে অনুরুদ্ধ হইয়া ছয় মাসের মধ্যে

নাটকটীর পুনরভিনয় করিতে হয়—যদিও সাধারণতঃ বৎসরান্তে একবার, আমাদের রাধাগোবিন্দ বিগ্রহের রাসযাত্রা উপলক্ষে, অভিনয় করাই "অতুল শিবক্লাবের" নিয়ম।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও, লেখার বাতিক নিভিয়া যাওয়ায়, আজ পর্য্যন্ত নাটকটী ছাপাইবার অবসর আমার হয় নাই। আজ বন্ধুবর, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্নের উৎসাহে "মুখচোরা" সাধারণ্যে প্রকাশিত হইতে চলিল। ইহার মুদ্রাঙ্কনের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ না করিলে, আজও ইহা লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিত। (অবশ্য তাহাতে বঙ্গসাহিত্যের কোনই ক্ষতি হইত না ; কেবলমাত্র আমার পরিশ্রমটা ব্যর্থ হইত) কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সম্বন্ধ তাঁহার সহিত নহে, তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার মনে ব্যথা দিতে বিরত থাকিলাম।

গল্পাংশ এবং সংলাপ (dialogue) নিজের হইলেও, ঠিকা-দম্পতি এবং খর্ব্বাকৃতি লোকটীর কল্পনা আমার নিজস্ব নহে ; উহার জন্য আমি "Oh Baby !" নামক মূক-চিত্রটীর নিকট বিশেষ ঋণী। এখন সুধীবর্গের যদি ইহা ভাল লাগে, আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।—ইতি

বিরাম-মন্দির,
লাভপুর, বীরভূম।
১২।১।৩৬

বিনীত
শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটকের পাত্র পাত্রীগণ

পুরুষ

বঙ্কিম রায়	প্রতিষ্ঠাপন্ন উকীল
সুবিনয়	ঐ জুনিয়ার উকীল
	রাণী ক্ষেমঙ্করীর পলাতক দৌহিত্র
গদাই	সুবিনয়ের বন্ধু ও মিনার অবৈতনিক সঙ্গীত শিক্ষক ও প্রতিবেশী (ইনি এত খর্ব্বাকৃতি যে দেখিতে বালকের ন্যায় ।)

বঙ্কিমের বেয়ারা

।

স্ত্রী

রাণী ক্ষেমঙ্করী	দেবানন্দপুরের রাণী
মিনা রায় ওরফে মৃণ্ময়ী	বঙ্কিমের কন্যা
পুঁটী	রাণী ক্ষেমঙ্করীর আশ্রিতা দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুমারী ; সুবিনয়ের জ্ঞাতি-ভগ্নী
বামী ঝি বা বুড়ো-ঝি	রাণী ক্ষেমঙ্করীর পুরাতন দাসী ; একটু খোঁড়া

লাভপুর

অতুলশিব ক্লাব কর্ত্তৃক অভিনয়ে প্রথম অভিনয়

রজনীর সংগঠনকারী ও অভিনেতৃবর্গ

শিক্ষক	রায় শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর
ড্রামাটিক সেক্রেটারী	শ্রীভূদেব চট্টোপাধ্যায় বি-এ
রঙ্গভূমি সজ্জাকর	শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও
	শ্রীসত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্মারক	শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বি-এ

বঙ্কিম রায়	শ্রীভূদেব চট্টোপাধ্যায় বি-এ
সুবিনয়	শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গদাই	শ্রীসত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাণী ক্ষেমঙ্করী	শ্রীদুর্গাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
মিনা	শ্রীবলাই বন্দ্যোপাধ্যায়
পুঁটী	শ্রীফুল্লরাচরণ ওঝা
বামী ঝি	শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উকিল বঙ্কিম রায়ের সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম

টেবিল-হারমোনিয়াম বাজাইয়া মিনা গান করিতেছিল ও গদাই পাশে দাঁড়াইয়া তাল দিতেছিল এবং মাঝে মাঝে সঙ্গে সঙ্গে গাহিতেছিল। মুখে অনবরত সিগারেট। সুবিনয় গোপন সতৃষ্ণনয়নে মিনার প্রতি চাহিয়া মুগ্ধভাবে গান শুনিতেছিল ও মাঝে মাঝে তন্ময়ভাবে মাথা নাড়িতেছিল।

গান

তারে যদি লাগে ভাল কেন গো মানা ?
জাননা যে কত সুখ অজানারে যেচে জানা।
জানিতে চাই যারে সে যদি নাহি জানে,
গোপন সুখ দুঃখ থাকিবে মোর প্রাণে,
তবে এ নিরালায় কেন গো দাও হানা ?

সুবিনয়। (গান শেষে) সুন্দর।

মিনা। (সহাস্যে) এও আপনার কাছে সুন্দর হ'ল? (গদাইয়ের প্রতি) সুবিনয়বাবু খুব জবর শ্রোতা মাষ্টারমশায়! এখনও গানটার সব খোঁচ খাঁচ আদায় হয় নি, তবু ওঁর কাছে সুন্দর বোধ হচ্ছে।

গদাই মৃদু হাসিল এবং মিনার অজ্ঞাতে সুবিনয়ের প্রতি কটাক্ষ করিল

সুবিনয়। গানে খোঁচ-খাঁচ থাকলেই বোধ হয় কাণেও খচ্ খচ্ করে বিঁধ্‌ত; সাদাসিদে আছে বলেই একেবারে কাণের ভিতর দিয়ে সোজা মরমে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে।

মিনা। তা'হলে মাষ্টারমশায়ের গান আপনার মরম পর্য্যন্ত পৌঁছয় না বলতে চান? কাণে খোঁচা মেরেই মরমের উল্টো পথ দিয়ে বেরিয়ে আসে?

সুবিনয়। না, তা কেন? মাষ্টারের গলাও তো বেশ মিষ্টি। ঠিক স্ত্রীলোকের গলার মতই।

মিনা। ও, তা হ'লে পুরুষের গলারই যত দোষ? স্ত্রীলোকের গলামাত্রেই মিষ্টি? দেখেছেন মাষ্টারমশায় পক্ষপাতিত্ব?

গদাই। শুধু ওর দোষ নেই, প্রায় পুরুষদের কাণই অমনি। আরে গাধা, কত সাধ্যসাধনা, কত পরিশ্রম যে পশ্চিমে করতে হয়েচে, তার তুই কি বুঝবি। কত প্যাঁচ্, কত কসরৎ, এমন কি ওস্তাদদের প্রত্যেক মুদ্রাদোষটী পর্য্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে আয়ত্ত করতে

হয়েচে, তবে না ওস্তাদ্-সাহেব বাইজী-সাহেবাদের সন্তুষ্ট করতে পেরেচি। দেখবি প্রশংসাপত্র? বলে স্ত্রীলোকের গলা!

মিনা। কিন্তু সত্যি মাষ্টারমশায়, দূর থেকে কেউ আপনার গান শুনলে স্ত্রীলোকের গলা ভিন্ন বল্‌তে পারে না।

গদাই। ভগবান্ যে মার্কা-মারা চেহারা দিয়েছেন, তা'তে স্ত্রীলোকের কাপড় পরলেই কি কেউ পুরুষ ব'লে চিনতে পারে?

মিনা। (হাসিয়া) তা' যা' বলেছেন মাষ্টারমশায়। আচ্ছা মাষ্টারমশায়, আপনার বয়স কত হ'ল?

গদাই। তুমিই আন্দাজ কর তো?

মিনা। আন্দাজ করতে পারলে আর আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রব কেন? আমি ত আপনাকে অমনিই দেখচি। পাঁচ থেকে পঁয়তাল্লিশ—এর মধ্যে যা আপনার বয়স বলবেন, লোককে তাই বিশ্বাস ক'রতে হ'বে।

সুবিনয়। সে কথা খুব ঠিকই বলেছেন। একে ওর ঐ ছোটখাট চেহারাটী, তার উপর গোঁফ-দাড়ীর চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। ওকে যদি একটা নেকার-বোকার, কি পেনি-ফ্রক পরিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হয় তবে কেউ সন্দেহ পর্য্যন্ত ক'রতে পারবে না, যে ও আমারই সমবয়সী একজন পুরুষ মানুষ।

মিনা। (আনন্দে করতালি দিয়া) এই মাষ্টারমশায়ের বয়স পেয়েছি। আপনার বয়স না আটাশ?

সুবিনয়। (হাসিয়া) হাঁ।

মিনা। মাষ্টারমশায়ের একটা মস্ত সুবিধে—ছেলের দলে ইচ্ছে

করলে মিশ্‌তে পারেন, আবার আপনাদের দলেও পারেন। উনি একরকম চেহারার সব্যসাচী। কিন্তু ওঁর চেহারার এমন সুযোগ থাকতে সেটাকে কোন কাজে লাগানো হ'চ্ছে না—এ একটা ভারী আপ্‌শোষ!

গদাই। কি রকম কাজে লাগাতে চাও, বল? আমি রাজী।

মিনা। আপনি তো রাজী কিন্তু প্ল্যান্‌ মাথায় আস্‌ছে কৈ? ধরুন—কারো ছেলে নিরুদ্দেশ হয়েছে, আপনাকে তার ছেলে ব'লে চালিয়ে দিয়ে তাঁর বিষয়টা পাইয়ে দেওয়া—কি—কি—ঐ রকম একটা কিছু—

গদাই। ছেলে কার নিরুদ্দেশ হ'য়েছে তাতো জানা নেই; নইলে ছেলে সেজে বিষয় পেতে আমার কোন আপত্তি ছিল না। তবে নিজের ছেলে কি লোকে চিন্‌তে পার্‌তো না? একবার জাল ছেলে বলে চিন্‌তে পার্‌লে, সেই নিরুদ্দিষ্ট ছেলের বাপ, খেঁটের চোটে আমাকে আরও খানিকটা খাটো করে দিত। ওটায় অনেকগুলো অসুবিধে। একে ছেলে নিরুদ্দেশ হওয়া চাই; তারপর মা বাপের ছেলেকে না চেনা চাই; তারপর—উঁহু, আর একটা কিছু ঠিক কর'। আমার এই সৃষ্টিছাড়া চেহারার সুযোগ তোমাদিগে দিতে কিন্তু আমি রাজী।

মিনা। আমার মাথায় যে প্ল্যান্‌ আসে না। কেবল এমনি একটা আমোদ করলে ভারী মজা হয়—এইটুকুই মাথায় এসেছে। (সুবিনয়ের প্রতি) আপনি তো উকীল মানুষ; অনেক জাল-জালিয়াতির মোকদ্দমা তো করেন—

সুবিনয়। মোকদ্দমাই পাই না—তার আবার জাল-জালিয়াতি। ভাগ্যিস্ আপনার বাবার সঙ্গে এলাহাবাদে দেখা হয়েছিল, আর তিনি দয়া ক'রে আমাদের বাসায় পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন, তাই তাঁর আশ্রয় পেয়েচি; নইলে যে আমার কি দশা হ'তো—

মিনা। যান্ যান্; কেন যখন তখন ঐ এক কথা বলেন বলুন তো? জানেন আমি ও কথায় কত দুঃখ পাই, তবু জেনে শুনে শুধু আমার মনে কষ্ট দেওয়ার জন্যই—

মিনা রাগ করিয়া চুপ করিল

সুবিনয়। আচ্ছা আর বলবোনা, মাফ্ চাচ্ছি।

মিনা। আবার! সব তাতেই এলাহাবাদের কথা, আর কথায় কথায় মাফ্ চাওয়া। বাবা শুন্‌লে কি মনে করবেন? তাঁর কত কষ্ট হবে জানেন?

সুবিনয়। না আর বলবোনা। কিন্তু নিজের অবস্থার কথাটা ভুলতে পারি না যে।

গদাই। কি কথায় কি কথা এসে প'ড়লো। তোমার দিদিমার গল্প বল হে, ওসব কথা ছেড়ে দাও।

সুবিনয়। দিদিমার গল্প আর কি বলবো? তোমরা ত সবই শুনেছ ভাই।

গদাই। শুনেছি। কিন্তু এখন যে এত পস্তাচ্ছো, সেই মেয়েটীকে বিয়ে করলেই তো সব গোল মিটে যেত।

মিনা। তা করবেন কেন? তার যে নাকে পোঁটা, কাণে পুঁজ, চোখে পিঁচুটী, সে কালো, তার বয়স দশ। উল্টে আবার দিদিমাকে চিঠি লেখা হয়েচে—আমি বিয়ে করেচি, আমার একটী কন্যা হ'য়েচে।

গদাই। হাঁরে, সত্যি? কেন, তা লিখ্‌তে গেলি কেন? তোর কি ধারণা, দিদিমার পছন্দ করা সেই দশমবর্ষীয়া গৌরীটী আজও তোকে পাবার জন্যে তপস্যা করচেন, দেবানন্দপুর গেলেই সে এসে জোর করে তোর গলায় মালা তুলে দেবে? তা সেই চিঠির কোন উত্তর এলো?

সুবিনয়। সে চিঠি তো আর আজ লিখিনি। এলাহাবাদে গিয়েই কিছুদিন পর সংবাদ দিই—বিয়ে করেচি; আবার বছরখানেক পরে সংবাদ পাঠাই—মেয়ে হয়েচে। চিঠিতে কোন ঠিকানা দিতুম না।, চিঠিও নানাস্থান থেকে পাঠাতুম।

গদাই। উদ্দেশ্য—দিদিমা যেন আর সে মেয়েটাকে বিয়ে করতে না বলেন; আর বল্‌লেও তারা সতীনের ওপর মেয়ে না দেয়—এই তো?

সুবিনয়। দিদিমা দেবস্থানে বাক্যদান করেছিলেন সুতরাং তিনি নিজে থেকে কখনও সে মেয়েটীর সঙ্গে বিয়ে দেবেন না—বলবেন না। এক, যদি মেয়েটীর বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকে, কি তার বাপ সতীনের কথা শুনে বিয়ে দিতে না চান—তবেই রক্ষে। দিদিমার কথার তো কখন নড়চড় দেখিনি।

মিনা। (সুবিনয়ের প্রতি) আচ্ছা নিজের সংবাদ তো দিতেন, কখনও দিদিমার সংবাদ নিতে ইচ্ছে হোত না?

সুবিনয়। ইচ্ছা হ'তো বৈকি। ছেলেবেলায় বাপ-মা মারা গিয়ে তাঁরই হাতে মানুষ হয়েছিলুম। মাঝে মাঝে সংবাদও পেতুম। কলকাতায় আমার এক বন্ধু—দেবানন্দপুরে তার মামার বাড়ী—সে-ই আমাকে দিদিমার সংবাদ পাঠাতো। পালাবার সময় তার বাড়ীতেই উঠেছিলুম কিনা। সে আমার সব খবরই জানতো।

মিনার পিতা বঙ্কিম রায়ের একটা টেলিগ্রাম হস্তে প্রবেশ। মিনা ব্যতীত সকলে দণ্ডায়মান হইল।

বঙ্কিম। (টেলিগ্রামটী সুবিনয়ের হাতে দিলেন ও সুবিনয় খান ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল) ওহে সুবিনয়, তোমার নামে এই টেলিগ্রামটা এসেছে। প্রথমে হাইকোর্টে, তারপর হাইকোর্ট থেকে তোমার বাড়ীর ঠিকানা জেনে বাড়ীতে নিয়ে যায়। সে খান থেকে ডেলিভারী নিয়ে তোমার চাকর এখানে দিয়ে গেল। খবর সব ভাল তো?

সুবিনয় মাথায় হাত দিয়া বসিল

মিনা। ব্যাপার কি? কোন মন্দ খবর নিশ্চয়? দেখ্‌তে পারি?

সুবিনয়। দেখুন। (টেলিগ্রাম দিল)

মিনা। (পড়িল)

Getting older. Shall settle about my estate. Please come with your wife and daughter. Do inform home address.

Khemankari.

মিনা ও গদাইয়ের মুখে হাসি; বঙ্কিম গম্ভীর

বঙ্কিম। এর মানে কি হে স্থবিনয়? কিছুই তো বুঝলুম না! অন্যের টেলিগ্রাম তোমাকে ভুল করে দিয়ে গেল না তো? হোম-এড্রেস জানাতে অনুরোধ করছেন; তা'হলে এ টেলিগ্রাম, হাইকোর্টের উকীল জেনে, হাইকোর্টের ঠিকানায় করেছেন। হাইকোর্টে আর কোন স্থবিনয় উকীল আছে নাকি? তোমার আবার স্ত্রী-কন্যা কোথায় যে দিদিমা স্ত্রীকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে লিখেছেন? আর দিদিমা তোমার ঠিকানা জানেন না—এই বা কেমন কথা?

মিনা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল

ব্যাপার কিরে মিনা? তুই সব জানিস্ মনে হচ্ছে?

মিনা। (স্থবিনয়ের প্রতি) বল্‌বো?

স্থবিনয়। (ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইল)

মিনা। উনি যখন কলকাতার কলেজে আই-এ, পড়েন, তখন ওঁদের কি একটা সভা ছিল বাবা। সভার সভ্যরা সব পণ করেছিলেন, ছোট মেয়ে বিয়ে করবেন না। ওঁর দিদিমা একটী দশ বছরের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করায়, উনি এলাহাবাদে পালিয়ে যান্। সেখান থেকেই আইন পাশ করেন। ওঁর দিদিমার প্রচুর সম্পত্তি। পাছে ফাঁকে পড়েন, তাই ঠিকানা না জানিয়ে মাঝে মাঝে সংবাদ দিতেন যে বেঁচে আছেন। নইলে যদি পোষ্যপুত্র নেন আবার! এ সংবাদও মিছে ক'রে দিয়েছিলেন যে উনি বিয়ে করেছেন, ওঁর এক মেয়ে হয়েছে। এই সব। তাইতো দিদিমা টেলিগ্রাম করেচেন—স্ত্রীকন্যা নিয়ে এস।

বঙ্কিম। হুঁ; কই এসব কথা তো বলনি সুবিনয়?

মিনা। তোমাকে বলতে বরাবর কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ করে আস্‌চেন; কিন্তু আমি আর মাষ্টার-মশায় সব জেনে নিয়েছি। বল্‌তে কি চান্! (সুবিনয়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়া) এখন নিয়ে যান স্ত্রী আর কন্যাকে!

বঙ্কিম। টেলিগ্রামটা আস্‌চে কোত্থেকে?

মিনা। দেবানন্দপুর থেকে।

বঙ্কিম। দেবানন্দপুর! কই দেখি? (টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া) ক্ষেমঙ্করী। অ্যাঁ, রাণী ক্ষেমঙ্করী তোমার দিদিমা?

সুবিনয়। (নত মস্তকে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

বঙ্কিম। কোথায় তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন?

সুবিনয়। গোঁসাই-মালপাড়ার কে এক বঙ্কিম চৌধুরীর মেয়ের সঙ্গে।

বঙ্কিম। মেয়ে তুমি নিজে দেখেছিলে?

সুবিনয়। আজ্ঞে না। দিদিমা দেখেছিলেন।

বঙ্কিম। তারপর?

সুবিনয়। বাল্যবিবাহ নিবারণী সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলাম। তা ছাড়া আমাদের বুড়ো ঝি কনের সম্বন্ধে যে সব কথা—

বঙ্কিম। বুঝতে পেরেচি। এখন কি করতে চাও?

সুবিনয়। (নীরব)

বঙ্কিম। টেলিগ্রামে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। অতবড় একটা সম্পত্তি। তোমার যাওয়া উচিত।

মিনা। যাবেন তো কিন্তু স্ত্রী-কন্যা পাবেন কোথায়?

বঙ্কিম। তাই তো, বেজায় জট পাকিয়ে তুলেছ যে। গদাই!

গদাই। আজ্ঞে।

বঙ্কিম। আমার কাজ রয়েছে। ওহে শোন, তোমায় যেন কি একটা বল্‌ব ভেবেছিলুম। (গদাইকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিতে চলিতে) দেখ, রাণী ক্ষেমঙ্করী এই মিনার সঙ্গেই সুবিনয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন। আমিই সেদিন সুবিনয়ের নামে দানপত্রের মুসুবিদা করে—

গদাই। বলেন কি!

বঙ্কিম। চেঁচিও না, সব বলচি এস।

প্রস্থান

মিনা। এখন কি করবেন ঠিক করচেন?

সুবিনয়। আপনার বাবা আমার ওপর ভয়ানক রেগে গেলেন।

মিনা। রাগ কোথায় দেখলেন? অবশ্য মিথ্যাকে তিনি ঘৃণা করেন। কিন্তু আপনার তো কোন মন্দ উদ্দেশ্য ছিল না। এ পরিচয়-গোপনের কারণ তিনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেচেন। বাবার রাগের ভয়ে আপনি মন খারাপ করবেন না। দেবানন্দপুর যাবার কি ব্যবস্থা করবেন তাই ভাবুন এখন।

সুবিনয়। আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

মিনা। (কৌতুকে) সে মেয়েটীর যদি এখনো বিয়ে না হ'য়ে থাকে, দিদিমা যদি আবার তাকেই বিয়ে করতে বলেন?

সুবিনয়। আগে যাওয়ারই ব্যবস্থা হোক।

মিনা। ধরুন গেলেন, তখন ?

সুবিনয়। বিষয়ের আশা ত্যাগ করতে হবে।

মিনা। বাব্বাঃ, এত রাগ ! তবু সে মেয়েকে বিয়ে করবেন না ? কেন করবেন না ? সত্যিই তো আর আপনার বিয়ে হয়ে যায় নি ! (একটু পরে) ও, এইবার ধরা পড়ে গিয়েচেন।

সুবিনয়। কি ?

মিনা। আপনি তা'হলে চিরকুমার থাক্‌তে চান।

সুবিনয়। না, সে রকম কোন বদ্ মতলব আমার নাই।

মিনা। তবে ব্যাপার আরো ঘোরালো। তাই না ?

সুবিনয়। কি বলচেন বুঝতে পারচি না।

মিনা। বেশ বুঝতে পারচেন ; বলবেন না তাই বলুন।

সুবিনয়। আপনাকে না বলার মত এমন কি কথা আমার থাক্‌তে পারে ?

মিনা। আচ্ছা, আমিই বলচি। না দেখেই যখন গোঁসাই-মালপাড়ার মেয়েটাকে মন থেকে সরিয়েচেন, চিরকুমারও থাকতে চান না, তখন নিশ্চয়ই আর কারুকে ভালবেসেচেন ! দুই-য়ে দুই-য়ে চার হ'য়েছে, সোজা হিসেব।

সুবিনয় একবার কাতরতাভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া
মুখ নত করিল

মিনা। বলুন ঠিক ধরেছি কি না ? বলবেন না ?

গদাইয়ের প্রবেশ

গদাই। (মিনার প্রতি) তোমার বাবা যে আবার আমাকে অন্যত্র একটা কাজে পাঠাতে চান্। আমি বলে এলুম—আজ সে কি করে হতে পারে। হ্যাঁ, কি কথা হচ্ছিল তোমাদের ?

মিনা। আমাদের কথা শেষ হয়ে গিয়েচে। এখন এঁকে উদ্ধার করুন।

গদাই। কি যে করবো মাথায় তো কিছু আসচে না। তোমার বাবার সময় থাক্‌লে একটা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা যেত। তা তাঁর কি এ সব ছেলেমান্‌ষীতে যোগ দেবার অবসর আছে !

মিনা। এ সব ছেলেমান্‌ষী হল মাষ্টারমশায় ? এর কোন্‌টা ছেলেমান্‌ষী ? বিয়েটা, না বিষয়টা ?

গদাই। আচ্ছা সুবিনয়, একটা পাবলিক থিয়েটারের কি টকীর অভিনেত্রী ভাড়া ক'রে, তাকে রিহার্শেল দিয়ে স্ত্রী তৈরী করে নিলে হয় না ?

মিনা। পাবলিক থিয়েটারের অভিনেত্রী ! ছি ছি, মাষ্টার-মশায় কি যে বলেন ?

গদাই। বলি কি সাধে ? এখন স্ত্রী-কন্যা কোথায় পাওয়া যায় বল ?

সুবিনয়। দেখ্ গদা, সব সময় ফাজ্‌লেমী ভাল লাগে না। একে আনুষ্ঠানিক হিঁদুর ঘর, তায় বিধবা মানুষ ; তাঁর কাছে গিয়ে একটা পাবলিক থিয়েটারের অভিনেত্রীকে নিয়ে পরিচয় দোব স্ত্রী বলে ?

গদাই। তবে কি করবে বল? সম্পত্তি পাওয়া চাই, সেই পোটানাকী মেয়েটীর ভয়ও যথেষ্ট। গিয়ে কাজ কি?

মিনা। তার চেয়ে গিয়ে সত্যি কথা বলুন, আর ভাল ছেলের মত সেই মেয়েটীকে বিয়ে করে ফেলুন। অবশ্য যদি তার বিয়ে না হ'য়ে থাকে।

গদাই। কিংবা যদি মেয়েটীর দু'বার বিয়েতে আপত্তি না থাকে; অথবা যদি ডাইভোর্স চালাতে পারিস্, সেও মন্দ হবে না।

সুবিনয়। থাম্ থাম্, জ্যেঠামো করতে হবে না।

মিনা। আচ্ছা মাষ্টারমশায়, ক'দিন থাকতে হবে?

গদাই। দুই এক দিনের মামলা। একবার দেখা করে, প্রণাম দিয়ে, কোন অছিলায় কলকাতায় ফেরা যায় স্বচ্ছন্দে। তারপর দানপত্র সই রেজেষ্ট্রী হয়ে গেলে, তখন না হয় সব কথা বলা চলে। আর এদিকেও খোঁজ নেওয়া চলে—সেই মেয়েটার বিয়ে হয়েছে কি না। না হয়ে থাকে, সুবিনয় তাকে বিয়ে করতে পারে—

সুবিনয় তাহার দিকে রক্তচক্ষে চাহিল

মিনা। দেখুন, আমার মাথায় একটা প্ল্যান্ এসেছে। এইমাত্র কথা হচ্ছিল না—আপনার চেহারাটাকে একটা কাজে লাগাতে হবে। তা নেকার-বোকার, কি পেনি-ফ্রক আর পরচুলা প'রে আপনি তো দিব্যি সুবিনয় বাবুর মেয়ে সেজে দিতে পারেন।

গদাই। আমি!

মিনা। হ্যাঁ, আপনি। চমকালে চল্‌বে কেন? দুই এক দিনের তো মামলা। অভিনয়ও বেশ করেন, বন্ধুর উপকার করতেও প্রস্তুত আছেন, আপনাকে মানাবেও বেশ। তবে রাজী হবেন না কেন?

গদাই। আচ্ছা ভেবে দেখা যাক্। চল, চা খেয়ে আসি চল। চা না খেলে মাথাটা খুলবে না।

মিনা। আসুন, আসুন।

গদাই। তোমরা এগোও। আমি একটু নিরালায় ভেবেনি।

মিনা ও সুবিনয়ের প্রস্থান

গদাই গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল ও কাগজ পেন্সিল লইয়া রচনা করিতেছিল। "ভব রঙ্গভুমি মাঝে, সেজে নানা সাজে করি কত মত অভিনয়।"

বঙ্কিমের প্রবেশ

বঙ্কিম। এই যে গদাই। এরা কোথায়?

গদাই। চায়ের টেবিলে গিয়েচে। আমিও যাচ্ছিলুম—

বঙ্কিম। তোমার কি মনে হয়?

গদাই। আপনার অনুমানই ঠিক। এরা দুজনেই দুজনকে ভালবাসে। সুবিনয় কেবল গরীব বলে প্রস্তাব করতে সাহস পায় না; আর মিনা যে সুবিনয়কে ভালবাসে, সে সম্বন্ধে নিতান্ত অন্ধ ব্যতীত কারও সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

বঙ্কিম। আমার উদ্দেশ্যই তাই ছিল। সুবিনয়কে চরিত্রবান্, বিদ্বান এবং সাধু প্রকৃতির দেখেই আমি তাকে এমন ভাবে মিনার সঙ্গে মিশতে দিয়েছিলুম। উদ্দেশ্য ছিল, পরস্পরের জানা শোনা হয়ে গেলে—উভয়ের যদি অমত না হয়—আমি সুবিনয়ের হাতেই মিনাকে দোব। কিন্তু কি মুস্কিলের কথা দেখ, সুবিনয় নামটা শুনেও আমি কোন সন্দেহ করিনি। সুবিনয় তার পিতার নাম তো ঠিকই বলেছিল।···মাতামহীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করা রীতিও নয়, সেও গায়ে পড়ে বলেনি। সুবিনয়ের পালিয়ে যাওয়ার সংবাদও আমি শুনেছিলুম, কিন্তু সুদূর এলাহাবাদে তোমাদের দেখে আমার এদিকে কোন খেয়ালই হয় নি। সুবিনয়ও আমাকে ধরতে পারে নি। সে শুনেছিল, গোসাই-মালপাড়ার বঙ্কিম চৌধুরী। আর আমাকে জানে, কলকাতার বঙ্কিম রায়। রাজা বাহাদুরের মেয়ের বিয়ে, সুবিনয়ের ভাত,—নেমন্তন্ন তো বাদ যায় নি; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি কোনটাতেই যোগ দিতে পারি নি। ওকালতি স্বাধীন ব্যবসা—কে বলে? যাক, সুযোগ যখন এসেছে, তুমি একটু উদ্যোগী হও বাবা। তবে একটু সতর্ক থাকবে—মিনা যে অভিমানী মেয়ে—সে যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে, যে সুবিনয় তাকে বিয়ে করার ভয়েই পালিয়েছিল।

গদাই। আপনি কিছু ভাববেন না। দেখি কত দূর কি করতে পারি।

বঙ্কিম। যে দিন-কাল পড়েচে তাতে এ রকম সম্বন্ধ ছাড়া কিছুতেই উচিত হবে না। আজকালকার মেয়েরাও যেন কেমন এক

ধরণের। পারতপক্ষে কেউ বিয়ে করতে রাজী নয়। কিন্তু কন্যাদায় যে কি বিষম দায়, সেটা তো দেখতেই পাচ্ছ। আচ্ছা, তোমার চা না হয় এখানেই পাঠিয়ে দিতে বলচি। তুমি বাবা একলাটী একবার ভাল করে ভেবে নাও।

প্রস্থান

ইতি মধ্যে ভৃত্য চা ও খাবার দিয়া গেল। তাহার চা খাওয়া ও গান লেখা এক সঙ্গেই চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে গুন্ গুন্ করিয়া সুর ঠিক করিতে লাগিল :—

"ভব রঙ্গভূমি মাঝে সেজে নানা সাজে
কর কত মত অভিনয়।
কভু রাজাচারী কথনো ভিখারী
কে জানে তোমার পরিচয় ?
কভু কারো ডরে পলাও দেশান্তরে
কারে যেচে ধরা দাও গো।
তাও মুখ ফুটে পার না বলিতে
লুকায়ে রেখেছ মনের থলিতে"

তার পর কি লেখা যায় (ভাবিয়া)

"বাহিরেতে হায় বিরাগীর প্রায়
মরি মরি কি বিনয় !"

সুবিনয় বল্লে ধরা পড়ে যেতে হবে।

মিনা ও সুবিনয়ের প্রবেশ

মিনা। কি মাষ্টার মশায়, গান রচনা হচ্ছে না কি ? আপনি তা হ'লে লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতাও লেখেন ! এখানে বসে এই সব

ক্ষষ্টি নষ্টি করছেন ; আর বাবা বল্‌লেন আপনি কি কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। চা এখানেই পাঠিয়ে দিতে। কই, কি লিখেছেন দেখি ?

গদাই। না না, এ পড়ে সুখ পাবে না। গেয়ে শোনাই।

গদাই গলা ছাড়িয়া গাহিল। মিনা অপ্রস্তুতের মত হাসিতে লাগিল। সুবিনয় রাগিয়া বলিল

সুবিনয়। ওরে, গাধা পিট্‌লে কখনো মানুষ হয় না।

গদাই। সে তো ভাই চোখের সামনে জলজ্যান্ত দেখতেই পাচ্ছি।

মিনা। থাক্, থাক্, আর ঝগড়ায় কাজ নেই। এদিকের কি ঠিক করলেন বলুন ?

গদাই। আমি রাজী, কিন্তু একটা সর্ত্তে।

মিনা। এর আবার সর্ত্ত কি ?

গদাই। সর্ত্ত হচ্ছে—তুমি যদি আমার মা সাজতে রাজী হও।

মিনা। যান্। ছি ছি, আপনি কি মাষ্টার-মশায় ?

গদাই। কেন ? অভিনয়ও করতে পার, মানাবেও বেশ, সুবিনয়কেও বন্ধু বলে গ্রহণ করেছ, তার উপকার করতেও প্রস্তুত আছ, তবে আমার বেলায় এক রকম, আর তোমার বেলায় অন্য রকম হবে কেন ? এক যাত্রায় পৃথক্ ফল ?

মিনা। কি যে যা' তা' বলেন ? আপনি আর আমি এক কথা হ'লো ?

গদাই। এক নয় বলেই তো আলাদা আলাদা ব্যবস্থা করতে চাচ্ছি। আমি সাজ্‌বো মেয়ে, তুমি সাজবে মা।

স্থবিনয়। না না গদাই, অতটা গরজ ভাল কথা নয়। সামান্য বিষয়ের জন্য ওঁকে আমার ইয়ে সাজতে বলা—এ ভারি অন্যায়।

গদাই। না, এ অন্যায় নয়। মিনা, আমি তোমাকে বোনের মত ভালবাসি বলেই এ প্রস্তাব করতে সাহস পেয়েছি। আমাদের এ্যামেচার থিয়েটারে তোমরা কত বার তো স্বামী স্ত্রীর অভিনয় করেচ।

বঙ্কিমের প্রবেশ

বঙ্কিম। কি? কি অভিনয়ের কথা হচ্ছে সব।

মিনা। দেখ দেখি বাবা মাষ্টার-মশায়ের অন্যায়!

বঙ্কিম। কিরে, কিসের অন্যায়?

গদাই। আচ্ছা, মিনা আমাকে নেকার-বোকার পরিয়ে স্থবিনয়ের মেয়ে সাজাতে চায়। কিন্তু আমার মা-তো একটা চাই। তাই আমি মিনাকে স্থবিনয়ের ইয়ে সাজতে অনুরোধ করেছিলুম।

বঙ্কিম। তা, তা, আমার কিন্তু বেশ লাগে। তোমাদের থিয়েটারে তো কয়েকবারই দেখলুম—ওরা বেশ অভিনয় করে। বেশ মানায়। দেবানন্দপুর শুনেচি, ভারী চমৎকার জায়গা। রাজবাড়ীটাও নাকি দেখবার মত। আর রাণী ক্ষেমঙ্করী—রাজ রাজড়ার ঘরে এমন দেবী প্রতিমা আমি অন্যত্র কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। সেখানে যেতে দিতে আমার কোন আপত্তি

নেই। রাণীমার কাছে যাবে—তোমার সঙ্গে—সুবিনয়ের সঙ্গে—এতো ভাল কথা; এতে আপত্তির কি থাকতে পারে? একটা নূতন জায়গাও দেখা হবে। মন্দ কি! তোমরা যা হয় একটা পরামর্শ ঠিক করে ফেল। সুবিনয়ের নিশ্চয় যাওয়া উচিত। হাঃ হাঃ, একটা নূতন রকমের অভিনয়।

বেয়ারার প্রবেশ, প্রবেশমাত্র বঙ্কিম বুঝিলেন মক্কেল আসিয়াছে

আঃ, মক্কেলগুলোর—জ্বালায় গেলুম এক দণ্ড কি ছাই স্থির হয়ে দাঁড়াবার যো আছে?

প্রস্থান

মিনা। বাবা শুদ্ধ পাগল হলেন নাকি?

গদাই। হাঁ, তোমার বাবা পাগল, আমি পাগল, পাগল নয় কেবল সুবিনয়। কেমন হে?

গদাই চোখ টিপিল এবং সুবিনয় জনান্তিকে ঘাড় নাড়িয়া, ভ্রূকুটি করিয়া, তাহার প্রেমের ব্যাপার প্রকাশ করিতে নিষেধ করিল

না, না, তোমার সে পাগলামীর কথা আমি প্রকাশ করছি না।

সুবিনয় চঞ্চল হইয়া লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিল; কেবল একবার রক্ত চক্ষে গদাইয়ের দিকে চাহিল মাত্র; আর ঘাঁটাইতে সাহস করিল না—পাছে বেশী গোল করে

মিনা। না, না, এ আমার ভারী বিশ্রী লাগছে; আর তা ছাড়া, কাল যে আমাদের থিয়েটার আছে। কাল কি করে দেবানন্দপুর যাওয়া হয়?

গদাই। এবার তো তোমার কি সুবিনয়ের পার্ট নেই; বরং

শেষকালে আমার একটা গান আছে। সে কোনও অছিলা করে, খাওয়া দাওয়ার পর মোটরে চলে এলেই হ'বে। মোটে তো পঁচিশ ত্রিশ মাইল রাস্তা। তোমাদের তো এবার শুধু দেখা; একবার নাই বা দেখ্‌লে?

মিনা। কি অছিলায় আস্‌বেন?

গদাই। সে তখন দেখা যাবে। এত বড় একটা ব্যাপার ভাব্‌তে ভাব্‌তে যখন কূল পাওয়া গেল তখন ওটাও ভাবলে কূল পাওয়া যাবে; তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

মিনা। গেলে, আমিও কিন্তু খাওয়া দাওয়ার পর আপনার সঙ্গে চলে আস্‌ব।

গদাই। কেন? এ পণ কেন? তোমার তো থিয়েটারে কাল পার্ট নেই।

মিনা। ঘরে না শুলে আমার ঘুমই হয় না।

গদাই। একরাত্রি না হয় জেগেই থাক্‌বে।

মিনা। না, রাত্রি জাগ্‌তে আমি মোটেই পারি না।

গদাই। যখন থিয়েটার কর তখন কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পার্ট বল, না নিশির ঘোরে অভিনয় কর? সুবিনয়ের বেলাতেই যত ঘুম!

মিনা। আপনি যদি খাওয়া দাওয়ার পরই আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার ভার নেন, তবেই—

গদাই। আচ্ছা আচ্ছা, সে ভার আমার। এখন একবার তিনজনে মিলে রিহার্শেল দিয়ে নি—কেমন কথা সেখানে কইতে হবে, কেমন ব্যবহার কর্‌তে হবে—

মিনা। ছিঃ ছিঃ, আমার কিন্তু এ কেমন-কেমন বোধ হচ্ছে।

গদাই। তা হোক্ না একটু কেমন-কেমন বোধ।

মিনা। (সুবিনয়কে) আচ্ছা, আপনার দিদিমা শেষে ধ'রে ঠেঙানি দেবেন না তো ?

সুবিনয়। ধরা পড়লে কি করবেন বল্‌তে পারি না ; তবে ধরা পড়বার ভয় খুবই কম। কারণ দিদিমা চোখে খুব কম দেখেন এবং কাণে খুব কম শোনেন। নইলে আপনাকে এমন ভাবে নিয়ে যেতে সাহস করি ?

মিনা। এটা একটা মস্ত সুবিধে বটে। তা'হ'লে কি বল্‌তে হ'বে, কি ক'র্‌তে হ'বে—ঠিক করুন মাষ্টারমশায়।

গদাই। চুপ, এখন রিহার্শেলের পালা। ধর—প্রথমে,—আচ্ছা,—সুবিনয় যখন পোঁটানাকী সেই মেয়েটাকে বিয়ের ভয়ে পালিয়ে এসেছে, তখন নিশ্চয়ই তোমার মত কোন বিদুষী মহিলাকে বিয়ে করেছে—এটা ধরে নিতে পারা যায়।

মিনা। কা'র মত, কিসের মত—ওসব তুলনায় আপনার কাজ কি ? আপনি শুধুই বলে যান না ?

গদাই। (হাসিয়া) আচ্ছা আচ্ছা ; তা হ'লে সুবিনয়ের স্ত্রী হ'ল বিদুষী মহিলা। তুমি নিজেও বিদুষী—

মিনা। আবার ?

গদাই। না, না, তুলনা করিনি। বলছি—যে তুমি নিজেও বিদুষী—কাজেই বিদুষীরা যে চালে চলেন, তা আর তোমাকে শেখাবার দরকার নেই।

মিনা। আমার তো আর বিয়ে হয় নি, আঁর বাড়ীতে পাঁচটা বিবাহিতা বিদুষীও নেই যে বিবাহিতা বিদুষীরা কি ক'রে প্রথমে দিদিমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয় জানব?

গদাই। আহা, আজ বাদে কাল বিয়ে তো করবেই। এখন মনে ক'রে নাওনা যে সুবিনয়ের সঙ্গেই তোমার বিয়ে—

মিনা। ফের? হঠাৎ আজ আপনার হ'ল কি? এমন মুখ আল্‌গা হ'য়ে গেল কেন?

গদাই। ভবিষ্যৎ মজাটার আনন্দে।

মিনা। অমন যদি করেন তবে কিন্তু আমি এ সবের ভেতর নেই।

সুবিনয়। (ব্যস্ত হইয়া) না, না, মাষ্টার, কেন তুই ওঁকে অমন যা তা বল্‌ছিস্? উনি যে আমার উপকারের জন্যে আমার হয়ে সাজতে রাজী হয়েছেন, এই আমার পরম ভাগ্য। কেন তুই ওঁকে বাজে কথা বলে বিরক্ত করছিস? আপনি ও বাঁদরটার কথা ধরবেন না।

গদাই। (হাসিয়া) আচ্ছা, আচ্ছা। ধর—প্রথমে দেখা হ'বা মাত্রই প্রণাম, বা হাল ফ্যাশানে ছোট্ট একটী নমস্কার। বুড়ি কিন্তু সেকেলে লোক; হাল ফ্যাশানের নমস্কারে চটে যেতে পারে। কাজেই প্রণামই ভাল। ধর—এই চেয়ারটা যেন দিদিমা। গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম কর। (মিনা প্রণাম করিল) হাঃ হাঃ হাঃ।

মিনা। আপনি আবার কন্যা সাজবেন—তবেই হয়েছে। সেখানে এমনি হাসলেই সর্ব্বনাশ আর কি!

গদাই। না, না, আর হাসব না। আচ্ছা তারপর? (সুবিনয়কে) তারপর কি—বলনা রে?

সুবিনয়। দিদিমা হয়তো নিয়ে গিয়ে বসাবেন; তারপর নাম জিজ্ঞাসা করতে পারেন। একটা নাম ঠিক করা দরকার।

মিনা। আপনিই ঠিক ক'রে দিন না।

গদাই। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। (ভেঙ্গাইয়া) এ—লো—কে—শী।

মিনা। দেখুন, আপনার দ্বারা কিছু হবে না। ওঁর উপকারের জন্যে, যা' করবার নয়, তাই করতে যাওয়া যাচ্ছে, আর আপনার মাথায় এখনও ফুক্কুড়ি ঘুরছে?

গদাই। আচ্ছা, আচ্ছা, আর ফুক্কুড়ি নয়, এইবার গম্ভীর। কিন্তু দেখ, মিছে কথা পারতপক্ষে না বলাই ভাল; শেষে কথা ঠিক রাখা মুস্কিল হয়। নামটামগুলো আসল বল্লে ক্ষতি কি? মিছে ক'রে এলোকেশী নাম ব'লে, শেষে যদি আবার ভুলে গিয়ে ক্ষান্তমণি ব'লে ফেল—

মিনা। তা' বটে, কিন্তু থাম্‌কা পরিচয়টা জেনে ফেলবেন? অন্ততঃ তাঁর কাছে একটা কলঙ্ক থেকে যাবে, যে অমুকের কন্যা বিষয়ের লোভে একজনের স্ত্রী সেজেছিল।

সুবিনয়। এতে আর কলঙ্ক কি? যদি প্রকাশই পেয়ে যায়, তবে এও তো প্রকাশ পাবে, যে আমার উপকারের জন্যে নিঃস্বার্থ ভাবেই এ কাজ করেছেন। আর আমাদের ব্যবহারে যদি ধরা না পড়ি তবে ধরা পড়বার আশঙ্কা এক রকম নেই বল্লেই হয়।

গদাই। তা' হলে আমি আমার পেনি ফ্রক, চুল টুল সব কিনে আনি। এখন আর রিহার্শেল জম্‌বে না। রাত্রে আর কাল সকালেও রিহার্শেল দেওয়ার সময় পাওয়া যাবে। যাওয়া তো কাল সন্ধ্যায়।

প্রস্থান

গদাই হঠাৎ চলিয়া যাওয়ায়, মিনার সঙ্গে একা এক ঘরে পড়িয়া, প্রথমে লাজুক সুবিনয় চেয়ারে বসিয়াই চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ করিবে; পরে চুপ করিয়া নতনেত্রে বসিয়া থাকিবে কিন্তু আড় চোখে মাঝে মাঝে মিনার দিকে চাহিবে। মিনাও এই অশোভন নীরবতায় চঞ্চল হইবে এবং মাঝে মাঝে আড় চোখে সুবিনয়ের দিকে চাহিবে। হঠাৎ একবার চারি চক্ষে মিলন হইবামাত্র ধরা পড়িয়া, সপ্রতিভ মিনা তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করিবে—যেন এই প্রশ্ন করিবার জন্যই সে সুবিনয়ের দিকে সেই মাত্র চাহিয়াছিল

মিনা। মাষ্টার-মশায় যে পোষাক, চুল, সব কিনতে যাবেন বল্লেন, ওঁর কাছে আপনার টাকা আছে নাকি?

সুবিনয়। (রুমাল দিয়া হাত মুছিয়া এবং কাশিয়া) ওর কাছেই আমার টাকাকড়ি সব থাকে।

মিনা। (উভয়ে ক্ষণকাল নীরব থাকার পর) আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব, ঠিক উত্তর দেবেন?

২৫ ২৮৭/৩৭২৭/২/৮৩৫৫

সুবিনয়। সে কি! নিশ্চয়ই ঠিক উত্তর দেব।

মিনা। (ক্ষণেক নীরব থাকার পর) আমার মনে হয় যে—

সুবিনয় কথাটা শুনিবার জন্য মিনার মুখের দিকে চাহিবে কিন্তু
চোখে চোখ পড়িতেই চোখ নামাইয়া লইবে

সুবিনয়। কি মনে হয়?

কক্ষান্তরে, পর্দ্দার আড়ালে বঙ্কিম ও গদাইএর
প্রবেশ এবং আড়ি পাতা ও পরামর্শ করা

মিনা। না; এমন বিশেষ কিছুই নয়। তবে কিনা—

সুবিনয়। (পুনঃ চাহিবে ও চোখে চোখ পড়িতেই চোখ নামাইয়া) তবে কি?

মিনা। তখন একবার জিজ্ঞাসা করেছি, কোন উত্তর দেন নি।

সুবিনয়। কই স্মরণ হচ্ছে না তো?

মিনা। আপনি নিশ্চয়ই আর কাউকে ভালবাসেন। তাই সে মেয়েটাকে বিয়ে করতে এত আপত্তি, না? নইলে এখন ত আর সে ছোটটী নেই।

সুবিনয়। হাঁ, না, তা—এক রকম—(ঘাম মুছিল)

মিনা। কে সে—জানতে পারি না?

সুবিনয়। (চঞ্চল ভাবে হাত কচলাইয়া, ঘন ঘন ঘাম মুছিয়া ও কাশিয়া) তা অবশ্যই। হাঁ—এই—কিন্তু আপনার জেনে কোন লাভ নেই।

মিনা। (উঠিয়া, সুবিনয়ের কাঁধে পিছন দিক হইতে হাত রাখিয়া) নাই বা লাভ থাক্‌ল ; তবু শুনি না ? সব কাজেই কি লাভ থাকে ?

সুবিনয় এ পাশ হইতে তাহার স্কন্ধ-স্থিত মিনার হাতটীর নিকট নিজের হাত লইয়া যাইবে এবং দুই একবার তাহার হাতের উপর নিজের হাত ছোঁয়াইবার চেষ্টা করিবে কিন্তু পারিবে না। শেষে মিনা সে দিকে চাহিবামাত্র, উত্তোলিত হাতটীর দ্বারা গাল ও মাথা চুলকাইয়া নামাইয়া লইবে। মিনা তাহা লক্ষ্য করিবে ও মৃদু মৃদু হাসিবে। মুখে ও চোখে পরম তৃপ্তির ভাব।

কই বল্লেন না যে ?

সুবিনয়। (অকস্মাৎ) দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল হ'ল না।

মিনা। (কাঁধ হইতে চট্ করিয়া হাত তুলিয়া লইয়া) মতের মিল হবে না ? (মুখে ক্রোধ ও উদ্বেগের ভাব)

সুবিনয়। সে দিন বলেছিলেন না—গরীবকে আপনি ঘৃণা করেন না, গরীব হওয়া অপরাধ নয়। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমার মনে হয়—অর্থ না থাকলে, স্ত্রীকে সুখে রাখতে না পারলে—আপনি য্যাই বলুন—কারো বিয়ে করা উচিত নয়।

মিনা। (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া) উচিত অনুচিতের কথা এখন আমি জিজ্ঞাসা করিনি। আমি, কে সে, তাই কেবল জানতে চাচ্ছি। বলুন না ?

সুবিনয়। হাঁ—তা—সে—তিনি একটী মহিলা। (লজ্জায় একেবারে নত হইয়া পড়িল)

মিনা। আমি এমন কথা স্বপ্নেও ভাবিনি, যে সে কোন পুরুষ মানুষ। আপনি বলবেন না যখন, তখন এ জন্যে আর আপনার মিছে খোসামোদ করতে পারি না। আপনারই ভালর জন্যে জান্‌তে চাইছিলুম, নইলে আমার আর গরজ কি ?

দ্রুত প্রস্থান

সুবিনয়। (নিজেকে রুমাল দিয়া হাওয়া করিয়া) ওরে বাবাঃ, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌ল। কি করে ব'লব, যে তার নামটা মিনা ? কি মুস্কিলেই পড়া গেছ্‌ল। কিন্তু কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন ! আহা ! (কাঁধ চুম্বন করিল) তবে কি আমাকে ভালবাসে ? নাঃ, আমি গরীব ; তার ওপর এমন কি গুণ আছে যে আমাকে ভালবাসবে ? বিদুষী মহিলারা, গায়ে হাত অমন সকলেরই দেন ; ওতে ওঁরা কোন দোষ ভাবেন না। কিন্তু আহা—

পুনঃ কাঁধ চুম্বনের উদ্যোগ। এমন সময়ে গদাই প্রবেশ করিল,
সুবিনয় দাড়ি দিয়া কাঁধ চুলকাইতে লাগিল

গদাই। (হাসিয়া) দাড়ি দিয়ে অত কষ্ট করে চুলকুচ্ছিস্‌ কেন ? হাত দিয়ে চুল্‌কো না। হাত তো খালি রয়েছে।

সুবিনয় অপদস্থের হাঁসি হাসিয়া তাহাই করিল

আর চুলকোয় না, ছিঁড়ে ছড়ে যাবে। চল্‌ তুইও আমার সঙ্গে বাজারে। দুজনে দেখে সব কিনে আনি। ফ্রক, মোজা, জুতো, বাঁশী, ঝুমঝুমি ইত্যাদি করে অনেক জিনিষ কিন্‌তে হবে।

উভয়ের প্রস্থান

গান গাহিতে গাহিতে মিনার পুনঃ প্রবেশ

গান

আজিকে সকালে দেখেছিনু কার মুখ।
কোন্ অজানার পরশে আমার পুলকে শিহরে বুক।
সুন্দর হেরি উৎসবময়ী ধরা,
আকাশে বাতাসে কুসুম সুরভি ভরা,
ভেসে আসে মধু সঙ্গীত মনোহরা—
কি বেদনা জাগে প্রাণে—একি সুখ না এ দুখ?

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দেবানন্দপুর

রাণী ক্ষেমঙ্করীর সুসজ্জিত ড্রইং রুম।

রাণী এই সুসজ্জিত কক্ষের মেঝেয় একটী কম্বল পাতিয়া বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। পুঁটী ও বুড়োঝি—বামী আসবাব পত্র ঝাড়িতেছে। রাণী কালা বলিয়া বাড়ীর সকলেই একটু উচ্চৈঃস্বরে কথা কয়

ক্ষেমঙ্করী। (মালা জপের মাঝে মাঝে থামিয়া) সুবিনয়ের মেয়েটীর নাম কি লিখেছে—ভুলে গেলুম যে পুঁটী?

পুঁটী। (উচ্চৈঃস্বরে) বীণা।

ক্ষেমঙ্করী। হাঁ, হাঁ, বীণা, বীণা, বীণা।

মালা জপ করিতে লাগিলেন

পুঁটী। ওকি দিদিমা, বীণা বীণা ব'লেই যে মালা জপ্‌তে আরম্ভ করলে?

ক্ষেমঙ্করী। আহা, তা' জপবারই কথা দিদি। আমার সেই সুবিনয়, তার মেয়ে।

পুঁটী। তা' হাঁ দিদিমা, দাদাবাবুকে এতই যদি ভালবাস তবে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেই বা কেন, আর এত বছর ধরে আন্‌তে পাঠাও নাই-ই বা কেন ?

ক্ষেমঙ্করী। তা' তুই কি জান্‌বি লো ছুঁড়ি! তুই ত সবে কাল এসেছিস্‌। তাড়িয়ে কি আমি দিয়েছিলুম, সেই পালিয়ে গিয়েছিল। আর আন্‌তে পাঠাব কোথা? চিঠিতে ঠিকানা দিত কি ? কলকাতা কি দেবানন্দপুর, যে সেখানে গিয়ে সুবিনয়ের নাম করলেই তার বাড়ী দেখিয়ে দেবে? এতদিনে দেওয়ানজী কার কাছে সন্ধান পেয়েছে যে সে হাইকোর্টে ওকালতী করছে, তাই কপাল ঠুকে হাইকোর্টের ঠিকানায় একখানা টেলিগ্রাম করতে বলি। দৈবাৎ পেয়ে গেছে তাই উত্তর পেলুম। আমার হাইকোর্টের মোকর্দ্দমার তদ্বিরকারক—কেদার বলে, উকীল কামরা, জজদের কামরা হাঁটাহাঁটী করেও তার সন্ধান করতে পারে নাই। কবে মরব ঠিক নেই, তাই আমার কলকাতার উকীল—বঙ্কিম-ঠাকুরপোর কাছ থেকে সুবিনয়ের নামে আমার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দানপত্রের মুসুবিদা করিয়ে আনিয়ে, ষ্ট্যাম্প কাগজে চড়িয়ে, সই শুদ্ধ করে রেখেছি। ছোঁড়া আমার উত্তরাধিকারী তো নয়। পাকাপাকি ব্যবস্থা না করে গেলে, কোন জ্ঞাতি শত্রু পরে এসে যদি আইনের বলে কেড়ে নিত, তখন বাছার আমার কি হত? টেলিগ্রাম করেছি অবশ্য ধাপ্পা দিয়ে—যেন বিষয় তাকে দিই নাই, বিষয়ের ব্যবস্থা করব। ভাবটা—এখনও বাড়ী এস, নইলে ফাঁকি পড়বে।

পুঁটী। ও। .তা পালিয়ে গিয়েছিল কেন ?

ক্ষেমঙ্করী। পালিয়ে গিয়েছিল, বঙ্কিম চৌধুরীর মেয়েকে বিয়ে করতে হবে বলে।

পুঁটী। কেন, মেয়ে কি দেখ্‌তে ভাল ছিল না ?

ক্ষেমঙ্করী। ভাল ছিল না! অমন মেয়ে হাজারে একটা মেলে।

পুঁটী। তা তুমি সে কথা জানালে না কেন ?

ক্ষেমঙ্করী। জানাতে আর পেলুম কই। বিয়ের নাম শুনেই যে পালালো। ঠিকানা পেলেও না হয় লিখে জানাতুম। তা, তাও তো পেলুম না। প্রথমটা রাগ করে তেমন গা-গোছ করিনি ; ভেবেছিলুম—দুদিন পরেই ফিরে আসবে। কিন্তু পরে খোঁজ খবর করিয়ে সন্ধান পেলুম কই। মাঝেমাঝে, শুনতুম কে একটী ছেলে এসে আমার আর বামী ঝির খবর নিয়ে যেতো। তা' তাকেও ধরতে পারিনি। কোন দিন দারোয়ানের কাছে, কোন দিন গ্রামে কারো কাছে কখন কখন খবর পেতুম। খোঁজ নিতে, জানাজানি হতেই সেও আর এলো না। এলো-না,—না আর কারো কাছ থেকে গোপনে খবর নিতো, তাই বা কে জানে।

পুঁটী। তোমারও খবর নিতো, ঝিরও খবর নিতো ?

বামীর প্রবেশ

ও ঝি, দাদাবাবু যে তোর খবর নিতো।

বামী। নেবেনা বাছা, হাতে করে মানুষ করেছি। তা ছাড়া

আমিই তো তাকে তারকেশ্বরের সেই কাণে পুঁজ, নাকে পোঁটা, একরত্তি মেয়েটার হাত থেকে বাঁচাই।

ক্ষেমঙ্করী। তবে তুই-ই আমার সর্ব্বনাশ করেছিলি? তুই-ই বুঝি এসে সেই মেয়েটার নিন্দে করেছিলি?

বামী। সর্ব্বনাশ আর কি মা। দাদাবাবু জিজ্ঞেস করলে, আমি কি বল্‌তে চাই। দাদাবাবু ছাড়ে না; তাই, যা সত্যি তাই বলেছিলুম।

ক্ষেমঙ্করী। সত্যি বলেছিলি?

বামী। সত্যি বলি নাই রাণীমা? ওমা আমি কোথা যাব! মেয়ে ছোট। আমাকে দেখে ফিক্ ফিক্ করে হাস্‌তে লাগলো। খোঁড়াই না হয় একটু বটি রাণীমা, তা বলে যে দাদাবাবুর বৌ হবে, সে যদি আমাকে দেখে হাসে—তাই আমি সইতে পারি? কই তুমিই বল দেখি—তুমি যদি খোঁড়া হ'তে, পারতে সইতে? তবু তো হাসির কথাটা বলি নাই; নইলে দাদাবাবু আরো রাগ করতো।

ক্ষেমঙ্করী। আমার মাথা করতো। রেগে এর বেশী কি করতো? আর তা বল্‌লে তো বাঁচতুম। বুদ্ধিমান ছেলে সে, সে তখনই বুঝতে পারতো, যে তুই গাঁয়ের জ্বালায় মিছে কথা বল্‌ছিস্। একটা ভালমন্দ হ'লে আমাকে পথে বসিয়েছিলি আর কি?

বামী। মাগো, সে কষ্ট কি আর আমার হয় নি রাণীমা। তা আমি কি জানি, যে এমনি করে পালাবে। রেতে তোমার সিন্ধুক থেকে টাকা বার করছিল। আমি জেগে ওঠে জিজ্ঞেস

করায় বল্‌লে—ঝি আমি কলকাতায় ভাল বাসা ঠিক করতে যাচ্ছি। এখানে পড়াশোনা হয় না। আর ও-মেয়ে যখন তোর মনে ধরে নাই, তখন তাকে বিয়ে আমি কিছুতেই করবো না। কলকাতায় থাক্‌লে, দিদিমা তো আর ধরে বিয়ে দিতে পারবে না। এদিকে আমি যদি ঘটক দিয়ে একটী ভাল মেয়ের সন্ধান দিদিমার কাছে পাঠাই, তখন দিদিমা সহজেই রাজী হয়ে যাবে। তুই যেন এখন দিদিমাকে কিছু বলিস্‌ না। আমি তাই তোমাকে আর কিছু বলি নাই। কে জান্‌তো মা, দাদাবাবুর পেটে পেটে এত ছিল। ভেবে ভেবে, তোমাকে কিছু বল্‌তে না পেয়ে, আমার পেটে গুল্মো হয়েছে মা। আজ দাদাবাবু আসচে, তাই সব কথা বলে পেট খোলসা করলাম।

ক্ষেমঙ্করী। হাঁ, খুব ভাল করলি। এতদিন সব কথা লুকিয়ে রেখে, আজ ব'লে খুব আপনার লোক সাজ্‌লি। বেরো আমার সামনে থেকে। তোকে দেখলে আমার গা জ্বালা করচে।

বামী। বড় নোক তোমরা মা, যা খুসী তাই বলতে পার। গরীব আমরা, আমাদের তোমাদের কথায় না থাকাই ভাল।

প্রস্থান

ক্ষেমঙ্করী। এই কথায় যদি তখন না থাক্‌তিস্‌, তা' হ'লে সুবিনয়ই কি ঘর ছেড়ে পালায়; না আমিই রাগ করে তার খোঁজ খবর নিই না; না সেই এমন কনে ছেড়ে যাকে তাকে বিয়ে করে। কি আর বলব তোকে—

পুঁটী। কাকে ব'লছ দিদিমা? বুড়ো-ঝি যে চলে গেছে।

ক্ষেমঙ্করী। ওমা, চলে গেছে! আজ ত্রিশ বছর আছে, তা' একবার বলেও গেল না?

পুঁটী। (হাসিয়া) একেবারে যায়নি গো; সুমুখ থেকে যেতে বল্লে কিনা, তাই চলে গেছে। ত্রিশ বছর পর, ও আর যাবে কোথা?

ক্ষেমঙ্করী। তা যাক্। কিন্তু দেখ্ দেখি, আমার কি সর্ব্বনাশ করেছে! আমার সংসার ভেঙ্গে দিয়েছে। অমন লক্ষ্মীমন্ত-বৌ আমার কপালে হ'ল না। (ক্ষণেকপর) সুবিনয় লিখেছে তো বটে, যে বৌ আর মেয়ে নিয়ে আজ আস্‌বে, কিন্তু আস্‌বে কিনা কে জানে? তার ওপর কি রাগ রাখতে পারি? যখনই ঠিকানা পেয়েছি, রাগ ভুলে, যাকে বিয়ে করেছে, তাকেই নিয়ে আস্‌তে লিখেছি; সে ওজর করে কাটিয়ে দিয়েছে—আসেনি। আজও কি আর আস্‌বে? আহা, আমার সেই সুবিনয়ের একটী মেয়ে হয়েছে। সুবিনয়ের চেয়েও তার মেয়েটীকে দেখবার জন্যে আমার প্রাণ ছট্‌ফট্ ক'রছে।

পুঁটী। এবার তিনি নিশ্চয়ই আসবেন দিদিমা, তুমি দেখো।

ক্ষেমঙ্করী। আহা, তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। কিন্তু কেমন করে বল্‌ছিস্ যে সুবিনয় আমার নিশ্চয় আস্‌বে?

পুঁটী। এত বার পত্র দিয়েছে—আসব তো কখন লেখেনি; এবার যখন টেলিগ্রামেই উত্তর দিয়েচে যে বৌ আর বীণাকে নিয়ে আজ সন্ধ্যে নাগাদ আস্‌বে, তখন নিশ্চয়ই

আসবে। আসবার মন না থাক্‌লে এবারও কোন ওজর করে কাটিয়ে দিত।

ক্ষেমঙ্করী। আহা, তাই আসুক বাছা। কি নাম বল্লি? বীণা? তা, বীণার জন্যে বেশী ক'রে দুধ রেখেছিস্ তো?

পুঁটী। হাঁ, তিন সের দুধ বাড়তি রেখেচি।

ক্ষেমঙ্করী। বেশ করেছিস্। কিন্তু তিন সেরে কি তিন জনের ঠিক কুলুবে? আরও সের দুই বেশী রাখলিনি কেন? নয় তো এ বেলাও দু-একটা গাই দুইতে বলে দে।

পুঁটী। তারা কি বাছুর দিদিমা যে আরও বেশী দুধ খাবে? ঐ গো দিদিমা, ঐ বুঝি দাদাবাবু, বৌ আর মেয়ে নিয়ে এসে পৌছুল।

ক্ষেমঙ্করী। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) এঁ্যা, এল না কি? তুই চিন্‌লি কি করে? সুবিনয় চলে যাবার মাসখানেক পরে তো তুই মামার বাড়ী থেকে এসেছিলি। তুই তো তাকে দেখিস্ নি।

পুঁটী। নাই বা দেখলুম। তাঁর, বৌ আর মেয়ে নিয়ে সন্ধ্যের সময় আসবার কথা—ঐ একটী ব্যাটা ছেলে একটী বৌ আর একটী মেয়ে নিয়ে মোটর থেকে নাম্‌ল। তাঁরা ভিন্ন আর কে হবে?

ক্ষেমঙ্করী। (ব্যস্তভাবে) ও পুঁটী, আমাকে ধরে নিয়ে চল বাছা!

পুঁটী। ঐ যে ওঁরাই এসে পৌছেচেন। আধ-কাণা মানুষ তুমি, তোমার আর কষ্ট করে যাবার দরকার কি?

সুবিনয়, অর্দ্ধাবগুণ্ঠনাবৃতা বধূবেশী মিনা ও পেনি ফ্রক ও পরচুল-পরা কন্যাবেশী গদাইয়ের প্রবেশ। গদাইএর হাতে একটী পুতুল, বাঁশী, চুষী-কাঠি ও ঝুমঝুমি।
প্রথমে সুবিনয়, পরে মিনা ক্ষেমঙ্করীর পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল।
পুঁটী সুবিনয় ও মিনাকে প্রণাম করিল
এবং গদাইকে কোলে লইল।

ক্ষেমঙ্করী। খুব যা' হ'ক রে, খুব বাহাদুর। বুড়ীকে মেরে ভারী বাহাদুরী দেখালি।

সুবিনয়। (কাঁচুমাচু ভাবে) তা নয় দিদিমা—

ক্ষেমঙ্করী। যাঃ, যাঃ, বাঁদর কোথাকার, আবার মুখ নেড়ে বলে তা নয়। লেখাপড়া শিখেছিলি, না ছাই শিখেছিলি। যাক্, ও সব কথা এখন থাক্। এইটী বুঝি বৌ?

মিনা পুনরায় পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল এবং ক্ষেমঙ্করী মিনার থুঁৎনীতে হাত দিয়া স্বীয় অঙ্গুলি চুম্বন করিলেন।

বেঁচে থাক, সুখে থাক ভাই, হাতের নোয়া ক্ষয় যাক্, সিঁথের সিঁদুর বজায় থাক্। ও পুঁটী, লক্ষ্মীর সিঁদুরের কৌটো নিয়ে এসে সিঁথেয়, নোয়ায় সিঁদুর ঠেকিয়ে দে।

পুঁটীর প্রস্থান

মিনা। (চমকাইয়া জনান্তিকে সুবিনয়কে) সিঁদুর দিয়ে দেবে বলে যে!

ক্ষেমঙ্করী। তোর নাম কি ভাই?

মিনা। (সহজস্বরে) মিনা দেবী।

ক্ষেমঙ্করী। কি বল্লি? একটু চেঁচিয়ে সব কথা বলিস্ ভাই।

তোর দিদিমার অনেকগুণ। কাণে কম শুনি, চোখেও কম দেখি। তার ওপর তোর গুণধর বর, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে আরও কাণা করে দিলে। কি নাম বল্লি ?

মিনা। (উচ্চৈঃস্বরে) মিনা।

ক্ষেমঙ্করী। আর মেয়ের নাম রেখেছিস্ বুঝি বীণা ?

মিনা। আজ্ঞে হাঁ।

ক্ষেমঙ্করী। (মিনার মুখের অতি নিকটে চোখ লইয়া গিয়া দেখিয়া) আহা, বেশ বৌ, লক্ষ্মী বৌ বিয়ে করেছিস্ সুবিনয়। বাপের বাড়ী কোথা !

মিনা। কলকাতায়—বালিগঞ্জে।

ক্ষেমঙ্করী। বাপ কি করেন ? নাম কি ভাই ?

মিনা। ওকালতী করেন ;—নাম বঙ্কিম রায়।

ক্ষেমঙ্করী। শ্বশুরের নাম, পেশা একই হয়েছে। আমি সম্বন্ধ করেছিলুম, উকীল বঙ্কিম চৌধুরীর মেয়ে মৃণ্ময়ীর সঙ্গে, তার বাড়ী গোসাই-মালপাড়া, আর এ বঙ্কিম রায়—বাড়ী বালিগঞ্জে। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কিনা ; সবটা কাটেনি। (অকস্মাৎ) আমার বীণুমণি কই ?

সুবিনয় গদাইকে ধরিয়া আগাইয়া দিবে এবং গদাই দিব্য করিয়া ক্ষেমঙ্করীর কোলে বসিবে। ক্ষেমঙ্করী গায়ে, মুখে হাত বুলাইয়া, গাল টিপিয়া, বক্ষে চাপিয়া, চুমা খাইয়া গদাইকে আদর করিবে। গদাই বাধ্য হইয়া অপ্রসন্নমুখে চুমা লইবে ও গোপনে মুখ মুছিবে

গদাই। উঃ, বুড়ীর মুখে কি গন্ধ!

ক্ষেমঙ্করী। ওরে আমার কেরে, সাত রাজার ধন মাণিক-রে!

মিনা। (নিম্নস্বরে, জনান্তিকে) সিঁথেয় সিঁদূর দিয়ে দেবে বলে যে মাষ্টারমশায়!

গদাই। (ক্ষেমঙ্করীর কোলেই স্থির ভাবে থাকিয়া, কেবল মুখ ও চোখ নাড়িয়া মৃদু স্বরে বলিবে) তার আর উপায় কি? ভালমানুষটীর মত নিয়ে নাও।

মিনা। দেখুন তো, কি বিশ্রী কাণ্ড!

গদাই। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। এতো সামান্য বিশ্রী কাণ্ড, আরও বড় বড় বিশ্রী কাণ্ড ঘটাও সম্ভব। এইতেই এতো বিচলিত হ'লে চল্‌বে কেন?

মিনা। সিঁথেয় সিঁদূর দিতে গিয়ে যখন দেখবে, সিঁথেয় সিঁদুরের চিহ্নমাত্র নাই, তখন পুঁটী,—না, কি ঐ মেয়েটী—কারণ জিজ্ঞাসা ক'রবেই। কি উত্তর দিই?

সুবিনয় টেবিল হইতে কলম, লাল কালিতে
ডুবাইয়া গদাই ও মিনাকে
দেখাইবে

গদাই। উপস্থিত ঐ লাল কালির কলম সিঁথেয় ঠেকিয়েই কাজ সারো। আগে এটা ভাবা হয়নি; বড় ভুল হ'য়ে গেছে।

মিনা মাথার কাপড় একটু সরাইবে ও সুবিনয়, কোনদিকে কেহ
আসিতেছে কিনা, দেখিবার জন্য এদিক ওদিক চাহিয়া, লাল
কালির কলম দ্বারা, সিঁথেয় সিঁদূরের মত লালকালির
দাগ দিয়া দিবে। গদাই উলু উলু দিবার ভঙ্গী
করিবে ও তাহা দেখিয়া সুবিনয় ও
মিনা ভ্রূকুটি করিবে

মিনা। (নিম্নস্বরে গদাইকে) আমোদে তো ফেটে প'ড়ছেন কিন্তু এদিকে বিপদ দেখেছেন কি? দিদিমা কালা-কাণা জেনে নিশ্চিন্ত মনে তো আসা গেল, কিন্তু ঐ পুঁটী মেয়েটী তো কালা-কাণা নয়! ওর চোখে ধূলো দেবেন কি ক'রে? এখন উপায়?

সুবিনয়। ওর অস্তিত্বের কথা তো জানতুমই না।

গদাই। আরে ধেৎ সব হীন—সাহসী। একটা পাড়াগেয়ে মেয়েকে ঠকা'তে আর কতক্ষণ? আচ্ছা, বেশীর ভাগ সময় আমি ওকে আটকে রাখব।

ক্ষেমঙ্করী। (অকস্মাৎ গদায়ের দিকে ফিরিয়া ও ভাল করিয়া দেখিয়া) আহা, বেশ মেয়ে। মুখটী, ঠিক আমার সুবিনয়ের মত দেখতে হয়েছে। (সকলে কষ্টে হাস্য দমন করিল) কন্যার যদি বাপের মত মুখের আদল হয়, তবে কন্যা খুব সুখী হয়। বীণু আমার রাজরাণী হবে।

সুবিনয়। তা, তোমার দয়ায় ওর দুঃখ তো আজ থেকেই ঘুচতে পারে।

ক্ষেমঙ্করী। থাম্ তুই ফাজিল ছোঁড়া। দয়া কিসের রে? আমার শিবরাত্তির সল্‌তে—দয়া কি?

চুম্বন করিলেন ও গদাই বিরক্তির সহিত মুখ মুছিল

গদাই। উঁ, কি গন্ধরে বাবা!

পুঁটীর সিন্দুর কৌটা লইয়া প্রবেশ

পুঁটী। সিঁদূর এনেছি দিদিমা।

ক্ষেমঙ্করী। আগে সন্ধ্যে দেখা, ধূপ-ধূনো দে, তারপর সিঁদূর ঠেকিয়ে দিবি।

পুঁটী সিঁদূর কৌটা ক্ষেমঙ্করীকে দিয়া সন্ধ্যা দেখাইতে ও ধূপাদি দিতে লাগিল

সুবিনয়। তোমার বিণুকে কি দেবে দিদিমা?

ক্ষেমঙ্করী। টেলিগ্রামে যে সব কথা জানাতে নিষেধ করেছিলুম্‌রে। নইলে সেসব করিয়ে রেখেছি। তুই যাই যাই ক'রে সময় কাটাচ্ছিলি, তাই ও ভাবে টেলিগ্রাম কর্‌তে বলি। আর ভয় নেই, আর রাগলেও বিষয় থেকে বঞ্চিত হ'বার ভয় নেই। দানপত্রে সই শুদ্ধ ক'রে রেখেছি, কাল রেজেষ্টারী করিয়ে আনিস্। নিজের বল্‌তে কিছু রাখিনি। তবে শেষে যেন বুড়ীকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিস্‌নি।

সুবিনয়। (সহাস্যে) তাড়িয়ে দেব? যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই!

ক্ষেমঙ্করী। কেবল পুঁটীর মা মারা যাবার সময় তাকে বাক্যদান ক'রেছিলুম যে পুঁটীর ভাল ঘর বর দেখে বিয়ে দেব, আর স্বচ্ছন্দে খাবার পরবার মত কিছু সম্পত্তিও দেব। তাই ওর জন্যে কেবল জয়পুর তালুকটা দানপত্রের বাইরে রেখেছি।

সুবিনয়। তা' তোমার কাছে যখন আছে তখন অন্তত—

ক্ষেমঙ্করী। কি বল্লি? নাত্‌বৌ আমার অন্তঃসত্ত্বা? কি সু-খবর শোনালি!

সকলের হাস্য ও মিনার সলজ্জহাস্য। পুঁটী ঘরের চতুর্দ্দিকে ধূপ দিতেছিল; এই কথার পর সকলের নিকট আসিবে। গদাই ক্ষেমঙ্করীর কোল হইতে এই সময় উঠিবে এবং পুঁটী তাহাকে কোলে লইবার ইচ্ছায় দুই হাত বাড়াইবে। গদাই তাহার কোলে বসিবে। পুঁটি আদর করিয়া গদায়ের চুমা খাইবে ও গদাই পরম তৃপ্তির সহিত তাহা গ্রহণ করিবে—নিজে অবশ্য তাহার চুমা খাইবে না। মিনা ও সুবিনয় ব্যাপার দেখিয়া চক্ষু স্থির করিবে। গদাই পুঁটীর দৃষ্টি এড়াইয়া, দুষ্ট হাসি হাসিয়া, এক চোখ টিপিয়া ইঙ্গিতে জানাইবে যে, সে পরম সুখে আছে। মিনা বিরক্তি প্রকাশ করিবে

ক্ষেমঙ্করী। ও পুঁটি, যা', যা', শিগ্‌গির যা, বাজার থেকে চট্‌ ক'রে পাত্‌খোলা আর আচার কিনে আনবার জন্যে বামী-ঝিকে ব'লে দিগে যা।

গদাইকে কোল হইতে নামাইয়া পুঁটী উঠিবে

পুঁটী। একটু ব'সতো বীণু, আমি বুড়ো ঝিকে বলে আসি।

গদাই। আমিও তোমার সঙ্গে যাব। (পুঁটীর আঙ্গুল ধরিল)

পুঁটী। এস্ এস্—

আদর করিয়া পুনঃপুনঃ চুম্বন। গদাই ইঙ্গিতের দ্বারা তাহার সৌভাগ্যের প্রতি মিনা ও সুবিনয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। গদাই ও পুঁটীর প্রস্থান

ক্ষেমঙ্করী। তা', ক'মাস হ'ল নাতবৌ? (মিনা বিরক্তি ও লজ্জায় নীরব) আমি দিদিশাশুড়ী হই, আমার কাছে আবার লজ্জা কি? এবার নিশ্চয়ই পুত্র সন্তান হ'বে। বল্‌না ভাই, কদ্দিনে আমার বংশধরকে দেখতে পাব?

মীনা নীরব

সুবিনয়। (শশব্যস্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে) ওসব কিছু নয় দিদিমা।

ক্ষেমঙ্করী। এই বল্লি, আবার না। ওরে, এ ব্যাপার কি ঢাকা চলে? সময় হলে' আপনি যে প্রকাশ পাবে। এবার নিশ্চয়ই ব্যাটা ছেলে হবে। প্রথমে যখন কন্যা, আর কন্যার যখন বাপের মত মুখের আদল, তখন পুত্রসন্তান হ'তেই হবে। তা, হাঁ নাতবৌ, বীণুতো আমার যেটের কোলে সাত আট বছরের হ'ল; এর মধ্যে কি কোন ছেলেপিলে হয় নি? (মিনা নীরব) না, হয়ে, নষ্ট-টষ্ট হয়ে গেছে?

মীনা নীরব

সুবিনয়। (শশব্যস্তে) হাঁ, দিদিমা, বীণার পর আরও দুটী ছেলে হ'য়ে নষ্ট হ'য়েছে।

ক্ষেমঙ্করী। কেনরে, নাতবৌ কি বোবা? এ সব কথায় তুই কথা ক'স কেন রে বেহায়া ছোঁড়া? নষ্ট হয়েছে? পাচুঠাকুরের মাতুলী আনিয়ে দেব, আর নষ্ট হবে না।

সুবিনয়। (জনান্তিকে সসঙ্কোচে মিনাকে) ওর মধ্যে ভাল কথা দেখে দুটো একটা "হাঁ-না" না বল্লে তো মুস্কিল হ'ল দেখছি।

মিনা। (জনান্তিকে) এইবার বল্‌ব। কি আর কর্‌ব।

ক্ষেমঙ্করী। (কথা কওয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া) কি লো নাতবৌ, যত লজ্জা আমার সঙ্গে কথা কইতে? এই যে নাতির সঙ্গে বেশ কথা কচ্ছিস্ বোধ হচ্ছে। তা, তোরা একবার গলা ধরাধরি ক'রে, যুগল-মিলন হ'য়ে দাঁড়া না ভাই; আমি একবার দেখেনি। কি জানি, দুদিন পরে হয়তো আর একবারেই দেখতে পাব না; সমস্ত চোখটাই হয়তো ছানিতে ঢেকে যাবে। এখন যেটুকু দৃষ্টি আছে, তাতেই যেমন পারি দেখেনি। (মিনা লজ্জায় নতমুখী, মুখে সলজ্জ হাসি) আঃ, লজ্জায় লজ্জায় গেলি যে নাতবৌ। বুড়ীর সামনে আর লজ্জা কি? আজ্ কালকার ছেলেমেয়েদের কাছে বুড়োবুড়ীরা কি আবার মানুষ! আহা! এই ঘরে তোদের দাদা আমাকে নিয়ে কত রঙ্গই করত। তাইতো এ ঘর আজও ছাড়তে পারিনি। নইলে, আমি বিধবা মানুষ, তার ওপর বুড়ো, এই সাহেবী কেতায় সাজানো ঘরে কি দিনরাত থাকি? তবে ঐ সব চেয়ারে আর বসিনা; মেঝেতে কম্বল পেতে বসি। তোদেরও এখন সেই

বয়েস ; এখন মানুষকে মানুষ জ্ঞান করবি না। জগত একদিকে আর তোরা দুজনে একদিকে। তোদের দাদা মশাই আমার গলা ধ'রে কত আদর ক'রত। আর, এ ভাই আমার বহু দিনের সাধ। সুবিনয়ের যুগল মিলন—বলিস্ কি ? নে, নে, ভাই, এমনি ক'রে গলা ধরাধরি ক'রে রাধাকৃষ্ণের মত দুজনে দাঁড়া।

জোর করিয়া উভয়ের হাত লইয়া উভয়ের গলায় দিয়া দিবে। মিনা তৃপ্তি ও লজ্জায় নতমুখী ; মুখে মৃদু হাসি। সুবিনয়ের ভীতিভাব। বাধ্য হইয়া সসঙ্কোচে গলা জড়াইয়া থাকিবে

বাঃ, বাঃ, কি চমৎকার মানিয়েছে ! ঠিক যেন রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি।

ক্ষেমঙ্করী হাত ছাড়িয়া দিবামাত্র, অগ্রে সুবিনয় আলিঙ্গন মুক্ত করিয়া লইবে, পরে মিনা লইবে

ও কি ? দেখতে না দেখতেই যে ছেড়ে দিলি ? আচ্ছা, আচ্ছা, এখন থাক্। আবার রাত্রে শোবার ঘরে হবে। (বসিয়া মালা জপ)

মিনা। (জনান্তিকে) দিদিমা যে বড় বাড়াবাড়ি সুরু করলেন !

সুবিনয়। তাই তো।

মিনা। এ সমস্ত নিবারণের একটা উপায় করুন।

সুবিনয়। উপায় তো ভেবে পাই না। গদাই আসুক ; দেখি, সে যদি কিছু উপায় বা'র করতে পারে।

মিনা। তাঁর রকম দেখছেন না ? তিনি উপায় বার করা দূরে থাক্, আরও বিপদ বাড়িয়ে দেবেন। আর, তিনি পুঁটীকে পেয়েই মশগুল্। আচ্ছা, মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে পুঁটীর বিয়ে হয় না ?

সুবিনয়। পুঁটী আসছে।

গদাই ও পুঁটীর প্রবেশ

পুঁটী। হাঁ দিদিমা, শোবার ব্যবস্থা কার কোন্ ঘরে হ'বে ?

ক্ষেমঙ্করী। আমার বীণুর জন্যে একটা ছোট রেলিং দেওয়া খাট, বুড়ো রাজার পালঙ্কের পাশে লাগিয়ে দিতে বল্, আর নাতি-নাতবৌএর বিছানা, বুড়ো রাজার পালঙ্কে ক'রে দে।

মিনা। (চমকাইয়া) আঃ!

গদাই মিনাকে চোখ টিপিয়া প্রকৃতিস্থ হইতে ইঙ্গিত করিল

পুঁটী। কি হ'ল বৌদি ?

মিনা। ও কিছু নয়। তোমাদের এখানে বড্ড মশা ; একটা মশায় কামড়েছে—তাই—

ক্ষেমঙ্করী। ওমা, কিসে কামড়ালে গো ? ও পুঁটী, রোজা ডাকতে ব'লে দে।

পুঁটী। (উচ্চৈঃস্বরে) মশায় কাম্ড়েছে গো—মশায় ; সাপে নয়।

ক্ষেমঙ্করী। যাক্, সর্ব্বরক্ষে। কিন্তু মশায় কাকে বলছিস্ ? ওঃ, তোর সুবিনয়দা'কে বুঝি ? তা, ও কাম্ড়েছে, বেশ করেছে। ওরই তো অধিকার।

মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে পুঁটীর প্রস্থান।
গদাই তাহার সঙ্গ ধরিল

মিনা। (জনান্তিকে নিম্নস্বরে) দেখুন তো, কি সব বিশ্রী ব্যাপার হ'তে লাগ্‌লো!

সুবিনয়। তাইতো।

মিনা। একটা উপায় না করলে তো আর চলে না।

সুবিনয়। আর কোন উপায় যখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন দিদিমাকে সব সত্যি বলা যাক্। তা'তে ওঁর মন হয়, বিষয় দিন্, নয়তো চলুন, আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দি। (উচ্চৈঃস্বরে) দেখ দিদিমা—

ক্ষেমঙ্করী। আঁ।

সুবিনয়। এই ইনি—

মিনা। (ব্যস্ত হইয়া উচ্চতর স্বরে) এই, উনি বল্‌ছেন, যে আমরা আসায় আপনার জপ শেষ হ'ল না। আমরা খানিক চুপ ক'রে বসি; আপনি জপ শেষ করুন।

সুবিনয় আশ্চর্য্য হইয়া চুপ করিয়া রহিল

ক্ষেমঙ্করী। আর জপ! জপ তো করি ইষ্টকে পাবার জন্যে? আজ যে ইষ্ট পেয়ে গেছি;—আর জপ কি জন্যে? (জপ করিতে লাগিলেন)

মিনা। ছিঃ ছিঃ, এই বুড়ীকে কাঁদিয়ে আপনি চলে গিয়েছিলেন! দেখুন তো বুড়ীর দিকে চেয়ে—উনি যেন আজ হাতে স্বর্গ পেয়েছেন! জপের মাঝে মুখ কি প্রফুল্ল হ'য়ে উঠেছে!

সুবিনয়। জানেনই তো—কি ভয়ে গিয়েছিলুম! নইলে ওঁকে

ছেড়ে যেতে আম্মিই কি কম কষ্ট পেয়েছি। তা', সে যাই হ'ক, সব কথা খুলে বলছিলুম, আপনি বাধা দিয়ে কি যা' তা' ব'লে দিলেন ?

মিনা। আমি তো আপনার মত—সেই মাষ্টার মশায় কাল আপনাকে যা বল্লেন—তা' নই।

সুবিনয়। মাষ্টার আবার কি ব'লেছিল ? ও, বেকুব ?

মিনা। ঠিকই আপনি তাই। আমি না থাক্‌লে তো আপনি এখনি সব মাটী ক'রেছিলেন !

সুবিনয়। কিন্তু আপনার জন্মেই তো—

মিনা। আমি কখ্‌খনো আপনাকে বলিনি যে এতদূর এগিয়ে, মাঝখানে আপনি একেবারে প্রথম ভাগের গোপালের মত সুবোধ হয়ে উঠুন। আপনাকে উপায় ঠাওরাতে বলাই আমার ভুল হয়েছিল।

সুবিনয়। (মিনার বিরক্তি অনুভব করিয়া থতমত ভাবে) কিন্তু এই সব বিপদ থেকে—উদ্ধার—

মিনা। (ভেঙ্গাইয়া) আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রে আর আপনার কাজ নাই ; ভারী বীর পুরুষ !

সুবিনয়। (নীরব, দীর্ঘনিশ্বাস)

মিনা। এখন থেকে, যা' ক'রবার, আমি ক'রব। আপনি কেবল চুপ ক'রে থাকবেন—বুঝলেন ? খবরদার কোন কথা কারও কাছে প্রকাশ করবেন না। এতদূর এগিয়ে, কাজটা আপনি ভেঙ্গে দিতে চান ?

সুবিনয়। না, ভাঙ্গতে তো আমি চাইনা। কেবল আপনার অসম্মান—

মিনা। কতক অসম্মান তো যেচে নেবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়েই এসেছি; তবু যদি এড়ানো যায়, তাই আপনাকে একটা বুদ্ধি ঠাওরাতে ব'লেছিলুম। তা' আপনি যা' বুদ্ধি বা'র করেছিলেন— এখনি হ'য়েছিল আর কি! চমৎকার মাথা সাফ্ আপনার! দয়া ক'রে আর ও বুদ্ধি বা'র করবেন না; কেবল চুপ ক'রে থাকবেন। এখন থেকে যা ক'রবার আমি করছি—বুঝলেন?

সুবিনয়। (মন খারাপ হওয়ায় বিমর্ষভাবে) আজ্ঞে হাঁ।

দূরে গিয়ে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিল পুঁটী ও গদাইয়ের প্রবেশ

পুঁটী। দিদিমা, দাদাবাবুর খাবার ঠাঁই ক'রে দি?

ক্ষেমঙ্করী। হাঁ, রাত হ'ল; করবি বৈকি! হাঁ নাতবৌ, বীণু আমার দুধ খায় কখন?

মিনা। (ইঙ্গিত গ্রহণ করিবার জন্য গদাইয়ের মুখের দিকে চাহিবে ও গদাই এখনই দিতে ইসারা করিবে) হাঁ, আর সময় হয়েছে।

ক্ষেমঙ্করী। ও পুঁটী, আর অমনি বীণুর দুধ নিয়ে আসিস্। আচ্ছা, চল্ চল্, আমি গিয়ে দেখি—কোথায় খাবার জায়গা হয়েছে। কি সব রান্না হ'ল, তাও দেখে আসি। নে ধর্, আমাকে নিয়ে চল্।

ক্ষেমঙ্করী ও পুঁটীর প্রস্থান

গদাই। শুধু দুধ খেয়ে সুস্থ শরীরে কি সারারাত থাকা যায়? বলনা—খান বিশেক লুচি দিক্।

মিনা। ওমা! কচিছেলে, খান বিশেক লুচি খেলে এরা ভাববে কি?

গদাই। তা, আধ-পেটাই নয়তো থাকব; নিদেন দশখানা তো চাই।

মিনা। ছোট ছেলেতে রাত্রে দশ খানা লুচি খায়?

গদাই। খায়না তো; কিন্তু আমি তো আর সত্যিই কচি ছেলে নই।

মিনা। আহা, সেজেছেন তো?

গদাই। আমি নয়তো ছেলে মানুষ সেজেছি, আমার পেটতো সাজেনি; সে মানবে কেন? এক কাজ কর না? ছাঁদা জোগাড় ক'রে, সবাই শুলে আমার ঘরে দিয়ে এস না? এরা হয়তো খান্ চারেক দেবে; তা'তে আমার কি হবে?

মিনা। হাঁ, ভাল কথা। শোবার এসব কি বিশ্রী বন্দোবস্ত হ'ল! আমাদের তিন জনেরই যে এক ঘরে শোবার ব্যবস্থা হচ্ছে, আপনার আবার আলাদা ঘর কোথা?

গদাই। আমার আলাদা ঘর আমি শোবার সময় ঠিক ক'রে নেব এখন; তুমি লুচি দিয়ে এস তো!

মিনা। বাঃ রে, আপনি লুচি খাবার জন্যে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করে নেবেন, আর আমরা কি এক ঘরে শোব নাকি?

গদাই। (পরম নিরীহ ভাবে) এঁরা এই রকম ব্যবস্থাই তো করছেন।

মিনা। এঁরা তো ব্যবস্থা ক'রবেনই, কিন্তু আপনার কি কথা ছিল? আপনি না খাওয়া দাওয়ার পরই আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার ভার নিয়েছিলেন।

গদাই। নিয়েছিলুম নাকি?

মিনা। মনে নেই?

গদাই। যদি নিয়েছিলুম তো এখন বলছি, সে ভার নেবার আমার শক্তি নেই। আমি বলতে পারি—আমি বাপ-মার কাছে শুই না; কিন্তু বাপ-মা আলাদা শোন্—একথা বল্লে কি এরা বিশ্বাস ক'রবে? না, আমার তাই বলা সাজে? আর দিদিমাই বা তোমাদিগে আলাদা শুতে দেবে কেন?

মিনা। তবে আপনি তখন ভার নিলেন কেন?

গদাই। বল্‌ছি যে, অন্যায় হ'য়েছিল। আর ভারই যদি নিয়ে থাকি বাপু, তা' না হয় চল, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

মিনা। তারপর? দিদিমাকে কি বলবেন? বৌটা হঠাৎ মরে গেল?

গদাই। না, মিছে বলব কেন? সত্যিই বলব—যে সে সাজা বৌ, আর থাক্‌তে চাইলে না। এক-ঘরে শোবার ভয়ে পালিয়ে গেল।

মিনা। আপনিও কি প্রথম ভাগের গোপাল হ'লেন নাকি?

গদাই। তা' কি করব বল? একটা কৈফিয়ৎ তো দিতেই

হবে। বিশেষতঃ বৌ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হলে। তা, তোমার আর ভয় কি? তুমি তো ততক্ষণ পগারপার।

মিনা। আমার নয় তো ভয় রইলো না; কিন্তু যাঁর জন্যে এত করা হ'ল তাঁর দশা কি হবে?

গদাই। বুঝে করবে। তুমিও যখন এক ঘরে শুতে পারবে না, আর আমিও যখন শুধু দুধ খেয়ে রাত কাটাতে পারব না, তখন আমরা পালাই চল। সুবিনয়, পরে বেশ করে দারোয়ানদের কোঁৎকা খেয়ে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে সকাল নাগাদ পৌছুবে এখন। (ক্ষণেক অপেক্ষার পর) কি, তা হলে চল?

মিনা। (অবাক ভাবে) আপনি তো বেশ লোক দেখতে পাচ্ছি!

গদাই। আমি বেশ লোক না হয় তো হলুম। এখন তুমি যাবে তো চল।

মিনা। (দূরে উপবিষ্ট বিমর্ষ সুবিনয়কে দেখাইয়া) ওঁকে এমনি ক'রে গাছে তুলে, মই কেড়ে নিয়ে চলে যাবেন?

গদাই। আহা, আমি তো যেতে চাইনি; আমি না হয় এক রাত্রি, শুধু দুধ খেয়ে কাটাতে পারব। তুমি তো একঘরে শুতে পারবে না? আচ্ছা, সুবিনয়কে কি এতই ছোটলোক ভাব, যে একঘরে শোবে বলে তোমার সঙ্গে এক খাটেই শুয়ে পড়বে?

মিনা। তাও তো বটে। কিন্তু আমি ভাবছিলুম, দিদিমা যদি আবার কিছু করে বসেন।

গদাই। যদি বসেন, তো আমি কি ক'রে ঠেকাব? সে

তুমি বোঝ। আমি ভার নিয়েছিলুম, আমি তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে এক্ষুনি রাজী। কি হ'ল ? নড় না যে ? চল ?

মিনা। আহা, এক রাত্রির জন্যে ভদ্রলোকের চিরকালের দুঃখ—

গদাই। তবে আর ইতস্তত কর কেন ? তোমার ভদ্রলোকের উপকারার্থে থেকে যাও।

মিনা। ফের ! আবার আপনি ঐ সব যা' তা বলছেন ?

গদাই। তোমার ভদ্রলোক যদি না হবেন, তবে যেতে পারছো না কেন ?

মিনা। বাঃ রে, তা' ব'লে এক ভদ্রলোককে আশা দিয়ে নিয়ে এসে, তাকে মাঝ-গাঙে ডুবিয়ে দিয়ে চলে যাব ?

গদাই। আমি তো তা' বলিনি ; তা'কে মাঝ-গাঙে ভাসিয়ে রাখবার জন্যেই তো বলছি। আর, তাই করতেই তো পরামর্শ করে এসেছি। ভদ্রলোকটীর জন্যেই যেতে পারছ না—আবার ফোঁস !

মিনা। যান, আপনার সঙ্গে আমি কথা কইতে চাই না।

গদাই। সেই ভাল। আমি যাই ; আমার কথা কইবার ভাল লোক পেয়েছি।

মিনা। (হাসিয়া) আপনার ব্যাপার কি বলুন তো ? পুঁটীকে বিয়ে করতে চান নাকি ?

গদাই। গাঁই-গোত্রের সন্ধান নাওনা ? সগোত্র না হলেই আর আপত্তি কি ? পাল্টীঘর জানলে, সাহস করে এগুতে পারি। এখন তো এগুইনি ; শুধু দেখতে ভাল লাগছে, আর, আমাদের কাজের জন্যেও ওকে দূরে রাখা প্রয়োজন ব'লেই, সঙ্গে সঙ্গে

বেড়াচ্ছি। প্রতাপের মত বোকা তো নই, যে গাঁই গোত্র না জেনেই শৈবলিনীকে ভালবেসে ফেলব? যদি গোত্র পাল্টী হয় তবে ভালবেসে ফেলি।

মিনা। সব বন্দোবস্ত ঠিক হ'লে, তারপর ভালবাসবেন নাকি? ও জিনিসটা কারও অমন হাত ধরা নয়।

গদাই। সেটা তুমি বেশ বুঝেছ বোধ হয়?

মিনা। যান্, আপনার খালি ঐ কথা।

গদাই। (সুবিনয়কে দেখাইয়া) কিন্তু ও লোকটা অমন বিমর্ষ ভাবে দূরে ব'সে কেন?

মিনা। উনি আমাকে উদ্ধার করবার বীরত্ব দেখাতে গিয়ে, আর একটু আগে দিদিমার কাছে সব ফাঁস করতে গিয়েছিলেন, তাই ধমক খেয়েছেন।

গদাই। গালাগাল দাওনি?

মিনা। গালাগাল দেবার কাজ করেছেন বটে, তবে গালাগাল দিইনি।

গদাই। গালাগালটা দিয়ে দাও, তা হ'লেই শেষ; আমিও নিশ্চিন্ত হই।

মিনা। (হাসি ও ভ্রুকুটির সহিত) যান্।

গদাই। যাচ্ছি।

গমনোদ্যোগ

মিনা। আপনি বড় ইয়ে—

গদাই। কিন্তু তোমার ভদ্রলোকটী অমন মনমরা হয়ে বসে

থাক্‌লে তো চলবে না। অম্‌নি আন্‌মনা থাকলে, কি বল্‌তে কি ব'লে ফেলবে—শেষে সব মাটী করবে। ওকে দুটো ভাল কথা ব'লে প্রসন্ন করে তোল। আমার ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। পুঁটীর কাছে দুধের খবরটা নিয়ে আসি।

প্রস্থান

মিনা, সুবিনয়ের নিকট গেল এবং পিছন দিক হইতে কাধে হাত দিবামাত্র সুবিনয় চমকাইয়া, পিছন ফিরিয়া মিনাকে দেখিল ও সসম্ভ্রমে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল

মিনা। উঠলেন কেন? বসুন না? (উভয়েই বসিল) এমন করে চুপচাপ ব'সে কি হচ্ছে?

সুবিনয়। কিছুই না।

মিনা। আমার ওপর রাগ ক'রেছেন?

সুবিনয়। (শশব্যস্তে) রাগ! কি সর্ব্বনাশ! আমি রাগ ক'রব আপনার ওপর! দেখুন দেখি, কি যে বলেন? আপনি আমার জন্যে যা ক'রলেন, তা জগতে কেউ কারও জন্যে করে না—আর আমি রাগ ক'রব আপনার উপর?

মিনা। তবে আমাদিগে ছেড়ে, একধারে চুপচাপ বসে কেন?

সুবিনয় উঠিয়া ক্ষেমঙ্করীর উদ্দেশে অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিল

ওকি! চল্লেন কোথা?

সুবিনয়। একধারে চুপ্‌চাপ্‌ ব'সে না থেকে, ওঁদের সঙ্গে গল্প ক'রতে।

মিনা। কেন? আমার সঙ্গ ভাল লাগ্‌ল না?

সুবিনয়। (কাঁদিয়া ফেলিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িবে) দেখুন দেখি, কি যে বলেন আপনি।

মুখনত করিয়া অশ্রু নিবারণের চেষ্টা

মিনা। (প্রায় সম্মুখবর্ত্তী একটী চেয়ারে বসিয়া) আপনার কি হ'য়েছে? আমার পানে চান তো দেখি?

চক্ষে অশ্রু থাকায় চাহিতে পারিবে না; চট্ করিয়া রুমাল বাহির করিয়া, নিম্ন মুখেই চোখ মুছিল এবং আপনা হইতেই যেন কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিল

সুবিনয়। ওঃ, এমন সর্দ্দি ক'রেছে—

মিনা। এরই মধ্যে সর্দ্দি অবার কখন ক'রলে? তাড়াতাড়ি সর্দ্দির নামে রুমাল বা'র করে, মুছলেন তো চোখ; নাকে তো রুমাল ঠেকলই না। সর্দ্দি বুঝি চোখে হয়েছে? কই তুলুন তো মুখ?

দুইহাত সুবিনয়ের দুই গালে দিয়া মুখ তুলিয়া ধরিবে

সর্দ্দির অছিলায় মুছে ফেল্লেও, চোখে জলের দাগ যে যায়নি এখনও! কি হয়েছে—বলবেন না আমাকে?

সুবিনয়। কিছু হয় নি, কি আর হবে!

পুনরায় রুমাল দ্বারা চোখ মুছিবার চেষ্টা

মিনা। দিন্ তো আপনার রুমালটা?

রুমাল কাড়িয়া লইল এবং সুবিনয় অন্যদিকে চাহিয়া অশ্রুগোপনের চেষ্টা করিল

ওদিকে চেয়ে দেখছেন কি? আমার দিকে চান না? ওকি, চাইবেন না আমার দিকে? আমি আপনার এমনি চক্ষুশূল!

তথাপি সুবিনয় চাহিতে পারিল না

সুবিনয়। (অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ও উঠিয়া) আমি আসছি শীগ্‌গির।

মিনা। (হাত ধরিয়া যাইতে না দিয়া) এই নিন্‌ রুমাল। (রুমাল প্রত্যর্পণ) আর তো বাইরে যাবার দরকার নেই? (সুবিনয় ততক্ষণে কোঁচা দিয়া চক্ষু মুছিয়া ফেলিবে) নিশ্চয় আমার কথায় রাগ করেছেন।

সুবিনয়। (কাতর ভাবে) আমি কি করে আপনাকে বোঝাব, যে আমি আপনার ওপর রাগ করিনি—করতে পারিনা?

মিনা। উঁহু, ও কোন কাজের কথা নয়। রাগই যদি করেন নি, তবে বলুন, কেন কথায় কথায় ঘন ঘন চোখে জল আসছে?

সুবিনয়। (স্বগতঃ) কি মুস্কিলেই পড়লুম। চোখও এই সময় বাদ্‌ সাধ্‌তে লাগলো।

মিনা। (দুইহাতে সুবিনয়ের দুই হাত ধরিয়া) কই, উত্তর দিলেন না যে? লক্ষ্মীটি, বলুন কি হয়েছে?

সুবিনয় একেবারে হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া, চোখে রুমাল চাপা দিবে

সুবিনয়। (মুখে রুমাল চাপা অবস্থাতেই) অমন আদর করে কথা বলবেন না। অশ্রদ্ধা হয়তো সইতে পারব, কিন্তু অশ্রদ্ধার পর আদর, কি জানি কেন সইতে পারছিনা।

মিনা। অশ্রদ্ধা! আমি আপনাকে অশ্রদ্ধা করেছি? অশ্রদ্ধা করলে কি এমন ভাবে একা আপনার সঙ্গে আসতে পারতুম, না এই বিশ্রী ব্যাপারে রাজী হতুম?

সুবিনয়। (মুখ তুলিয়া সোল্লাসে) অশ্রদ্ধা নেই ? তবে যে একটু আগে—

মিনা। আপনার মত,—ঘুরিয়ে বল্লে হয়তো বুঝবেন না, তাই সোজা করেই বলি—আপনার মত বেকুব যদি জগতে আর দুটো থাকে—

গদাইয়ের হাত ধরিয়া রাণী ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ

গদাই। (নিম্নস্বরে) ছিলনা কথা, হল গাল,
আজ না হয় হবে কাল।

মিনা লজ্জায় জিহ্বা কাটিয়া সুবিনয়ের নিকট হইতে সরিয়া ক্ষেমঙ্করীর নিকটে গেল এবং পায়ের গোড়ায় বসিল

মিনা। (আনন্দে) দিদিমা, আপনার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেব ?

ক্ষেমঙ্করী। আমার লক্ষ্মী! তা দে ভাই, দে। আহা! সুবিনয়ের আমার ভাগ্য ভাল। লেখাপড়া জানা মেয়ে, তবু লেখা পড়ার গরম নেই। বুড়ো দিদি-শাশুড়ীর পায়ে হাত দিতে ঘেন্না নেই। আমার লক্ষ্মী, আমার লক্ষ্মী। এতকাল সময়টা আমার বৃথা গেল যে ভাই। তোর সেবা আর ক'দিনই বা নেব ? তা দে ভাই দে, শুধু পা কেন, সারা গায়ে তোর পদ্ম হাত বুলিয়ে দে। আমার এই পোড়া দেহ ঠাণ্ডা হোক। আজ যদি বুড়ো রাজা বেঁচে থাকতো।

মিনা। আচ্ছা দিদিমা, এই পুঁটী মেয়েটী কে ?

ক্ষেমঙ্করী। ওমা, ওযে আমাদের পুঁটীর-মায়ের মেয়ে।

মিনা। (হাসিয়া) তা'তো জানি। আপনার কে হয় ?

ক্ষেমঙ্করী। সুবিনয়ের জ্ঞাতি সম্পর্কে খুড়োর মেয়ে। পাঁচ বছরের পুঁটীকে কোলে করে ওর মা বিধবা হয়। কিছুদিন পুঁটী মামার বাটীতে থাকে। তারপর, ওর মা আমার এখানে আশ্রয়ের জন্য আসে। সুবিনয় চলে যাবার পর আমি পুঁটীকে আমার এখানে নিয়ে আসি। ভেবেছিলুম, যদি সুবিনয় না আসে, পুঁটীর বিয়ে দিয়ে ওর বরকে ঘর জামাই রাখবো। তা পুঁটীর একটা বর আর খুঁজে পাচ্ছি না। দেনা ভাই পুঁটীর একটা ভাল বর দেখে ? খাওয়া পরার সংস্থান আমি ওর করে দিয়েছি। শুধু ছেলেটী ভাল হলেই হ'ল।

মিনা। একটী ভাল বর আমার সন্ধানে আছে দিদিমা। ঘরে মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের অভাব নাই। দোষের মধ্যে বর একটু বেঁটে।

ক্ষেমঙ্করী। তাতে আর কি হয়েছে ; আমাদের কুলীনের ঘরে ওরকম হয়েই থাকে।

মিনা। (গদাইএর প্রতি) এই তো সব শুনলেন। আর কি খবর চান, বলুন।

গদাই। ব্যস্ ব্যস্, ঐ যথেষ্ট। সুবিনয়ের খুড়তুতো বোন,— ও তো আমাদের করণীয় ঘর। মনে আশার সঞ্চার হচ্ছে। এখন আমার মর্কটমার্কা চেহারা পুঁটীর পছন্দ হলে হয়। তবে ভরসার

মধ্যে, গোঁড়া হিঁদুর ঘরের মেয়ে, যারই সঙ্গে বিয়ে হোক, আপত্তি করবেনা।

বাটী হস্তে পুঁটীর প্রবেশ

পুঁটী। এস তো বীণু, দুধটুকু খেয়ে নাও তো লক্ষ্মি !

গদাই। যাই। (মিনাকে জনান্তিকে) এই বাৎসল্য ভাব কাটিয়ে, পোঁটন আমার কখন যে প্রেমভাবে দেখবে কে জানে ?

পুঁটীর নিকট আসিল, পুঁটী বাটী ধরিয়া দুধ
খাওয়াইতে লাগিল

ওগো, দেখ, দেখ, আমার গলায় কেমন হাঁস ডাক্‌ছে।

কোঁৎ কোঁৎ শব্দ করিতে লাগিল ; মিনা ও পুঁটী
ছেলেমানুষী দেখিয়া হাসিতে লাগিল

পুঁটী। বাঃ, চমৎকার! মস্ত বড় হাঁস গলায় র'য়েছে দেখছি যে।

গদাই। (অকস্মাৎ আব্‌দারের সুরে) ওগো, আমি তোমাকে বিয়ে ক'রব।

পুঁটী। (হাসিয়া) আহা, তা বেশ তো। ও বৌদি, শুন্‌ছ— তোমার মেয়ে কি বলে ? আমাকে বিয়ে করবে।

মিনা। তা বেশ তো। বিয়ে করে ফেল না। (হাসিতে লাগিল)

পুঁটী। (হাসিয়া) তবে দু'জনেই মেয়েমানুষ হ'ল, এই যা।

গদাই। মনে করনা—আমি পুরুষমানুষ।

পুঁটী। (হাসিয়া) আচ্ছা, আচ্ছা, তাই। কিন্তু বয়সে যে অনেক ছোট ?

গদাই। মনে করনা—আমি তোমার চেয়ে বয়সে—পাঁচ, দশ চৌদ্দ-পনের বছরের বড়।

পুঁটী। (হাসিয়া) আচ্ছা, তাই ক'রব।

গদাই। তাই ক'রব নয়। তবে তোমার ইচ্ছে নেই। যাওঃ, তবে আমি তোমার কাছে দুধ খাব না। (মুখ ফিরাইয়া বসিল)

পুঁটী। (হাসিয়া) না, না, খুব ইচ্ছে আছে। দুধটুকু খেয়ে নাও লক্ষ্মি।

গদাই। কই, তিন সত্যি কর দেখি যে আমাকে বিয়ে করবে।

পুঁটী। (হাসিয়া) আচ্ছা, তিন সত্যিই ক'রছি।

গদাই। তিনবার বল্লে কই ?

পুঁটী। আচ্ছা, আচ্ছা, ব'লছি। তোমাকে বিয়ে ক'রব, ক'রব, ক'রব।

গদাই তড়াক্ করিয়া কোল হইতে উঠিয়া ঘরময় নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল

ক্ষেমঙ্করী। কি হ'ল ? বীণু আমার হঠাৎ নাচে কেন ?

গদাই। শুধু নাচ! আমি গান ক'রব। নাইরে নারে নাইরে না—

ক্ষেমঙ্করী। আহা, তুই গান জানিস্ ? গা' না ভাই, একটা গান বুড়ীকে শোনা। নাতবৌও আমার নিশ্চয় গান জানে। ওরা লেখাপড়া, গান-বাজনা জানা মেয়ে, তাই বীণু নিশ্চয় গান

শিখেছে। নাতবৌ, তোকেও গান শোনাতে হ'বে ভাই! আজ আনন্দের দিন ; আজ আর ছাড়ান্ নেই। পুঁটি, ঝি চাকর, সবাইকে ব'লে দে—যার যা' খুসী করুক। আজ সকলের সাতখুন মাপ।

গদাই। (ক্ষেমঙ্করীর গাল আদর করিয়া ধরিয়া) হাঁ দিদিমণি, আমার খুনও মাপ করবে ? আমি সাতটা খুন করব না, বড় জোর একটা।

ক্ষেমঙ্করী। তোর সাতটা কেন, তোর সব খুনই মাপ।

গদাই। দেখো, রাগের মাথায় একথা ভুলে যেওনা যেন ?

ক্ষেমঙ্করী। তোর কথা কি ভুলতে পারি ? কিন্তু সত্যি যে করিয়ে নিচ্ছেস্, খুন কর্‌বি কাকে ?

গদাই। (পুঁটীকে দেখাইয়া) এই একে। আমি ওকে বিয়ে করব কিনা। তা'হলে দুঃখে আপনিই ও খুন হবে। (সকলের হাস্য) তাহ'লে আমি নাচি ? (উদ্দাম ভাবে হরিবোল হরিবোল করিয়া নৃত্য)

ক্ষেমঙ্করী। তোর যা' ইচ্ছে তাই কর। কিন্তু হঠাৎ এত আহ্লাদ যে ?

পুঁটী। ঐ যে বল্লে—শুনতে পেলেনা ? আমার সঙ্গে বীণুর বিয়ে হচ্ছে, তাই এত আহ্লাদ।

ক্ষেমাঙ্করী। বটে, বটে ? যাক্, আমি বর খুঁজতে বেঁচে গেলুম। আহা, বীণু যদি আমার সুবিনয়ের মেয়ে না হ'য়ে, ছেলে হ'ত ; আর তোর চেয়ে বয়সে বড় হ'ত—

মিনা। আর সগোত্র জ্ঞাতি না হ'ত—সেটা বলুন ?

ক্ষেমঙ্করী। হাঁ, হাঁ, আর যদি জ্ঞাতি না হ'ত তবে নিশ্চয় বিয়ে দিতুম !

গদাই। (স্থির হইয়া শুনিয়া) তিন সত্যি কর।

ক্ষেমঙ্করী। সাতমণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচ্‌বে না।

গদাই। যদিই তেল পোড়ে, যদিই রাধা নাচে—তা হ'লে তিন সত্যি কর।

ক্ষেমঙ্করী। (হাসিয়া) তা' তিন সত্যি করছি।

গদাই। তিনবার বল্লে কই ?

ক্ষেমঙ্করী। বিয়ে দেব, দেব, দেব। হ'ল ?

গদাই। বেশ হ'ল, খুব হ'ল (নৃত্য সহকারে সুর করিয়া) ধিন্‌তা ধিনা, তা ধিন্ ধিনা—

ক্ষেমঙ্করী। এখন গান শোনা।

গদাই। মা বাজ্‌না বাজাক্, আমি নেচে নেচে গাইব।

ক্ষেমঙ্করী। আহা, বাছারে ! হারমোনিটা বাজানা নাতবৌ ? আগে দেখ্, ঠিক আছে কিনা আবার। ওতে তো হাত পড়েনা ; তবে বছর বছর মেরামত করাই। তোর দাদার সখের জিনিষ ছিল কিনা ?

মিনা। (উঠিয়া হারমোনিয়মের পর্দ্দাগুলি ছুঁইয়া) ঠিক আছে দিদিমা।

ক্ষেমঙ্করী। তবে সুরু কর না ?

সুবিনয়। (জনান্তিকে গদাইকে) এই, আমোদের মাথায় যা' তা' গা'সনি যেন ; ভাল গান গা'স।

গদাই। (জনান্তিকে) আপনি থামুন; আপনাকে আর সাবধান করে দিতে হবে না। নিজে সাবধান হ'লেই বাঁচি। ঠিক গান গাইবার মুখে, পরামর্শ দিতে গিয়ে এমন ক'রলি, যে পুঁটী মনে করবে—কিছু শিখিয়ে দিলি। আমি পরেই গাইব। (সকলকে) আমি গাইব, কিন্তু মা আগে গান করুক।

মিনার গীত

কবে পাব শ্যামে, কবে নেহারিব ও বিধুবয়ান,
কবে যে আমা পানে ফিরাইবে ও দুটী নয়ান॥
কোথা থাকে সূর্য্য, কোথা সূর্য্যমুখী,
তবু তার পানে চেয়ে সদা সুখী,
যেথা যাও তুমি, সাথে ফিরি আমি, অনন্য ধেয়ান॥
লবে না কি মোরে তুলে,
তোমার চরণমূলে,
বৃথা কি হবে মোর সাধনা, কেবল হবে সার যাতনা;
জাগর যামিনী জাগা, আধঘুমে তোমারই ধেয়ান॥

সুবিনয়। সুন্দর!

গদাই রক্তচক্ষে চাহিল

মিনা। (জনান্তিকে) থাক্, বাহবাটা এখানে না দিলেও চলবে।

সুবিনয় বিমর্ষভাবে বসিল। গদাইয়ের গান ও তালি দিয়া, পা ছুঁদিয়া ছুঁদিয়া নৃত্য

"মা আমারে দয়া ক'রে শিশুর মত করে রাখ,
শৈশবের সৌন্দর্য্য ছেড়ে বড় হতে দিও নাক।
মা আমারে এমনি ধারা, ক'রে রেখো জন্ম সারা,
(আমার) শরীর বাড়ুক তায় ক্ষতি নাই, আমার শিশু মনেই তুমি থাক।"*

মিনা। (জনান্তিকে গদাই) শরীর বাড়লে ক্ষতি তো নেই-ই বরং লাভ। কি বলেন?

বুড়ো ঝি বামীর প্রবেশ

বুড়ো ঝি। (ভেঙাইয়া স্বগতঃ) অ্যা হ্যা হ্যা, চিপি মেয়ের আবার গান হ'চ্ছে! যেন মাদী পেল্লাদ! (প্রকাশ্যে) ওগো, হল্লা তো খুব করছ; ওদিকে লুচি যে জুড়িয়ে জল হ'য়ে গেল।

ক্ষেমঙ্করী। যাক, ফের ভাজবে। তার আর হ'য়েছে কি? একবার সর্ব্বনাশ ক'রেছিলি,—বহু কষ্টে হারাধন পেলুম, আবার কি সর্ব্বনাশ করতে এসেছিস নাকি? ওদের যখন খুসী খাবে; তুই তাগাদা দিবি কেন লা?

* গানটীর রচয়িতার নাম জানা নাই। এক ভদ্রলোকের মুখে গানটী শুনিয়া, তাহার কিছু এদিগ-ওদিক করিয়া লইয়া, কাজ চালাইয়াছি। এই অজ্ঞাত রচয়িতার নিকট আমি ঋণী।

বুড়োঝি। নষ্ট হ'ক, হাজুক, পুড়ুক, আমি আর রা-টী কাড়্‌বো না মা। (রাগতভাবে প্রস্থান করিতে করিতে স্বগতঃ) এক আহ্লাদে ধেড়ে খুকী পেয়ে, একেবারে হাতে যেন স্বগ্‌গ পেয়েছে—হাঁ! আমার অমন দাদাবাবুর মেয়ে, এমন হ'ল কেন গো?

প্রস্থান

মিনা। (সুবিনয়কে) আর দেরী ক'রে লাভ কি? খেয়ে নেবেন চলুন না?

পুঁটী। (সহাস্য বিস্ময়ে) ওকি বৌদি! দাদাকে তুমি "আপনি—আজ্ঞে" কর নাকি?

গদাই মিনাকে রক্তচক্ষু দেখাইবে ; সুবিনয় ব্যস্ত হইয়া খাইতে উঠিবে

মিনা। (নিজের ভ্রম বুঝিয়া, গোপনে জিহ্বা কাটিয়া) "আপনি—আজ্ঞে" তো করি না ভাই, তবে দিদিমার সামনে "তুমি—তুমি" করা কি ভাল দেখায়? তাই "আপনি—আজ্ঞে" ক'রলুম।

ক্ষেমঙ্করী। ও-লোঃ, দিদিমার সামনে "তুই—তোকারি" করবি এখন থেকে। চল্, সব খাবি চল্। এস, আমার বীণু এস।

গদাই। আমি আরও খানিক বাজ্‌না বাজিয়ে তারপর যাব; দুধ তো এই খেলুম।

ক্ষেমঙ্করী। আহা, তা বাজাও, বাজাও।

পুঁটী। আসুন দাদা।

অগ্রে পুঁটীর ক্ষেমঙ্করীকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান, পরে সুবিনয়ের প্রস্থান

মিনা। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) এই সঙ্গে এসে, দু'খানা লুচি খেয়ে নিলেন না কেন ?

গদাই। লুচি পরে গিয়ে খাচ্ছি ; তখন থেকে সিগারেট না খেয়ে পেট ফেঁপে উঠেছে। একটান সিগারেট খেয়েই যাচ্ছি। ঠাঁই কর তুমি গিয়ে, আমি গেলুম ব'লে। আমাদের পর আবার তোমাদের খাওয়া আছে, সুতরাং বেশী দেরী করব না।

মিনা। দেখবেন, সাবধান। সিগারেট খেতে গিয়ে ধরা পড়বেন না যেন ?

গদাই। ধরা পড়্‌লেও উপায় নেই। সিগারেট তো খাওনা, এ পেট ফাঁপার দুঃখ বুঝবে কি ক'রে ?

মিনা। কাজ নেই আমার ও দুঃখ বুঝে। আমি তো আর মেমসাহেব নই ; আর অত হাল ফ্যাসানও নই। আপনাদের সামনে চা পর্য্যন্ত খাই, তাই যথেষ্ট।

হাসিয়া প্রস্থান

গদাই, সুবিনয়ের চেষ্টারফিল্ড কোট হইতে সিগারেট ও দেশলাই বাহির করিয়া ধরাইয়া, জোরে জোরে টানিতে আরম্ভ করিল। পশ্চাৎ দিক হইতে বুড়োঝির প্রবেশ ও ব্যাপার দেখিয়া গালে হাত দিয়া দণ্ডায়মান

গদাই। (ক্ষণেক নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট টানিয়া ফিরিতেই বুড়াঝিকে দেখিয়া স্বগতঃ) এই মাগীর সঙ্গে কি কুক্ষণেই দেখা

হ'য়েছে। মাগী তো গোল করে দেবে। যেমন ক'রে হ'ক, ওর মুখ বন্ধ ক'রতে হ'য়েছে।

পোষাক হইতে একটী সেফটীপিন্ খুলিয়া সোজা করিল

বুড়োঝি। (এতক্ষণে অবাক্ ভাব কাটিয়া বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল) ওগো, রাণী—মা গো, তোমার হরি-বলা মাদী-পেল্লাদের কাণ্ড দেখ গো ও—ও—

সুবিনয়। (নেপথ্য হইতে) কি হ'ল, কি হ'ল?

গদাই। খবরদার সিগারেট খাওয়ার কথা ব'ল না। তোমাকে বক্‌সিস্—

বুড়োঝি। ওগো, তোমার মাদী পেল্লাদ—

গদাই। বটে, ভাল কথার কেউ নয়? (পিন্ ফুটাইয়া) চুপ্ কর্ মাগি, চুপ কর্।

সিগারেট বাহিরে ফেলিল

বুড়োঝি। (যন্ত্রণায়) ওরে বাবারে, ওরে বাবারে, (চীৎকার করিয়া) বুড়ো খুকী তোমার—

গদাই।—বল্—খুকীর কাছে একটা সাপ গো—

সঙ্গে সঙ্গে পিন্ ফুটাইল

বুড়োঝি। (যন্ত্রণায়) ওরে বাবারে, ওরে বাবারে, (চীৎকার) ওগো—

গদাই। (জোরে জোরে পিন ফুটাইয়া) বল—খুকীর কাছে একটা সাপ গো।

বুড়োঝি যন্ত্রণায় চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল ও গদাই তাহাকে অনুসরণ করিয়া পিন্ ফুটাইতে লাগিল

বুড়োঝি। ওরে বাঃ—বাঃ—রে, ওরে—বাঃ—বাঃ—রে। ওগো রাণী—

গদাই।—ফের রাণী মা? বল্ শীগ্‌গির, নইলে এই পিন্ ফুটিয়েই তোকে মেরে ফেল্‌ব।

পিন্ ফুটাইল

বুড়োঝি। ওগো—

গদাই। (পিন্ ফুটাইতে ফুটাইতে থিয়েটারে প্রম্প্‌ট্ করার ভাবে)—খুকীর কাছে একটা সাপ গো—

বুড়োঝি। (যন্ত্রণায় বাধ্য হইয়া)—খুকীর কাছে একটা সাপ গো।

পুঁটী ব্যতীত সকলের শশব্যস্তে প্রবেশ

সকলে। কোথায় সাপ? কোথায় সাপ?

গদাই। এই এমন্ সাপ। এই দিকে সর্ সর্ ক'রে বেরিয়ে চ'লে গেল।

ক্ষেমঙ্করী। যাক্ কামড়ায়নি—এই ভাগ্যি। দোহাই মা মনসা। আস্তিকস্য মুনের্মাতা, ভগিনী বাসুকীস্তথা, জরৎকারু মুনেঃ

পত্নৌ, মনসা দেবী, নমস্ততে। (কপালে হাত ঠেকাইয়া উদ্দেশে প্রণাম) পাঁচ সিকের ভোগ দেব মা—

বুড়োঝি।—ওগো না—

গদাই, বুড়োঝির অতি নিকটে থাকিয়া, পিন্ ফুটাইয়া প্রম্প্‌ট্ করিবামাত্র

খুকীর কাছে একটা সাপ গো।

ক্ষেমঙ্করী। তুই আমার কাল্ সাপ মা, তুই-ই আমার কাল সাপ্। বীণু বল্‌ছে—সাপ বেরিয়ে গেছে, কাল-সাপ তবু সাপ সাপ ক'রে চেঁচাচ্ছে।

বুড়োঝি। ওগো না—

গদাই। (পিন ফুটাইয়া জনান্তিকে)—বল্—সাপ বেরিয়ে গেল।

বুড়োঝি। (যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে) ওগো, না গো না (জোরে পিন্ ফুটাইবামাত্র) হাঁ, হাঁ, সাপ বেরিয়ে গেল বটে।

ক্ষেমঙ্করী। আ-মর, তবে এখনও নেচে নেচে চেঁচাচ্ছিস কেন?

বুড়োঝি। নাচ্‌ছি কি সাধে? ছুঁচ্—

প্রম্পট্ করিয়া জোরে পিন্ ফুটাইবা মাত্র

সাপ বেরিয়ে গেল বটে—

গদাই। বুড়ো মানুষ। আহা, মস্ত বড় সাপ দেখে, হঠাৎ চম্‌কে একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কি সব যা তা বলছিল। একবার বলে—সাপ; একবার বলে—সিগারেট, না কি! আর,

একবার ক'রে নাচে। পাগল হ'য়ে গেছে ভয়ে। আহা, বুড়ো মানুষ বেচারী।

বুড়োঝি। হাঁগো, হাঁ; ঐ সিগারেট। (গোপনে পিন্ ফোটানো) না গো, মস্ত সাপ।

গদাই। ঐ দেখ, কি সব যা' তা' ব'লছে!

ক্ষেমঙ্করী। আ-মর্ মাগী। খেয়ে, দেয়ে ঘুমিয়ে, মাথা ঠাণ্ডা ক'র্‌গে যা। যা, যা এখান থেকে ব'লছি। কেলেঙ্কারী করিস্‌নি।

বুড়োঝি। তা যাচ্ছি মা। কিন্তু সিগারেট—(এবার গদাই পিন্ দেখাইবামাত্র) মস্ত সাপ, মস্ত সাপ। (যাইতে যাইতে স্বগতঃ) কি হাড় বজ্জাত মেয়ে বাবা! এইটুকু মেয়ের গায়ে এত জোর! এ সত্যি পুরুষের বাবা। কিছুতে বলতে দিলে না, আবার পাগল বানিয়ে ছেড়ে দিলে! আচ্ছা, থাক তুমি, তোমার সিগারেট খাওয়া ধরিয়ে দেব তবে আমার নাম। ছুঁচ্ ফুটিয়ে রক্তপাত ক'রে দিলে; আবার যা খুসী তাই বলিয়ে নিলে! ওগো—

গদাই পিন্ দেখাইবামাত্র বুড়ো ঝি দ্রুত প্রস্থান করিল

ক্ষেমঙ্করী। দেখ দেখি মাগীর কাণ্ড! সুবিনয় আমার খেতে ব'সে, খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়্‌ল। পুঁটী তোর খাবার আগলে বসে আছে; চল ভাই, খাবি চল্। তোরা তো বাম্‌নাই মানিস্ না, যে এক থালায় দু'বার বসতে দোষ ভাব্‌বি। চল্।

সুবিনয়কে ধরিয়া প্রস্থান

মিনা। কি ব্যাপার মাষ্টার মশায় ? সিগারেট নাকি ?

গদাই। মাগী একেই আমাকে সুচক্ষে দেখছে না, তার ওপর সিগারেট খাওয়া দেখতে পেয়ে গোল করতে চেয়েছিল ; তাই অগত্যা বেচারী বুড়ো মানুষকে পিন্ ফোটাতে হ'ল। যা' কাণ্ড করা গেল, এখন ও আড়ালে সত্যি কথা বল্লেও কেউ বিশ্বাস করবে না। ওকে মোটা রকম কিছু বকসিস্ দিতে হবে আর কি।

মিনা। (হাসিতে হাসিতে) কি সর্ব্বনাশ! খুব রক্ষে। এই ভয়েই তখন সাবধান হ'তে বলেছিলুম। চলুন, খাবেন চলুন।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

গদাইয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট শয়ন-কক্ষ। গদাই খাটে বসিয়া সিগারেট খাইতেছিল এবং মিনা একটী চেয়ারে বসিয়াছিল

মিনা। আপনি বেশ ভাল অবস্থায় পড়েছেন। দিব্যি মজায় আছেন, অথচ কোন বিপদ নাই।

গদাই। তোমারই বা বিপদটা কি?

মিনা। আমার বিপদ নয়? দিদিমা একবার বলেন—যুগল মূর্ত্তি দেখা, একবার বলেন—তুই তোকারি কর্—

গদাই।—বিপদ আর কি? দিদিমার কথা শুনলেই তো বিপদ কেটে যায়।

মিনা। বাঃ রে!

গদাই। আচ্ছা মিনা, তামাসা নয়; আমি তোমার বন্ধু, গুরু; আমার কাছে সত্যি বলতো—তুমি কি সুবিনয়কে ভালবাস না? (মিনা নতমুখে নীরব)। লুকিয়ে লাভ কি? আমার কি চোখ নেই? আচ্ছা বলতো—আমাদের রমেশবাবু যদি তাঁর স্ত্রী সেজে এমনি উপকার করতে ব'লতো, তুমি করতে? না, করতে ইচ্ছে হ'ত? থিয়েটারে তো দু'একবার তাঁরও স্ত্রী সেজেছো। (মিনা নতমুখী ও নীরব, মুখে কিন্তু মৃদু হাসি) ভালই যদি বাস তবে বিয়ে করবার বাধা কি? তোমার বাবার যে মত আছে, তা তো তিনি

তোমার সামনে প্রায় স্পষ্টই বলেছেন। আর সুবিনয়ের স্ত্রী সেজে, তার সঙ্গে রাত কাটাতে অনুমতি—শুধু অনুমতি কেন—অনুরোধ করাতে বুঝতেই পারছ, তিনি সুবিনয়কেই তোমার স্বামী ব'লে মনোনীত করেছেন।

মিনা। (আনন্দ চাপিতে না পারিয়া, যেন মুখ ফস্‌কাইয়া বলিয়া ফেলিবে) তাই নাকি ?

বলিয়া ফেলিয়াই লজ্জায় নতমুখী হইল এবং জিহ্বা কাটিল

গদাই। আমার ব্যবহার, তোমার কিছু অন্যায় এবং আশ্চর্য্য ঠেকছিল। কিন্তু জেনো, এত বাড়াবাড়ি কখনই করতে আমার সাহস হত না, যদি না তোমার বাবার অনুমতি পেতুম।

মিনা। ও, বাবাও তাহ'লে এই দুষ্টুমীর মধ্যে আছেন ?

গদাই। আজ কি ? অনেক দিন হ'তে। তোমার হয়তো স্মরণ নেই ; কিন্তু দিদিমা তোমাকেই তারকেশ্বরে দেখেন—এই সুবিনয়ের সঙ্গেই বিয়ের জন্যে। তোমার বাবার নবাব দত্ত খেতাব "রায় চৌধুরী" ; তিনি "রায়" টাই ব্যবহার করেন ; "চৌধুরী"টা বাদ দিয়েছেন। তুমি যদিও কখনও যাওনি, তোমাদের আদি বাড়ী কিন্তু গোঁসাই মালপাড়া।

মিনা। দেখুন, বারবার উকীল বঙ্কিম চৌধুরী, গোঁসাই মালপাড়া বাড়ী, আর মৃণ্ময়ীর নাম শুনে শুনে, আমারও কেমন খট্‌কা লাগছিল। কিন্তু এমন যে সম্ভব, তা মনেও হয়নি।

গদাই। আচ্ছা, তারকেশ্বরে যাওয়া কি তোমার মনে পড়ে না ?

মিনা। পড়ে। এক বুড়ী, প্রায় আট দশ বছর আগে, তারকেশ্বরের মন্দিরে, নানা রকম ক'রে—আমাকে হাঁটিয়ে, চুল খুলিয়ে কথা কইয়ে দেখেছিল। সঙ্গে আরও দু'জন বুড়ী ছিল। তার মধ্যে একজন যেন একটু খোঁড়া মত ছিল।

গদাই। সে তো এই দিদিমা, ঐ খোঁড়া বুড়ো—ঝি, আর স্বর্গীয়া পুঁটীর-মা।

মিনা। (হাসিয়া) কি সর্ব্বনাশ! তবে তো আমাকে বিয়ে করবার ভয়েই ইনি দিদিমার কাছ থেকে পলাতক!

গদাই। তা নয়তো কি?

মিনা। বাবা কি বিয়ের সম্বন্ধ করবার সময় ওঁকে দেখেন নি?

গদাই। যখন সম্বন্ধ হয়, তখন তোমার স্বর্গীয় মামা সুবিনয়কে দেখে যান। তিনিই সুবিনয়কে দেখে, কাকাবাবুর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেন। কর্ত্তা যদি সুবিনয়কে স্বচক্ষে দেখতেন, তাহ'লে কি এত গোল হয়? এখন তো সব বুঝলে? তবে আর কেন গো-বেচারীকে জ্বালাও? দেখ্‌লে তো? কি বলেছিলে, তাতে একেবারে মন মরা হ'য়ে—

মিনা। (হাসিয়া)—শুধু মনমরা? একেবারে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেলা।

গদাই। আহা, বেচারী। আর ওকে দুঃখ দিওনা।

মিনা। কি যে বলেন মাষ্টার মশায় আপনি! আমি কি গায়ে পড়ে বলব নাকি?

গদাই। তা না বল্লে কোন আশা নেই। ওর ধারণা—ও

গরীব। আর, দিদিমার বিষয় পেয়ে বড়লোকই যদি হয়, তবু ওর ধারণা—ওর কোন গুণ নেই। কি গুণে তুমি ওকে ভালবাসবে? ও কোন কালেই তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে সাহস পাবেনা।

মিনা। এও তো বড় মুস্কিল। আমি স্ত্রীলোক হয়ে কি প্রস্তাব ক'রব নাকি? উনি এমন ভীতু কেন?

গদাই। না হ'য়ে করে কি? (দুই হাতে মিনার দুই হাত ধরিয়া) তুমি বোনটী আমার সুন্দরী, বিদুষী, ধনী পিতার কন্যা; সুবিনয় গরীব। তার ওপর তুমি ওকে নানারকমে ক্ষেপাও। যে নিজেকে বামন ভাবে, সে চাঁদে হাত বাড়াতে সাহস পাবে কেন?

হাত ছাড়িয়া দিল

মিনা। এখন তো আর গরীব রইলেন না?

গদাই। অভ্যাস্। এতদিন তোমাকে দুষ্প্রাপ্য ভেবে এসেছে, আজ হঠাৎ দিদিমার বিষয় পেয়েই তোমাকে সুপ্রাপ্য ভাব্তে সাহস হবে কেন? আর, বিষয় তো ও চায় না, ও চায় তোমাকে।

মিনা। তা বেশ বুঝতে পারি।

গদাই। সবই তো বুঝছ? প্রেমিকের মত বোকা আর জগতে দু'টী নেই। ঐ দেখনা, অমন বুদ্ধিমান লোক, তোমার কাছে একেবারে গাধা ব'নে যায়। এখন সবইতো তোমায় খুলে বল্লুম, যা ভাল হয় কর।

মিনা। কিন্তু মাষ্টার মশায়, আমাকে বিয়ে করবার ভয়েই

উনি এতদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, অথচ আমাকেই চাচ্চেন—এর একটা সাজা না দিলে কি চলে ?

গদাই। খানিকটা খেলাবে—খেলাও, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। শেষে হিতে বিপরীত না ক'রে বসে। সুতরাং তেমন তেমন অবস্থা বুঝলে, যথাসময়ে আগোল দিও।

মিনা। তা দেব। আমার মনটা কি রকম করছে মাষ্টার মশায়! এমন মজা এর ভেতর ছিল, তা কে জানতো ? কিন্তু আপনি অত সিগারেট খাবেন না ; ওর গন্ধ তো ঘর থেকে সহজে যাবে না। নতুন লোক ঘরে ঢুকলেই গন্ধ পাবে।

গদাই। পেলেও নিরুপায়। শেষে, কম্বল—টম্বলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গন্ধ ঢাক্‌বো—যদি তেমন তেমন হয়।

মিনা। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) ঐ যাঃ—আপনার লুচি—

গদাই।—ভুলেছ তো ? এ আনন্দে, লোক নিজেকেই ভুলে যায়, লুচি তো সামান্য কথা। যাক্‌, পরিবেশনের সময় পুঁটী যখন লুচি আনতে যাচ্ছিল, তখন সুবিনয়ের পাতা থেকে তুলে, পেট ভরে ভাগ্যে খেয়ে নিয়েছিলুম, নইলে তোমার অপেক্ষায় থাকলেই হয়েছিল আর কি ? রাত উপোসে হাতী কাহিল হয়, আমি তো তুচ্ছ জীব। কিন্তু আমার অভিনয় কেমন হচ্ছে বল ? তোমরা দু'জনেই এক আধটা ভুল করেছ, কিন্তু আমি এখন পর্য্যন্ত একটাও ভুল করিনি।

মিনা। যদি সহজে না মেটে, তবে আপনার যে ভুল, তা সংশোধন করতে বেগ পেতে হবে বিশেষ।

গদাই। তুমি পুঁটীর ব্যাপার ব'লছ ?

মিনা। হাঁ।

গদাই। ভগবান সকল বিপদেই উদ্ধার ক'রবেন। মনে পাপ নেই যখন, তখন সবই ভালোয় ভালোয় মিট্‌তে বাধ্য।

মিনা। (করজোড়ে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া) একথা তো মনে হয় নি ? উদ্দেশ্য যখন আমাদের ভাল, তখন ভয় কি ? ভগবানই সকল দিক্ রক্ষা করবেন। (পদশব্দে চমকিয়া) পুঁটি আস্‌ছে বোধ হয়।

সিগারেট দেখাইয়া

ফেলে দিন্, ফেলে দিন্।

গদাই। (জানালা দিয়া সিগারেট ফেলিয়া) দুত্তোর কপাল ! ভাবী স্ত্রীকে দেখেও, মাষ্টারকে দেখার মত সিগারেট ফেলতে হচ্ছে ! আর মাষ্টার ছাত্রী, কি ভাই বোন নয়, এইবার আমরা মা আর মেয়ে।

মিনার আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইল

পুঁটীর প্রবেশ

পুঁটী। ও বৌদি, খাবার ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে। খেয়ে নিন্ গিয়ে। উঃ, এত সিগারেটের গন্ধ কোত্থেকে আসছে ?

গদাই। ঐ যে একটা উড়ে মালী ঐ জানালার নীচে দিয়ে খেতে খেতে গেল।

পুঁটী। উড়ে মালীরা চুটী ছেড়ে আবার সিগারেট ধরল নাকি ?

মিনা। সিগারেট আজকাল সস্তা হ'য়েছে কিনা! যাক্‌গে ও-কথা। তুমি খেলে?

পুঁটী। আমাকে বাধ্য হ'য়ে আগে খেতে হ'ল। বীণু তো তোমাদের কাছে শোবেনা ব'লে ঝোঁক ধরলে, তাই দিদিমা আমাকে আগে খাইয়ে বীণুর কাছে শুতে পাঠিয়ে দিলে।

মিনা গদাইয়ের দিকে, পুঁটীর অজ্ঞাতে, আশ্চর্য্যান্বিত ও বিপন্নভাবে চাহিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিল; গদাইও তদ্রূপ করিল

তুমি শীগ্‌গির যাও। দিদিমা তোমার অপেক্ষায় ব'সে আছে। তোমাদের বিছানা হ'য়েছে রাজাবাহাদুরের খাটে।

গদাইয়ের দিকে পুনঃ বিপন্ন ও বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া মিনার প্রস্থান

পুঁটী। (গদাইয়ের ফ্রকে হাত দিয়া) এস বীণু, জামা কাপড় সব খুলে দি।

গদাই। (স্বগতঃ) সেরেছে রেঃ। (প্রকাশ্যে) না, না, (ঝোঁক করিবার মত পা কাছড়াইয়া) আমি জামা প'রেই শুই, আমি খুল্‌ব না।

পুঁটী। এটা যে পোষাকী জামা বীণু।

গদাই। (স্বগতঃ) কি বিপদ! (প্রকাশ্যে) তা' হ'ক, আমি পোষাকী প'রেই শোব। আমি খুল্‌ব না।

পুঁটী। আচ্ছা, আচ্ছা, তবে খুলে কাজ নেই।

গদাইকে লেপ ঢাকা দিয়া শোয়াইল। পরে, আলো নিভাইয়া দিয়া গদাইয়ের বিছনার দিকে, অন্ধকারে হাত ড়াইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল

গদাই। (স্বগতঃ) এই মরেছে। আমার বিছানাতেই শোবে নাকি? এই রে, কি করি? কি ক'রে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাই?

পুঁটী গদাইয়ের লেপ তুলিয়া শয়নের উপক্রম করিতেই গদাই ভীষণ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল

ওমা—ওমা—মাগো—মা—

পুঁটী। আমি, আমি যে বীণু! আমি তোমার কাছে শুচ্ছি, ভয় কি?

গদাই। ওমা—ওমা—আঁ—আঁ—

বিছানার ভিতর ছট্‌ফট করিয়া ক্রন্দন

পুঁটী।—কাঁদ্‌ছ কেন বীণু? আমি যে পুঁটী—

গদাই।—ওমা—আঁ—আঁ—

পুঁটী।—ছিঃ, কাঁদতে আছে কি লক্ষ্মীটি? আমি তোমার বউ হই; তোমার কাছে শুতে এসেছি; তুমি আমার তিন সত্যি করা বর; বউ শুতে এলে বর কাঁদে কি?

গদাই। (কান্না থামাইয়া) আঁ? (স্বগতঃ) বর-বউ ক'রে কি বলে?

পুঁটী। তুমি আমার বর, আমি তোমার ক'নে—কাঁদতে আছে কি?

গদাই। (স্বগতঃ) বিয়ে হ'ক আগে, তার পর কাঁদে কোন

শালা! হে ঠাকুর, এই হাঙ্গামা থেকে উপস্থিত নিষ্কৃতি দাও, নইলে থিয়েটারের মুস্কিল হ'বে। (প্রকাশ্যে) ওমা আঁ—আঁ—

ক্রন্দন

সুবিনয়, মিনা ও ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ

মিনা ক্ষেমঙ্করীকে ধরিয়া আনিল

ক্ষেমঙ্করী। কি হ'ল? নাত বৌ ব'ল্লে—বীণু আমার নাকি কাঁদছে?

পুঁটী। হাঁ। এতক্ষণ বেশ ছিল; কাছে যেই শুতে গেছি, অমনি বিষম কান্না। কিছুতেই থামে না।

পুঁটী দূরস্থিতা ক্ষেমঙ্করীর নিকট দাঁড়াইবে এবং মিনা ও সুবিনয় গদাইয়ের নিকট আসিবে

মিনা। (জনান্তিকে অতি মৃদুস্বরে) কাঁদছেন কেন?

গদাই। (জনান্তিকে অতি মৃদুস্বরে) পুঁটী বিছানায় শুতে এল যে। তাই একটা কিছু করা দরকার হ'য়েছিল। কিছু না খুঁজে পেয়ে, উপস্থিত পরিত্রাণ পাবার জন্যে, শেষে কান্না জুড়ে দিলুম।

মিনা। (জনান্তিকে) ও, তাই ভাল।

ক্ষেমঙ্করী। বীণু কি ব'লে নাত বৌ?

গদাই। (জনান্তিকে) বল—একা শোবে। ঘরে কেউ থাক্‌বে না। থিয়েটার ক'রতে যেতে হ'বে—মনে আছে? রাত অনেক হ'ল যে।

মিনা। (উচ্চৈঃস্বরে) বীণু বাড়ীতে একা, এক ঘরে শোয় কিনা। এখানেও একা শুতে চায়।

ক্ষেমঙ্করী। ও, এই কথা? তা' বেশ। তুই তবে পাশের ঘরটায় শুগে যা' পুঁটী।

পুঁটীর প্রস্থান

কিন্তু এইটুকু মেয়ে, একা শোয়—সাহস তো খুব!

সুবিনয়। (হাসিয়া ফেলিয়া) হাঁ, বেটাছেলের মত—

গদাই চিমটি কাটায় হঠাৎ থামিয়া গেল

গদাই। (জনান্তিকে)—ওঃ, মস্ত সাহসী ব্যাটাছেলের মেয়ে কিনা, তাই এত সাহস। গাধা কোথাকার, ব্যাটাছেলের মত ব'ল্লে, সন্দেহ ধ'রতে পারে যে।

মিনা। (জনান্তিকে) ওঁর অমনি বুদ্ধিই বটে! নইলে মৃণ্ময়ীকে বিয়ে ক'রবার ভয়ে পালিয়ে যান।

সুবিনয় বিমর্ষভাবে চুপ করিয়া থাকিল

ক্ষেমঙ্করী। চল্ সুবিনয়, চল্ নাত্ বৌ, তোরা শুবি চল এইবার।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

শয়ন কক্ষ

ক্ষেমঙ্করীকে ধরিয়া মিনা ও কিছু পশ্চাতে সুবিনয়ের প্রবেশ

ক্ষেমঙ্করী। আয় সুবিনয়; লজ্জা কি? তুই যে মেয়েমানুষের অধম হ'লি! আজকালকার দিনে, নূতন বিয়ের বরও যে এত লজ্জা করে না, তুই তো মেয়ের বাপ! এই দেখ্‌দেখি, নাতবৌ আমার কেমন!

মিনা চোখের দ্বারা সুবিনয়কে আসিতে ইঙ্গিত করিল

সুবিনয়। (ইঙ্গিতে সাহস পাইয়া একবারে পালঙ্কের নিকট গিয়া দাঁড়াইল) মেয়েমানুষের অধম কেন হ'ব? এই তো এসেছি। কি বলে—জুতোতে একটা কাঁটা উঠেছে কিনা, তাই আস্তে আস্তে আস্‌ছিলুম।

ক্ষেমঙ্করী। ও, তাই? ব'সবার ঘরে, তখন তো গলা জড়িয়ে ধর্‌লি আর ছেড়ে দিলি। এ শোবার ঘরে তো আর কারো এসে পড়বার সম্ভাবনা নেই। নে, এইবার গলা জড়িয়ে ধ'রে, দু'জনে দু'জনার দু'টী চুমু খা দেখি? আমি দেখে, চক্ষু সার্থক ক'রে শুতে যাই।

চুমু খাইবার প্রস্তাব শুনিয়া মিনা ও সুবিনয় উভয়েই চমকাইয়া উঠিবে

নে ভাই, নে ; বুড়োমানুষের কাছে আবার লজ্জা কি ? (সুবিনয় যেমন ছিল তেমনি থাকিবে) ও ছোঁড়া মেয়েমানুষের অধম, নইলে বিয়ে ক'রবার ভয়ে পালিয়ে যায় ! তুই ভাই নাতবৌ বুড়ীর সাধটা মিটিয়ে দে ।

লজ্জায় অবনত হইয়া, মিনা সুবিনয়ের হাত ধরিয়া, নিজের নিকট লইয়া
আসিবে ও মৃদু হাসির সহিত নতমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইবে।
সুবিনয় ব্যাপার দেখিয়া, অবাক্ হইয়া মিনার মুখের
দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিবে, তারপর চোখোচোখি
হইবামাত্র সংজ্ঞা ফিরিবে ও চক্ষু নামাইয়া
আড়-চোখে মিনার কাণ্ড
দেখিবে

ক্ষেমঙ্করী । এবার আর আমি ভাই কিছু ক'রব না ! তোরা নিজে থেকেই গলা জড়াজড়ি ক'রে রাধা-কৃষ্ণের মত দাঁড়া । আমি গলা জড়িয়ে দিলে, সে জোর ক'রে করা হবে । সদ্ভাবে, তোরা আপনি এ-ওকে ধরলি—এ না হ'লে আর দেখে সুখ কি ? মজা কি ?

মিনা । আপনার তা' দেখে কি সুখ হ'বে দিদিমা ? তার চেয়ে, উনি বরং আপনার গলা জড়িয়ে ধ'রে কৃষ্ণ সাজুন, আপনি হন শ্রীরাধা,—আমি দেখে চক্ষু সার্থক করি ।

ক্ষেমঙ্করী । আমার মত শ্রীরাধায়, নাতির আমার মন উঠ্‌বে কেন ? গলা ধরতে গিয়ে, শেষে বমি ক'রে ফেলবে যে ?

মিনা । আপনাকে রাধারূপে পেলে, ওঁর ভাগ্য মানা উচিত ।

ক্ষেমঙ্করী । কিরে সুবিনয়, কি বলিস্ ?

সুবিনয়। তা' বৈকি দিদিমা!

ক্ষেমঙ্করী। দেখছিস্ নাতবৌ? কুঁতিয়ে ব'লছে—"তা' বৈকি?" আহা, তা' বল্লি যখন, তখন দেখ্ না হয়।

বামে দাঁড়াইয়া, বাঁশী-ধরা ভঙ্গিতে সুবিনয়ের গলা ধরিয়া দাঁড়াইলেন; সুবিনয় হাসিয়া উঠিল

দেখছিস্ নাতবৌ? এ রাধায় ওর হাসি আস্ছে। নে ভাই, তুই দাঁড়া। বড় সাধ্ ক'রে, বঙ্কিম ঠাকুরপোর মেয়ে—মৃণ্ময়ীর সঙ্গে সুবিনয়ের সম্বন্ধ ক'রেছিলুম, এমনি যুগল-মিলন দেখ্ব ব'লে। আহা, সে আর আমার অদৃষ্টে হ'ল না। কিন্তু তার জন্য দুঃখ নেই ভাই, সত্যি বল্‌ছি। তোকে যখন দেখিনি, তখন মনে ক'রেছিলুম—কি জানি কাকে বিয়ে ক'রেছে। কিন্তু দেখে অবধি মনে হ'চ্ছে—ছোঁড়ার চোখ আছে। মৃণ্ময়ী—আহা, বাছা বেঁচে-বর্ত্তে, নিজের স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক,—সেও তোর বয়সে ঠিক তোরই মত দেখতে হ'ত। সত্যি কথা বলতে কি ভাই—না, তুই রাগ করবি; থাক্।

মিনা। রাগ করব কেন দিদিমা? আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন।

ক্ষেমঙ্করী। তা', সে তো সত্যি তোর আসন আর কেড়ে নিতে আস্ছে না। তবে মেয়েটী রূপে গুণে বড় ভাল ছিল, তাই তার গুণগান করতে কেমন আপনিই ইচ্ছে হচ্ছে।

মিনা। কি বলছিলেন বলুন না? দেখ্‌বেন, সত্যি আমি রাগ করব না—কিছুতেই না।

ক্ষেমঙ্করী। আহা, তুই বুঝিল্ মেয়ে, তা করবি কেন ভাই? বলছিলুম—যে তোকে দেখে অবধি, কি জানি কেন, আমার মৃণ্ময়ীকেই খালি খালি মনে পড়্ছে। মনে হচ্ছে—তুই যেন তুই নয়, যেন সেই মৃণ্ময়ীই। কেবল একটু যা' বড়। তা' মৃণ্ময়ীও এতদিনে বোধ হয় তোর মত বড়ই হ'য়েছে। আহা, তার বিয়ে হ'ল কি না—লজ্জায় খবরও নিতে পারি না। মনে হচ্ছে—সেই মৃণ্ময়ীই যেন আমার নাতবৌ হয়ে এসেছে। দেখ্তেও সে অনেকটা তোরই মত, তাই ভাই তোদের যুগল-মিলন দেখবার জন্যে আমার আগ্রহ এত বেশী। তোকে মিনা ব'লে ভাবতে পারলে হয়তো এত জেদ ক'রতুম না। তোকে দেখে অবধি আমার কেবলই, কে জানে কেন, মনে হচ্ছে—তুই-ই যেন সেই মৃণ্ময়ী। রাগ করলি না তো ভাই নাত্‌বৌ?

মিনা। রাগ ক'র্ব কেন দিদিমা? এতে রাগ করবার কি আছে? এখন থেকে আমাকে মৃণ্ময়ীই মনে ক'রবেন দিদিমা! মিনা কি নাত্‌বৌ ব'লে—মৃণ্ময়ী বলেই আমাকে ডাক্‌বেন। তাতেই আমি সাড়া দেব। নিজেকে মৃণ্ময়ী ভেবেই সুখী হ'ব।

ক্ষেমঙ্করী। আহা, বেঁচে থাক্ ভাই। শোকাতাপা বুড়ীর ওপর বড় দয়া দেখালি।

মিনা। (পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া) ওকি কথা দিদিমা? দয়া কি!

ক্ষেমঙ্করী। মৃণ্ময়ীকে এত পছন্দ হ'য়েছিল ব'লেই তো ছোঁড়ার ওপর এত রেগেছিলুম। তারও বাপের নাম বঙ্কিম; সেও

উকীল। শুধু তুই, যদি আমার উকীল—বঙ্কিম ঠাকুরপোর মেয়ে হ'তে পারতিস্, তবে আমার আর আনন্দের সীমা থাক্‌তো না। তাঁর কাছে আমার লজ্জার সীমা নাই। মুখ দেখাবার পথ নাই।

মিনা। আমার বাপের নামও তো বঙ্কিম। আপনার উকীল ঠাকুরপোর দেখা পেলে, আমি তাঁকে বাবা ব'লেই ডাক্‌ব; বাপের মতনই সেবা-যত্ন করব। দেখবেন আপনি—এমন ক'রে নেব, যে তিনিও আমাকে আপন মেয়ে ভিন্ন ভাবতে পারবেন না। আপনার পা ছুঁয়ে বলছি দিদিমা, তাঁর কাছে আপনার এ লজ্জা আমি কাটিয়ে দেবই দেব।

ক্ষেমঙ্করী। (মিনাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া) আমার নাত্‌বৌ, আমার মৃণ্ময়ী, আমার ঘরের লক্ষ্মী! কি ব'লে তোকে আশীর্ব্বাদ ক'রব ভাই? স্বপ্নেও কি ভেবেছিলুম, যে এমন লক্ষ্মী মেয়ে সুবিনয় আমার বিয়ে ক'রেছে! শেষ বয়সে তুই যে এই সব-খাগীকে এত সুখী ক'রবি, তা' কি কখন জানতুম! আহা! আজ যদি সুবিনয়ের মা, আর রাজা-বুড়ো বেঁচে থাকতো, তারা হয়তো আনন্দে মরেই যেত। আমি আবাগী,—আমার মরণ নেই।

চক্ষে অঞ্চল প্রদান

মিনা। (জনান্তিকে সুবিনয়কে) আপনার ওপর আমার এমন রাগ হচ্ছে! এই বুড়ীকে আপনি এত বছর ধ'রে কাঁদিয়েছেন!

সুবিনয়। আমার তো সব কথাই আপনি শুনেছেন, তবে আর কেন? কিন্তু এ মৃণ্ময়ী—আপদ কোত্থেকে এসে আপনাদের দু'জনের মাঝে জুটল?

মিনা। আমি শুনলুম—সেই মৃণ্ময়ীর এখনও বিয়ে হয় নি। বলুন—আপনি মৃণ্ময়ীকে বিয়ে ক'রবেন কি না?

সুবিনয়। অনুগ্রহ ক'রে অমন মর্ম্মান্তিক তামাসা ক'রবেন না!

মিনা। তামাসা আমি মোটেই ক'রছি না। দেখ্‌ছেন তো —দিদিমা মৃণ্ময়ীকে কত ব্যাকুল ভাবে চান্? তাঁর বিষয় নিয়ে চিরজীবন সুখে থাক্‌বেন, আর তাঁর সুখের জন্য মৃণ্ময়ীকে বিয়ে করতে পারবেন না?

সুবিনয়। দিদিমার বিষয় আর আমি চাই না। আপনি শুদ্ধ 'মৃণ্ময়ী মৃণ্ময়ী' করতে আরম্ভ ক'র্‌লেন?

ক্ষেমঙ্করী। কই ভাই মৃণ্ময়ি, আমার সাধটা মিটিয়ে দে?

মিনা। (জনান্তিকে সুবিনয়কে) আসুন এদিকে, এই খাটে বসুন।

সুবিনয়। আমি!

আশ্চর্য্য হইয়া মুখপানে চাহিল

মিনা। (জনান্তিকে) না, ওপাড়ার শ্যামকে ব'ল্‌ছি। (হুকুমের স্বরে) খাটে এসে বসুন ব'লছি।

সুবিনয় অতিশয় সঙ্কোচে খাটের এক কোণে বসিল। মিনা যেমন পাশে
বসিতে যাইবে, অমনি উঠিয়া দাঁড়াইল। মিনা অমনি তাহার জামা
ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া দিল এবং বাহু এমন ভাবে সুবিনয়ের
কাঁধের উপর দিয়া চালাইল যে সুবিনয়ের গায়ে বাহু
ঠেকিল না, কিন্তু স্বল্পদৃষ্টি ক্ষেমঙ্করী ভাবিল—
মিনা সুবিনয়ের গলা জড়াইয়া
ধরিয়াছে

ক্ষেমঙ্করী। এই দেখ দেখি, মৃণ্ময়ী কেমন সেয়ানা। তুই যেন জবুথবু। তুইও অম্‌নি ক'রে গলা ধর না?

মিনা। (জনান্তিকে) আমার মত আল্‌গোছে ধরুন না?

সুবিনয় সসঙ্কোচে ঐরূপ আল্‌গোছে মিনার গলা জড়াইয়া
ধরার অভিনয় করিল

ক্ষেমঙ্করী। এইবার মৃণ্ময়ি, একটী চুমু খা' ভাই, আমি দেখে চ'লে যাই।

মিনা মুখ বাড়াইবামাত্র সুবিনয় উঠিয়া পড়িতে যাইবে, এবং মিনা
পূর্ব্ববৎ জামা টানিয়া বসাইবে ও মুখের অতি নিকটে
মুখ লইয়া গিয়া, স্পর্শ না করিয়া চুম্বনের
শব্দ করিবে

এইবার সুবিনয়ের একটী।

সুবিনয়ের ভীত ভাবে সরিয়া যাইবার চেষ্টা

মিনা। (জামা ধরিয়া বসাইয়া জনান্তিকে) মুখটা আমার মুখের দিকে এগিয়ে এনে অমনি শব্দ করুন না? যেমন আল্‌গোছে গলা ধর্‌লেন তেমনি আল্‌গোছে ইয়ে খান না?

সুবিনয়। আমি!

মিনা। (ভেঙ্গাইয়া) "আমি"! নয়তো কে? দিদিমার নাতির বদলে, আর কাউকে ডেকে ঐ সব খাওয়ালে কি দিদিমা সুখী হবেন, মনে করেন নাকি? আপনি হবেন বটে। শীগ্‌গির অমনি অভিনয় করুন, নইলে ধরা প'ড়বেন যে?

ভয়ে ভয়ে মুখ আগাইয়া আনিয়া সুবিনয়ের চুম্বনের অভিনয়

ক্ষেমঙ্করী। বড় আনন্দ হ'ল ভাই। আজ আমার জীবন সার্থক ক'রলি। এইবার তোরা শো, আমি যাই।

মিনা। একা যাবেন কি ক'রে দিদিমা? আমি রেখে দিয়ে আসি।

ক্ষেমঙ্করী। না ভাই, আলো জ্বালা আছে, আর পথও সড়গড় আছে—রেখে দিয়ে আসবার দরকার নেই। তা ছাড়া, বামী ঝিকে ডেকে নেব এখন। তোরা শো, দোরে খিল দে।

প্রস্থান এবং ক্ষেমঙ্করীর প্রস্থানমাত্র সুবিনয় খাট হইতে উঠিয়া দ্রুত প্রস্থানোদ্যোগ করিবে

মিনা। কোথায় চল্লেন?

সুবিনয়। আপনি এইবার বিশ্রাম করুন, আমি দরজার বাইরে গিয়ে বসি।

মিনা। স্বচক্ষেই তো দেখ্‌লেন, আপনার ভালোর জন্যে, যা' ক'রবার নয়, তাই ক'রলুম। তার জন্যে একটা শুষ্ক ধন্যবাদও দিয়ে যাবেন না ?

সুবিনয়। (অপদস্থ ভাবে) কি আর ব'লব আপনাকে—

মীনা।—এত ঘৃণা যে কিছু ব'লতেও চান না ! যা'র জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।

সুবিনয়। দেখুন দেখি,—দেখুন দেখি, আমি কি তাই বল্লুম ?

মিনা। আচ্ছা, আপনি তো দিদিমার বিষয় পাবেন, রাজা হ'বেন, মৃণ্ময়ীকে রাণী ক'রে সুখী হ'বেন। কিন্তু আমার—

সুবিনয়। (অধৈর্য্যভাবে)—অনুগ্রহ ক'রে মৃণ্ময়ীর নাম আমার কাছে ক'রবেন না। আর যা' ব'লবেন বলুন।

মিনা। কেন, সে বেচারীর অপরাধটা কি ?

সুবিনয়। না, অপরাধ আবার কি। তিনি বিবাহিতাই হ'ন আর অবিবাহিতাই হন, তাঁর বিষয় আমার আলোচনা না করাই উচিত।

মিনা। কেন ? এতদিনে সে তো আর ছোটটী নেই, নাকে নোলক-পোঁটা, আর কাণে মাকড়ী-পুঁজও নেই। ও, কুৎসিত, তাই ? (সুবিনয় বিরক্ত ভাবে নীরব) মৃণ্ময়ী নয় তো কুৎসিত, আর আপনি নিজেকে কি কন্দর্প-কান্তি ঠাওরান্ না কি ?

সুবিনয়। আজ্ঞে না, তা' কেন? একেবারেই না; একেবারেই না। (স্বগতঃ) একে অশ্রদ্ধা তার ওপর আমার চেহারা সম্বন্ধেও এমনি মন্দ ধারণা! আমার কোন আশাই নেই।

মিনা। মনে মনে মৃণ্ময়ীকে গালাগাল দিচ্ছেন না কি? কিন্তু দিদিমার মৃণ্ময়ীর ওপরে কত টান—দেখলেন তো? আমাকেই মৃণ্ময়ী না ভেবে থাকতে পারছেন না। এ মৃণ্ময়ীকে আপনাকে বিয়ে ক'রতেই হ'বে।

সুবিনয়। (বিরক্ত ভাবে, মিনার বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া) আমি ক'রব না, আমার খুসী।

মিনা। (রাগের অভিনয় করিয়া) বাঃ, খুসী বল্লেই হ'ল অমনি? দিদিমার বিষয়টা মিষ্টি লাগ্‌ছে, আর দিদিমার মৃণ্ময়ীটাই হ'ল তেঁতো?

সুবিনয়। (রাগিয়া) আমি চাইনা, চাইনা, চাইনা দিদিমার বিষয়। আমি বল্‌ছি এখনি তাঁকে গিয়ে—যে সব মিছে, আমি বিয়ে করিনি, মেয়ে হয়নি—

মিনা।—অতএব মৃণ্ময়ীর সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক করতে পার।

সুবিনয়। (রাগিয়া চীৎকার করিয়া) আমি বারবার আপনাকে ব'লছি—

হঠাৎ মিনার প্রতি রূঢ় ব্যবহার হইতেছে স্মরণ হওয়ায়
অতি কোমল স্বরে

অ—অ—অনুগ্রহ ক'রে ও বিষয় আলোচনা করবেন না।

মিনা। (সহাস্যে ও সভ্রূভঙ্গে) বেশ তো বীর পুরুষের মত

রাগ হচ্ছিল, হঠাৎ সেতারের চড়া তার ঢিলে ক'রে দিলে কে? আমি তো ভাব্‌ছিলুম—একা ঘরে পেয়ে মেরেই ব'সবেন হয়তো।

সুবিনয়। (হাঁটু গাড়িয়া করযোড়ে) ভয়ঙ্কর অন্যায় হ'য়েছে। মাপ করুন, দয়া ক'রে মাপ করুন।

মিনা। ও আবার কি? একা ঘরে পেয়ে "দেহি পদপল্লব মুদারং" হচ্ছে নাকি?

সুবিনয়। (তড়াক করিয়া উঠিয়া থতমত ভাবে) আজ্ঞে না; তা মনে ক'রলেন কেন? তা মনে ক'রলেন কেন?

মিনা। "দেহি পদপল্লব" তো অমনি হাঁটু গেড়েই করে শুনতে পাই। বেশ যা'হ'ক! একা পেয়ে খুব অপমানটাই করলেন! এই মারতে বাকী, আর এই একেবারে পায়ের তলায়! ঐ দু'টো অবস্থাতেই কেউ দেখলে, কি ভাবে বলুন তো?

সুবিনয়। (উর্দ্ধে চাহিয়া অশ্রুরোধের চেষ্টা করিতে করিতে নীরস স্বরে) অপমান! আপনাকে অপমান! বড় দোষ হ'য়ে গেছে; এবারকার মত মাপ ক'রতে পারেননা কি?

রুমাল দিয়া চোখ মুছিল

মিনা। পারি, যদি আমার একটা কথা রাখেন।

সুবিনয়। (আগ্রহে) কি বলুন? দয়া ক'রে বলুন? আপনার কথা রাখব—এ আর বেশী কথা কি; যা ব'লবেন—অনুগ্রহ করে বলুন? আমার প্রাণ পর্য্যন্ত—

মিনা।—থাক্, থাক্, প্রাণ পর্য্যন্ত দেবার দরকার নেই।

আপনার ঐ প্রাণ নিয়ে আমার কি হ'বে? (সুবিনয়ের দীর্ঘশ্বাস) তার চেয়ে ঢের সোজা—

সুবিনয়।—সোজা হ'ক, কঠিন হ'ক, আপনি বলুন।

মিনা। ব'লে কেন অপমানিত হ'ব? আপনি আমার কথা রাখবেন তবেই হয়েছে।

সুবিনয়। (ব্যাকুলভাবে) ব'লেই দেখুন, অনুগ্রহ ক'রে?

মিনা। যদি না রাখেন?

সুবিনয়। যদি না রাখি, তখন বলবেন—হাঁ।

মিনা। তখন শুধু একটি-'হাঁ' বলে আমার কি লাভ হ'বে? কিন্তু আমি আপনার জন্যে যা' ক'রবার নয় তা ক'রেছি। আমার অবস্থাটা আপনার জন্যে কি দাঁড়িয়েছে, একবার ভেবে দেখছেন কি?

সুবিনয়। (বিস্ময়ে) কি দাঁড়িয়েছে?

মিনা। এও আপনাকে ব'লে দিতে হবে? বেশ, লজ্জার মাথা খেয়ে আমিই ব'লছি। আপনার স্ত্রী পরিচয়ে, একঘরে সারারাত্রি বাস করার পর—উঃ উঃ—

যেন কাঁদিবার জন্য চক্ষে রুমাল চাপা দিবে কিন্তু রুমালের ফাঁক দিয়া, কি করিতেছে দেখিবে এবং তাহার হতভম্ব ভাব দেখিয়া হাসিবে

সুবিনয়। (হতভম্ব ভাবে)—বাস করার পর?

মিনা। বেশ, বেশ, আপনাকে বিশ্বাস করে, আপনার

উপকারের জন্যে যেমন আহ্লাদ করে এসেছিলুম, তার উচিত প্রতিফল দিলেন।

সুবিনয়। কিন্তু স্মরণ ক'রে দেখুন, আমি এ-ঘরে আস্‌তে চাইনি।

মিনা। নাঃ, আস্‌তে চাননি! আমি আপনাকে ডেকে এনেছিলুম! (সুবিনয় নীরব। ধমকাইয়া) উত্তর দেন না যে বড় ?

সুবিনয়। (হতভম্ব হইয়া গিয়া) না—না—তা—না—তা—না—

মিনা। ও রাগরাগিণীর আলাপ শোনবার আমার সখ নেই; আমার মাথায় আগুন জ্ব'লছে। বুঝতে পারছি—আপনি মুখে না বল্লেও, মনে মনে ঘুষ্‌ছেন, যে তুমিই তো সত্যি ডেকে এনেছিলে। বেশ, তাই যেন হ'ল। আপনার উপকার ভেবে আমিই ডেকে এনেছিলুম, অত ভালমন্দ বুঝতে পারিনি। কিন্তু আপনি এলেন কেন? এখন আমার এই অবস্থার জন্যে দায়ী কে ?

সুবিনয়। দায়ী আমি।

মিনা। তারপর ?

সুবিনয়। তারপর! কিন্তু আমি কি ক'রতে পারি ?

মিনা। (স্বগতঃ) এত ক'রেও তবু ব'লবে না, যে আমি তোমাকে বিয়ে ক'রছি। (প্রকাশ্যে) আপনি কিছু করতে পারেননা, তা' জানলুম। কিন্তু একটা কাজ ক'রলে আমার এ বিপদ সহজেই কেটে যায়।

সুবিনয়। (আগ্রহে) কি বলুন ? আমি প্রাণ দিয়েও—

মিনা।—থাক, আর প্রাণ দিয়ে কাজ নেই বার বার। কিন্তু ব'লে কি হ'বে ? বিপদ তো আপনার নয় ; বিপদ যে আমার। সে কাজ কি আর আপনি ক'রবেন ?

সুবিনয়। বলেই দেখুন অনুগ্রহ ক'রে ?

মিনা। যদি না করেন তবে আবার একবার ব'লব "হুঁ"— না কি ?

সুবিনয়। আমার ওপর বিরূপ হ'য়েছেন ব'লে আমার কোন কথা আপনার বিশ্বাস হ'চ্ছেনা। কিন্তু অনুগ্রহ করে বলে দেখুন ?

মিনা। আচ্ছা, যখন এত ক'রে বলছেন তখন ব'লছি। বিশেষতঃ, বিপদ কাটাবার একমাত্র পথ যখন ঐ।

সুবিনয়। (সুবিনয় প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া অতিশয় আগ্রহে) বলুন ?

মিনা। মৃণ্ময়ীকে বিয়ে ক'রলে আমার বিপদ কাটে।

সুবিনয়। কি ক'রে ?

মিনা। আবার কৈফিয়ৎ দিতে হ'বে ? আমাকে কৈফিয়ৎ তলব করবার অধিকার আপনার কি ? আপনি আমার কে, যে কৈফিয়ৎ চাচ্ছেন ?

সুবিনয়। (অতি বিমর্ষভাবে) আমার আর অধিকার কি ! আপনি অনুগ্রহ ক'রে বন্ধুর মত দেখ্‌তেন—

মিনা।—এখন কি ভেবে কৈফিয়ৎ দিতে বলেন ? (সুবিনয়

নীরব) বলুন ? কৈফিয়ৎ নয়তো দিচ্ছি ; কিন্তু আপনাকে আমার কি ভেবে কৈফিয়ৎ দেব ?

সুবিনয়। অনুগত—ব—ব—

মিনা। বন্ধু ?

মিনা "বন্ধু" কথাটা এমন ভাবে উচ্চারণ করিবে, যাহাতে বোঝায় এত নিম্ন স্থান তাহার নহে কিন্তু সুবিনয় ভাবিবে—মিনা অত উচ্চস্থান তাহাকে দিতে চায় না

সুবিনয় ভয়ে থতমত খাইয়া তাড়াতাড়ি বলিবে

সুবিনয়। ভৃ—ভৃত্য ভেবে।

মিনা। (মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া) বেশ, ভৃত্য ভেবেই বলছি। মৃণ্ময়ীকে যদি আপনি বিয়ে করেন তবে মৃণ্ময়ীকে আমি বলতে পারি, যে ভাই, আমার জন্যেই তুমি রাজপুত্র ও রাজত্ব পেয়েছ—

সুবিনয়কে অন্যমনস্ক দেখিয়া থামিয়া গেল

(স্বগতঃ) আহাহা, বেচারী ! বন্ধু বলবার সাহসটুকুও চলে গেছে। (অন্যমনস্ক দেখিয়া) শুনছেন ? মৃণ্ময়ীকে ব'লতে পারব—অতএব সেই কৃতজ্ঞতায় তোমাকে লোকের কাছে স্বীকার ক'রতে হ'বে, যে ঘরে তুমি ছিলে, আমি ছিলুম না। যে ঘরে ছিল, সে যদি স্ত্রী হয় তবে তো আর দোষের কিছু থাকে না। কি বলেন ?

সুবিনয়। (অর্দ্ধ অন্যমনস্কভাবে) তা হ'তে পারে।

মিনা। (স্বগতঃ) তবু ব'লবে না, যে তুমিই স্ত্রী হও না কেন ?

সুবিনয়। কিন্তু আর কি কোন উপায় নেই ?

মিনা। আমি আগেই তা ভেবেছি। যেই শুনেছেন যে মৃণ্ময়ীকে বিয়ে ক'রলেই আমার বিপদ কেটে যায়, অমনি সুর ধরেছেন—"আর কি কোন উপায় নেই" ? ভাল লোকের উপকার ক'রতে তার সঙ্গে এসে ছিলুম যা হ'ক্! আচ্ছা, আপনার মতলব কি বলুন তো ? আপনার সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে, আমার কলঙ্ক রটিয়ে, আপনার কিছু লাভ আছে ব'লতে পারেন ?

সুবিনয়। (স্বগতঃ) তা হলেও মন্দ হ'ত না ! যেমন ক'রে হ'ক আমার মিনাকে তো পেতুম। লাভ হ'ত বৈকি ? (প্রকাশ্যে) না, তাতে আর লাভ কি ?

মিনা। (স্বগতঃ) তবু ব'লবেনা যে লাভ আছে। তোমাকেই স্ত্রীরূপে লাভ। (প্রকাশ্যে) তবে ? কি ক'রবেন এখন ?

সুবিনয়। (সনিশ্বাসে) মৃণ্ময়ীকেই বিয়ে ক'রব।

মিনা। এই স্থির ? দেখুন ? আবার মত পাল্টে আমাকে বিপদে ফেলবেন না তো ?

সুবিনয়। আজ্ঞে না।

মিনা। প্রতিজ্ঞা ক'রছেন ?

সুবিনয়। আপনার কাছে বলছি, তাছাড়া বড় প্রতিজ্ঞা আর কি আছে ?

মিনা। তাই নাকি ? আমি কি আপনার গুরু নাকি, যে আমার কাছে যা' ব'লবেন তার আর নড়চড় হ'তে পারে না ?

সুবিনয়। (স্বগতঃ) গুরু নয়, গুরুর বাড়া। (প্রকাশ্যে) আপনি বিশ্রাম করুন, রাত্রি অনেক হ'য়েছে, আমি যাই।

মিনা। কোথায়? ক'লকাতা, না দিদিমার কাছে?

সুবিনয়। দিদিমাকে গিয়ে বলি, যে তাঁর মৃণ্ময়ী কোথায় আছে নিয়ে আসুন, বিয়ে ক'রব।

মিনা। এই রাত্রে? ঘুম থেকে তুলে? তিনি আপনার মাথা খারাপ ভাববেন নিশ্চয়। তিনি আমাকেই আপনার স্ত্রী বলে জানেন, এমন সময় বিয়ে করবার জন্যে মৃণ্ময়ীকে আন্‌তে বল্লে, ব্যাপারটা বড় সুবিধের হবে না। আমরা পালাবার আগে এ সব কথা প্রকাশ করে কি আমাদের শুদ্ধ মার খাওয়াবেন, না জেল দেবেন? বলি, আপনার মতলবটা কি?

সুবিনয়। (বিমর্ষভাবে) তা হ'লে আপনাদিগে' সকালে কলকাতা পৌছে দিয়ে এসে, তারপর বল্‌ব।

প্রস্থানোদ্যোগ

মিনা। কোথায় চল্লেন?

সুবিনয়। দিদিমার কাছে নয়; ঘরের বাইরে বসি গিয়ে, আপনি বিশ্রাম করুন।

পুনঃ প্রস্থানোদ্যোগ

মিনা। এটা কি মাস?

সুবিনয়। (দাঁড়াইয়া) পৌষ বোধ হয়।

মিনা। তাই বুঝি দুপুর রাত্রে, ফুরফুরে হাওয়ায়, চাঁদের আলোয় ব'সে মৃণ্ময়ীর কথা ভাব্‌তে যাচ্ছেন? বলি, আপনার

আক্কেলটা কি? এই ঠাণ্ডায়, বাইরে কাটা'লে কি রক্ষে আছে?

সুবিনয়। গরম জামা আছে। আর, একটা র‍্যাপার-ট্যাপার নিয়ে যাই নয়তো।

মিনা। মৃণ্ময়ীতো দোর গোড়ায় আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে নেই, যে আপনি যাবা মাত্র, নল-দময়ন্তি হ'য়ে আপনার র‍্যাপারের অর্দ্ধাংশ দখল ক'রবে?

মৃণ্ময়ীর নাম উচ্চারিত হইবামাত্র সুবিনয়ের মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিবে

বেশ, বেশ, তা যান। আমার সঙ্গ যখন এত বিষ বোধ হ'চ্ছে তখন মৃণ্ময়ীর কাছেই যান—

সুবিনয় ব্যথাতুর নেত্রে বারেক মিনার প্রতি চাহিয়া, কোন উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে থাকিবে

—ওঃ বাবা! ওকি চাউনি?

সুবিনয়। আপনি যে এত নিষ্ঠুর হ'তে পারেন, আগে তো তা মনে হ'ত না।

মিনা। মৃণ্ময়ীকে পাবার কথা হ'বার পর থেকে, আমাকে খুব নিষ্ঠুর মনে হ'চ্ছে বুঝি? বেশ, তা' হওয়া স্বাভাবিক। তা', যত নিষ্ঠুরই আমি হই, মানুষ মারা আমার ব্যবসা নয়। এই হিসে, বাইরে আপনাকে কাটাতে দিতে পারি না।

সুবিনয়। একঘরে থাকলে যে আরও—

মিনা।—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। এতক্ষণ—প্রায় সারারাত্রি দুজনে একঘরে থাকায় যে দুর্নাম হ'বে, আর কিছুক্ষণ থাক্‌লে তার চেয়ে বিশেষ বেশী আর কি হ'বে? আপনি এই খাটে, যে টুকু রাত আছে, ঘুমিয়ে নিন; আমি ঐ দোরগোড়ায় ব'সছি।

সুবিনয়। (নিজে তাড়াতাড়ি দোরগোড়ায় বসিয়া) তা কি হয়? আপনি শুয়ে পড়ুন।

মিনা। তা' সে কথাও মন্দ নয়। বিপদের ভাবনায় আমার শরীর অবসন্ন; আপনার তো মৃণ্ময়ীকে পাবার স্ফূর্ত্তিতে মন চাঙ্গা হ'য়ে গেছে। অতএব আমিই শুয়ে পড়লুম।

লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন করিল কিন্তু লেপ ফাঁক করিয়া সুবিনয়কে
দেখিতে লাগিল। সুবিনয় একবারও এদিকে
চাহিল না; ক্লান্তভাবে হাঁটুর উপর
মাথা রাখিয়া বসিল

মশায়, শুনছেন? ঘুমুচ্ছেন নাকি?

সুবিনয়। (হাঁটু হইতে মাথা না তুলিয়া) আজ্ঞে না। কি ব'লছেন, বলুন।

হাঁটুতেই চোখ ঘসিয়া চোখ মুছিয়া লইল

মিনা। গলা ভার যে? তবে কাঁদছেন নাকি?

সুবিনয়। (ঢাকিবার চেষ্টায় হাসিয়া) হুঁঃ, কাঁদব কেন?

মিনা। তবে মাথা তুলুন না ?

সুবিনয়। (তদবস্থায় থাকিয়া ম্লান কণ্ঠে) কি ব'লছেন ?

মিনা। একা শুতে ভয় ক'রছে যে।

সুবিনয়। আপনার ভয় ! আর, আমি তো ঘরেই রয়েছি।

মুখ তুলিল

মিনা। ঘরে থাকলে কি হ'বে ? খাটে তো নেই। নতুন জায়গা, খাটে একা থাকতে ভয় ক'রছে যে।

সুবিনয়। তা, আমাকে কি ক'রতে অনুমতি করেন ?

মিনা। আর তো বেশী রাত নেই, আসুন না, দুজনে খাটে বসে, গল্প করে রাতটুকু কাটিয়ে দিই।

সুবিনয়। (বিস্মিতভাবে) আমি খাটে ব'সব !

মিনা। হাঁ, দোষ কি ? দিদিমার সামনে তো বসে ছিলেন। আর, দোষ—ওখানে থাকলেও যা, খাটে ব'স্লেও তা। তবে শুধু শুধু, ভয়ে আর হার্ট ফেল ক'রে মরি কেন ?

সুবিনয়। ভয় ক'রছে বলছেন যখন, তখন যাচ্ছি। (উঠিল) কিন্তু আপনার ও হার্ট, ফেল ক'রবার নয়।

মিনা। এমনি কঠিন ?

সুবিনয়। হাঁ।

খাটের একধারে সন্তর্পণে বসিল। খাটের রেলিংএ হাতের মধ্যে
মাথা গুঁজিল। মিনা চট্ করিয়া মাটীতে পায়ের গোড়ায়
বসিয়া, পায়ে হাত দিল। স্পর্শে সুবিনয় লাফাইয়া
উঠিয়া ব্যস্তভাবে

ওকি, ওকি করছেন ?

ব্যস্তভাবে পা সরাইতে গিয়া মিনার গায়ে পা ঠেকিয়া গেল

এ-হে-হে সরি (sorry)। ও-কি ক'রছেন ?

মিনা। কিছুই করিনি। সারারাত জেগে কাটাচ্ছেন, পা নিশ্চয়ই কামড়াচ্ছে; তাই একটু পা টিপে দিতে গেছলুম। তা', পায়েও স্থান দিচ্ছেন না ? লাথি মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছেন ?

সুবিনয়। (আঁৎকাইয়া উঠিয়া) লাথি! দোহাই আপনার, দৈবাৎ লেগে গেছে। একবারটী অন্ততঃ আমাকে বিশ্বাস করুন। পা সরাতে গিয়ে দৈবাৎ লেগে গেছে। ইচ্ছে ক'রে আমি আপনাকে লাথি মারব—এমন ব্রুট (brute) আপনি মনে করেন আমাকে—

বলিতে বলিতে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল ও চোখে রুমাল
চাপা দিয়া, ধপ্ করিয়া পুনঃ খাটে বসিয়া পড়িল

মিনা। ছিঃ ছিঃ, ওকি ? মেয়ে মানুষের মত কাঁদছেন কেন ?

সুবিনয়। (তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া) কৈ, কাঁদিনি তো।

মিনা। (হাসিয়া) "হাতে থৈ মুখে থৈ, তবু বলে কই কই" !—আপনি যে তাই ক'রছেন। আচ্ছা, আচ্ছা, লাথি ইচ্ছে ক'রে

মারেন নি, তা' বিশ্বাস ক'রছি। কিন্তু পায়ের তলায় স্থান চাইলুম, পায়ে তো স্থান দিলেন না।

সুবিনয়। কি যে বলেন আপনি, বুঝতে পারি না। বেকুব আমি, আমাকে স্পষ্ট ক'রে বলুন। পায়ে স্থান দেওয়ার কথা কি ব'লছেন, বুকে—

হঠাৎ দাঁতে জিভ কাটিয়া থামিয়া গেল

মিনা। (উৎসাহিত করিবার ভাবে)—থামলেন কেন? কি ব'লছিলেন, শেষ করুন না?

সুবিনয়। না, না, মাপ করবেন, অজান্তে, কি বলতে মুখ থেকে কি বেরিয়ে গেছে। মাপ ক'রবেন।

মিনা। কি বল্লেন, আমি তো শুনতে পাইনি। আর একবার বলুন না—শুনি? শুনলে, তবে তো মাপ ক'রব, কি না ক'রব, বলতে পারব।

সুবিনয়। না শুনেছেন, সে ভালই। সে কথা আপনার শোনবার যোগ্য নয়।

খাটের রেলিংএ হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া বসিল

মিনা। (স্বগতঃ) বলেও বলতে পারলে না। আহা, বেচারী! সত্যি আমি অতি নিষ্ঠুর! সারারাত বেচারীকে কাঁদালুম, এখনও মনে হচ্ছে,—আমার জন্য ওঁর ঐ গোপন আকর্ষণ, ঐ কান্না, আমার বিপদ কাটাবার জন্য মৃণ্ময়ীকে বিয়ে করতে চাওয়া, আমার জন্য ঐ ত্যাগ-স্বীকার—বারবার দেখি, বারবার শুনি, বারবার অনুভব

করি আর কি ভদ্র! যে রকম অভিসারিকার ভাবে রাতটা কাটালুম, যতটা প্রশ্রয় দিলুম, অন্য লোক হলে ঠিক থাকতে পারতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু, কে সে বিচক্ষণ মনস্তাত্ত্বিক, যে বলেছিল—"স্ত্রীলোকের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না?" কিছুতে তো নিজে থেকে শেষ কথাটা খুলে বলতে পারছি না। ওঁর মুখ থেকে প্রস্তাব পাবার পথ, ভড়কে দিয়ে নিজেই বন্ধ করেছি। দেখি আরও কিছুক্ষণ; শেষে অগত্যা আমাকেই গায়ে পড়ে প্রস্তাব ক'রতে হ'বে হয়তো।

পুনঃ পদতলে বসিয়া

পায়ে স্থান দেবেন কি?

সুবিনয়। (পা সরাইয়া) এই, এই, ওকি করছেন আবার? দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি, আমি আপনার ভাব বুঝে উঠতে পারছি না। এত নিষ্ঠুরতার মধ্যেও এক একবার মনে হচ্ছে, বুঝিবা—(থামিয়া গেল)

মিনা।—বুঝিবা? বলুন না কি বলতে চান?

সুবিনয়। (কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করার পর) পায়ে স্থান দেওয়ার মানে কি?

মিনা। ওর মধ্যে কোন্ কথাটার মানে জানেন না বলুন? বলে দিচ্ছি; নয়তো অভিধান এনে দিচ্ছি।

সুবিনয়। মানে ওর সব কথাগুলোরই জানি। কিন্তু কথার ঠিক ঠিক মানে ছাড়াও, সমস্ত কথাটা জড়িয়ে, একটা আলাদা

মানেও কখন কখন হয়। পায়ে স্থান দেওয়ার ঠিক ঠিক মানে করলে—তা তো অসম্ভব। কারণ, আমার এইটুকু পায়ের মধ্যে আপনার শোবার, কি বসবার—কিছুরই স্থান হবে না। খুলে বলুন অনুগ্রহ করে!

মিনা। ওর মানে—আমি—আমি—

যাহা মুখে আসিয়াছিল তাহা লজ্জায় বাধিয়া
যাওয়ায় না বলিয়া বলিল

—আমি আপনার একটু পা টিপে দিতে চাই।

সুবিনয়। (সাশ্চর্য্যে) হঠাৎ একি খেয়াল হ'ল?

মিনা। কি জানি কেন, আমার বড্ড ইচ্ছে ক'রছে। পা দুটো দেবেন না একবার? এত ভয় কি? দেখবেন—আপনার পা দুটো কোমর থেকে খসিয়ে নিয়ে আমি বাড়ী চলে যাব না, আপনার পা আপনারই থাকবে। এতেই যদি আমার একটু আনন্দ হয়, আপনার আপত্তি কি?

সুবিনয়। না না, অন্য আপত্তি আর কি? তবে আপনার কোলে পা দেব—

মিনা।—দিলেই বা। আমি তো আর গুরু ঠাকুর নই।

সুবিনয়। না না, তা নয়, কিন্তু আমার মত একটা লোকের পা টিপবেন আপনি, এ যে—

মিনা।—কেন, আপনি লোকটা কার চেয়ে কম কিসে?

সুবিনয়। (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আমার যদি কোন গুণ থাকতো তাহ'লে কি এমন হয়?

মিনা। (ভেঙ্গাইয়া দীর্ঘশ্বাস সহকারে) কি হ'য়েছে যে এমন হয়?

সুবিনয় ব্যথাতুর দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল। মিনা পা চাপিয়া ধরিয়া

যাক্, পা-টা দিন।

সুবিনয়। বারবার আদেশ করছেন যখন—

পা দিতে উদ্যত হইয়া থামিয়া

—কিন্তু শেষে আবার ভাববেন না তো যে লাথি মারলুম?

মিনা। যদি সত্যি মারেন তবেই ভাব্‌ব; না মারলে ভাব্‌ব কেন? আমি কি এতই বোকা যে কোনটা লাথি মারা, আর কোনটা নয়, তা বুঝতে পারি না।

সুবিনয়। পারা তো উচিত; কিন্তু বোধ হয় ইচ্ছে করেই পারেন না।

মিনা। আপনি আমাকে দুষ্টু বলছেন?

সুবিনয়। ঐ দেখুন, দুষ্টু আবার কখন বল্লুম?

মিনা। ও কথার মানে কি হয়?

সুবিনয়। ঐ দেখুন। ঐ জন্যেই তো আপনার সঙ্গে কথা কইতে পর্য্যন্ত ভয় হচ্ছে। আপনি তো এমন ছিলেন না; আজ

রাত্রি থেকে কি হল আপনার? এত কথার ছল ধরছেন কেন বলুন তো?

মিনা। কৈফিয়ৎ চাচ্ছেন নাকি?

সুবিনয়। ঐ দেখুন। আমার চুপ করে থাকাই ভাল।

মিনা। তা থাকুন না চুপ করে বসে। কেবল আপনার পা দুটো আমার কোলে তুলে দিন।

সুবিনয়। তাতে কি হবে?

মিনা। আর কিছু না হয়, আমার সুখ হবে। দিদিমার পা টেপা দেখেন নি? কারও পা টিপ্‌লে আমার ভারী সুখ হয়। লোকের পা টিপ্‌তে আমি ভারি ভালবাসি।

পায়ে হাত দিয়া টানিল

সুবিনয় নমস্কার করিয়া সন্তর্পণে মিনার কোলে একটী পা দিবার জন্য তুলিল—নিজে দিতে পারিল না; মিনা টানিয়া লইল

সুবিনয়। তবে নিন। আমার কিন্তু অপরাধ নেবেন না, কিম্বা লাথি মারলুন ভাববেন না।

মিনা। (পা টিপিতে টিপিতে) বাবাঃ, একটু পা টিপবো, তা বাবুকে রাজী করতে কতক্ষণ লাগল—হাঁ। মৃণ্ময়ী হ'লে বোধ হয় এতক্ষণ কোন কালে তার কোলে পা—

সুবিনয় পা টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল ও মিনা জাপ্টাইয়া পা চাপিয়া ধরিল। সুবিনয় বাধ্য হইয়া স্থির ভাবে বসিল

—এ পা'টা আমার ; সরিয়ে নিতে দেব কেন ? মৃণ্ময়ীর ভাগের পায়ে তো আমি হাত দিইনি।

সুবিনয়। এ আবার কি ? পায়ের আবার ভাগাভাগি কি ? আমায় পাগল করবেন না। খুলে বলুন, কি বলতে চান্। আমার মন কেমন করছে ; আমার কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এত নিষ্ঠুরতার পরও মনে হচ্ছে—

মিনা। (উৎসাহ দিয়া)—কি মনে হচ্ছে বলুন না ? বলুন ?

সুবিনয়। না, কিছু না। কিন্তু দয়া করে আমার পা'টা ছেড়ে দিন।

মিনা। কেন ?

আরও জোরে পা চাপিয়া, পা চুম্বন করিল ও পায়ে
গাল রাখিয়া তৃপ্তিতে চক্ষু মুদিল

সুবিনয়। আমি সত্যি কথা বলতে পারি, যদি আমায় মাপ করেন।

মিনা। সত্যি কথাই তো চাচ্ছি। যদি ঠিক মনের কথা খুলে বলেন তবে নিশ্চয় মাপ করব।

সুবিনয়। আপনার স্পর্শ আমি সইতে পারছি না। আমি পাগল হয়ে গেছি ; শেষে কি বলতে কি বলে ফেলব। দয়া করুন, দয়া করুন, পা-টা ছেড়ে দিন। জোর করে সরিয়ে নিতে গেলে ; গায়ে পা লেগে যাবে। আপনি আবার ভাববেন—লাথি মারলুম।

মিনা আরও জোরে পা চাপিয়া ধরিয়া বারংবার
চুম্বন করিয়া

পায়ে যখন তুমি স্থান দিয়েছ, তখন আর তো ছাড়ব না।

সুবিনয়। (আগ্রহে ঝুঁকিয়া) কি বলছ তুমি? না, না, কি বলছেন আপনি, স্পষ্ট করে বলুন?

মিনা। বড় মিষ্টি লাগছিল আপনার ঐ 'তুমি' বলা; সংশোধন করে নিলেন কেন? আমি তো বয়সে ছোট, বল্লেনই বা তুমি।

সুবিনয়। আপনিও তো সংশোধন করে নিলেন?

মিনা। আপনি তো আর আমার চেয়ে বয়সে ছোট নন্।

সুবিনয়। ওঃ, বয়সে ছোটর জন্যে 'তুমি' বলতে বলছেন? বয়সে ছোট তো এতদিনও ছিলেন, কই আর কখনও তো তুমি বলতে বলেন নি? তবে আর একদিনের জন্যে বলে কি হবে?

মিনা। চিরদিন বলবেন, একদিন কেন?

সুবিনয়। শুধু শুধু এতদিন পরে 'তুমি' বলে আর লাভ কি?

মিনা। শুধু শুধু নয়তো, কি হ'লে 'তুমি' বলে লাভ হয় বলুন, তাই না হয় করছি।

সুবিনয়। যাক্, মাপ করবেন; মুখ ফস্কে "তুমি" বেরিয়ে গেছে। আমার মাথার ঠিক নেই; আমি বুঝতে পারিনি, যে বয়সে ছোটর জন্য আপনি 'তুমি' বলা চাচ্ছিলেন। আমার অন্যরকম মনে হয়েছিল।

মিনা। (কটাক্ষ হানিয়া) কি মনে হয়েছিল আবার?

সুবিনয়। সে বলবার নয়। আমি গরীব, নিগুর্ণ, সে গোপন কথা আমার মনেই রইল।

মিনা। দিদিমার বিষয় পাচ্ছেন, আবার গরীব কোথায়?

সুবিনয়। আর কি করব দিদিমার সম্পত্তি নিয়ে ?

মিনা। কেন, মৃণ্ময়ীকে সুখে রাখবেন ?

সুবিনয়। (বিরক্ত ভাবে) তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি ?

মিনা। সে কি ? একটু আগেই যে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, যে আমার বিপদ কাটাবার জন্যে তাকে বিয়ে করবেন—সে কি মিথ্যে ?

সুবিনয়। মিথ্যে হবে কেন ? আপনার আদেশমত বিয়ে তাকেই করবই। কিন্তু ঐ বিয়ে করা পর্য্যন্তই। আমার যেমন জুটবে—খাবে, পরবে, থাকবে—ব্যস্। আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি ?

মিনা। ওমাঃ !—তবে কার সঙ্গে তার সম্বন্ধ থাকবে ?

সুবিনয়। সে আপনি জানেন, আর আপনার সেই মৃণ্ময়ী না কি—সেই জানে।

মিনা। ওমা, আচ্ছা লোক তো আপনি ! আমার বিপদ কাটাবার জন্যে, আমি তাকে আপনাকে বিয়ে করতে অনুরোধ করব, সেকি এই অবস্থায় তাকে ফেলবার জন্যে ? আমি আপনাকে আপনার প্রতিশ্রুতি হতে মুক্তি দিচ্ছি মশায় ! আমার অদৃষ্টে যা হয় হবে, কিন্তু আমার বিপদ কাটাবার জন্যে আমি আর একজনের এমন সর্ব্বনাশ করতে পারব না।

সুবিনয়। আমি ও সব ভাবছি না। মৃণ্ময়ীর হাত থেকে আমায় মুক্তি দিন, আর নাই দিন, সে আপনার ইচ্ছে। আমি দুয়েই সম্মত। আমি কেবল ভাবছি, আপনার কি হবে। এতো খুবই সত্যি কথা, যে এই রাত্রে, একা আমার সঙ্গে এক ঘরে থাকার

ফলে, কেউতো বিশ্বাস করবেনা যে আপনি গঙ্গাজলের মত পবিত্র, সীতার মত নিরপরাধা—কেউতো আপনাকে বিয়ে করতে চাইবে না। আর আপনার এমন সর্ব্বনাশ তো আমিই করলুম, এই কাল্ সম্পত্তির লোভে। নরকেও আমার স্থান নেই। মৃণ্ময়ীকে বিবাহ কেন, আরও কোন গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত আমার জন্যে ব্যবস্থা করুন।

মিনা। মৃণ্ময়ীকে বিবাহ করা আপনার কাছে প্রায়শ্চিত্ত ?

সুবিনয়। নইলে আর কি ? আরও গুরুতর, আরও ভীষণ কোন প্রায়শ্চিত্ত—যা বলবেন আমি তাই করব। যত কষ্টই হ'ক—সব সইব। শুধু বলুন, কিসে আপনার সুনাম রক্ষা হয়। আমার মাথা গুলিয়ে গেছে ; আমি কোন উপায় ঠিক করতে পারছি না।

মিনা। আগেই তো বলেছি ; যে ঘরে ছিল সে যদি স্ত্রী হয় তবে দুর্নামের কিছু থাকে না। তা, সে মৃণ্ময়ীই হ'ক, আর—

সুবিনয়। (আগ্রহে)—আর ?

মিনা। (পা ছাড়িয়া উঠিয়া, কটাক্ষের সহিত) আর আপনার মাথাই হ'ক। আমি জানি, না যান্। আপনার মাথায় গোবর পোরা আছে নিশ্চয়। আপনি ওকালতি করেন ; কি ক'রে করেন ?

জুতা হস্তে গদাইয়ের ধীরে ধীরে প্রবেশ। সুবিনয় একবার মাত্র চাহিয়াই খাটের রেলিংয়ে হাতের মধ্যে মাথা রাখিবে

মিনা। একি মাষ্টার মশায় যে ! ফিরেছেন ?

গদাই। থিয়েটার তো যমের বাড়ী নয় যে আর ফিরব না কিন্তু একি ? আমি ভেবেছিলুম, যে ফিরে গিয়ে দেখব—তোমরা

দু'জনে এতক্ষণে জড়াজড়ি করে বসে আছ। একটা কথাই আছে, যে—"একলা ঘরে রাতের কুহক কাটানো, যুবক-যুবতীর কর্ম্ম নয়"। তা, এযে দেখছি—তুমি দাঁড়িয়ে, আর বাবু দিব্যি আরামে খাটের উপর ব'সে !

স্থবিনয় উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু অবসন্নভাবে, এক কোণের
একটী দেরাজে মাথা রাখিল

তা, সারা রাতটা কি এম্‌নি ওঠ্ বস্ হচ্ছে নাকি ? না কি কিছু এগুলো ?

মিনা। এগুবে আবার কি ?

গদাই। পা, সঙ্গে সঙ্গে হাত, বুক, মুখ; ঠোঁট—

মিনা। (ভ্রূকুটি করিয়া)—যান্, আপনি বড় ইয়ে।

গদাই। হাঁ, বড় ইয়ে। সে তো আগেই ব'লেছ। আহা, বাঙ্গালা ভাষায় এই "ইয়ে" কথাটার মত পতিতপাবন কথা আর নেই। যদি আইন করে বন্ধ করা হয়, যে কোন বাঙ্গালী 'ইয়ে' কথাটা ব্যবহার ক'র্‌তে পারবে না, তবে বাঙ্গালীর কথা কওয়াই বন্ধ হ'য়ে যায় নিশ্চয়।

মিনা। এই শেষ রাত্রে, শব্দতত্ত্ব আলোচনা ক'রবার সখ আমার নেই।

গদাই। (স্থবিনয়কে নির্দ্দেশ করিয়া) ও লোকটার ?

মিনা। সে ওঁকেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

গদাই। তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে ওঁকেই জিজ্ঞাসা করা

হবে—এমন অবস্থা তা হ'লে সারারাত্রির মধ্যেও আসেনি? তা, ওঁকে দেখে বোধ হচ্ছে, শুধু শব্দতত্ত্ব কেন, কোনতত্ত্ব আলোচনাই ওঁর ভাল লাগবে না। জেগেও রয়েছ দেখছি; সারারাতটা তবে করলে কি?

মিনা। গোঁসাই মালপাড়ার বঙ্কিম চৌধুরীর মেয়ে—মৃণ্ময়ীর সঙ্গে ওঁর বিয়ের মত করালুম। বলেন কি! রাজকন্যের সঙ্গে অর্দ্ধেক রাজত্ব পেলেই লোকে ভাগ্য মানে, ওঁর তো রাজকন্যার সঙ্গে পুরো রাজত্ব। এই তো ক্লান্ত হ'য়ে ব'সলেন, নইলে; এতক্ষণ আহ্লাদে নেচে কুঁদে, ব'কে ঝ'কে একসায় ক'রছিলেন। আমাকে তো লাথি মেরেই তাড়িয়ে দিলেন।

সুবিনয়। (মাথা তুলিয়া বিমর্ষভাবে) তলোয়ার নিয়ে কাটতে যাওয়ার কথাটা ব'ল্লেন না যে বড়?

মিনা। মিছে কথা ব'লব কেন? তলোয়ার তো এ ঘরে নেই, যে তলোয়ার নিয়ে কাটতে যাবেন? থাকলে বোধ হয় তলোয়ার দিয়েও কাটতেন।

সুবিনয়। ওঃ, কি সত্য-নিষ্ঠা!

মিনা। আমাকে মিথ্যাবাদী বলছেন? আচ্ছা, সত্য-নিষ্ঠ আপনিই বলুন তো, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, চেঁচিয়ে, আমাকে ধমকান নি?

সুবিনয়। তার জন্যে তো—

মিনা।—ব্যাস্, ব্যাস, আর শুনতে চাই না। শুনলেন তো মাষ্টার মশায়? শুধু ধমকানো। সে অপমানের কথা আপনাকে আর কি বলব মাষ্টার মশায়! (ক্রন্দনের ভাবে) শেষে লাথি।

গদাই ও সুবিনয়। (এক সঙ্গে) লাথি !

মিনা। হাঁ লাথি। বলুন, সত্য-নিষ্ঠ আপনিই বলুন, আমার গায়ে পা তোলেন নি ?

সুবিনয়। আহা, সে তো—

মিনা।—ব্যাস্, ব্যাস্, ঐতেই হবে। বেশী যা' তা' ব'লে আর লাভ কি ? আচ্ছা-লোকের উপকার ক'রতে নিয়ে এসেছিলেন, আর আচ্ছা-লোকের কাছে একা এই রাত্রে ফেলে চ'লে গেছলেন !

জনান্তিকে গদাইকে

কোন ফিকিরে বলুন না, যে আর একটু পরেই বঙ্কিম চৌধুরী তার মেয়ে মৃণ্ময়ীকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

গদাই। (জনান্তিকে) তা নয়তো বলছি ; কিন্তু বেচারী যে গেল !

মিনা। (জনান্তিকে) কি ক্'রব মাষ্টার মশায় ? প্রস্তাব ক'রতে পারেন—এমন কত কথা জুগিয়ে জুগিয়ে দিলুম, তা উনি সে ধার দিয়েও গেলেন না। আমি নিজেও মুখ ফুটে বলতে চেষ্টা করলুন, কিন্তু আপ্না থেকে ব'লতে কোন মতেই পেরে উঠলুম না। মুখে কেমন বেধে যেতে লাগ্ল।

গদাই। (জনান্তিকে) তুমি আমার কাছ থেকে ওর মনের ভাব, তোমার বাবার মনোভাব—সব জেনে গেছ ব'লে তুমি নিশ্চিন্ত আছ, কিন্তু সংশয়ে থেকে ওর অবস্থাটা দেখ দেখি ? মাথা সোজা রাখবারও ক্ষমতা নেই ; একটা আশ্রয় দরকার হ'য়েছে মাথাটা রাখবার জন্যে। আহা, ওকেও জানিয়ে দি।

মিনা। (জনান্তিকে) না, কিছুতে এখন জানাতে পাবেন না। যা মজা এতক্ষণ হচ্ছিল। আপনি থাকলে হেসে হেসে খুন হতেন। এই তো এলেন, দেখুন না মজাটা স্বচক্ষে খানিক্। আর, সকালও হ'য়ে এলো ; সকালে তো সব ফাঁস হ'য়েই যাবে। ততক্ষণ আপনি মৃণ্ময়ীর আসার খবরটা দিন না ?

গদাই। কিরে, থিয়েটারের খবর যে জিজ্ঞাসা ক'রলি না বড় ?

সুবিনয়। (প্রাণহীনভাবে) কেমন হ'ল ?

গদাই। বেশ হ'ল। অনেক লোকের সঙ্গে দেখাও হ'য়ে গেল।

সুবিনয়। (অনুৎসুক ভাবে) কার কার সঙ্গে ?

গদাই। কর্ত্তা তো ছিলেনই ; আর তাঁর মিতে, সেই গোঁসাই মালপাড়ার বঙ্কিম চৌধুরীর সঙ্গেও দেখা হ'ল। তাঁরা দু'জনে এক্ষণি থিয়টোর থেকে একেবারে এখানে আস্‌বেন। কর্ত্তার কাছে বঙ্কিম চৌধুরী মশায় শুনেছেন, যে তুই এখানে এসেছিস্। আর তোর বিয়ে আজও হয়নি—তাও কর্ত্তা ব'লে ফেলেছেন। তাই এখনি তার কন্যা মৃণ্ময়ীকে একেবারে সঙ্গে নিয়ে, তোকে দেখাতে আনবেন। তুই তো স্বচক্ষে মৃণ্ময়ীকে দেখিস্ নি। তাঁর ভরসা—চোখে দেখ্‌লেই মৃণ্ময়ীকে তুই পছন্দ ক'রবি। তোর আশায় আজও তিনি মেয়েটার বিবাহ দেন নি।

সুবিনয়। হুঁঃ, আমার আশায়, না দিদিমার বিষয়ের আশায় ?

গদাই। যে জন্যেই হ'ক, সকাল হ'বার আগেই মৃণ্ময়ীকে নিয়ে তাঁরা আস্‌ছেন।

মিনা। এমন সুসংবাদ, এতক্ষণ বলেন নি মাষ্টার মশায় ?

গদাই। তাহ'লে কি হ'ত ?

মিনা। (সুবিনয়ের দিকে কটাক্ষ করিয়া) কত লোকের কত আহ্লাদ হ'ত।

সুবিনয় ম্লানভাবে একবার মিনার দিকে চাহিয়া চক্ষু নত করিল

গদাই। আর দাঁড়াব না ; যাই, বীণু সেজে শুয়ে পড়িগে। সেই বুড়োঝিটা একেই ভাল চোখে দেখছে না, তার ওপর পিন ফুটিয়েছি। সে কোন রকমে এই পুরুষ-বেশ দেখতে পেলেই সর্ব্বনাশ।

সুবিনয়। সর্ব্বনাশ আর কি ? তুই কি মনে করিস, এই পরামর্শ ঠিক হ'য়েছে ? একি কখনও লুকোনো থাকতে পারে ? কর্ত্তা যে কেমন করে এমন কাঁচা ব্যাপারে মত দিলেন—এইটেই আশ্চর্য্য।

গদাই। হাঁ, দোষ তো সবই কর্ত্তার।

সুবিনয়। না, দোষ আমার। কিন্তু ষোলো আনাই যার ভুয়ো, এমন ব্যাপার কি কখন টেঁকে ? আজ নয়তো মিস রায় আমার ইয়ে সেজে, আর তুই কন্যা সেজে চালিয়ে দিলি ; কিন্তু কা'ল, কি দু'দিন পরে কি হবে ? উনি চ'লে যাবেন, তুই চ'লে যাবি, তোরা কিছু চিরকাল এমনিভাবে কাটাতে পারবি না—

গদাই।—আমি তো পার্‌বই না।

সুবিনয়। মিস্ রায় তো আরও পারবেন না ; তখন ? দিদিমার কাছে মুখ দেখাবো কি ক'রে ? লোকেই বা বল্‌বে কি ? বল্‌বে—দিদিমাকে ঠকিয়ে, দিদিমার বিষয় দানপত্র করিয়ে নিলে। ভদ্রসমাজে আর মুখ দেখাবার উপায় থাক্‌বে ?

মিনা। তা' তো বটেই। কিন্তু যখন পরামর্শ হয়, তখন মশায়ের এ-সব চিন্তা ছিল কোথায় ?

সুবিনয়। এত সব তখন কি ভেবেছি। তখন রিহার্শেল, পোষাক—এই সব মাথায় ঘুরছিল। আর তা ছাড়া, মন আশায়, আনন্দে পূর্ণ ছিল, তাই এ সব চিন্তা মনে স্থান পায়নি।

গদাই। অন্ততঃ, ঐ বুড়োঝি বেটীর কথা মনে স্থান পেলে আমি বাঁচতুম। বেটীর সঙ্গে আমার কি কুক্ষণেই দেখা হ'য়েছে ! ঐ বেটী শেষে বিপদে না ফেলে !

মিনা। কিসের আশা, কিসের আনন্দ ছিল ?

সুবিনয়। সে যা' ছিল, আমার ছিল ; আপনাকে ব'লে কোন লাভ নেই।

মিনা। আর এখনও সেই আশা, আনন্দ চ'লে গেছে ব'লে বুঝি যত দুশ্চিন্তা মাথায় এসে জুটেছে ? মতলবটার ভেতর বড় বড় ফাঁক দেখা দিয়েছে ? যাক্, আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন্।

সুবিনয়। আর আপনি ?

মিনা। আমি দিদিমার সঙ্গে, তাঁর ঘরে ব'সে গল্প ক'রতে যাচ্ছি। তিনি রাত থাকতে ওঠেন্।

গদাই ও মিনার প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

গদাইয়ের শয়ন কক্ষ

গদাই সিগারেট খাইতে খাইতে একটী পার্টিশনের আড়ালে বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছে ও গুনগুন স্বরে গান করিতেছে। বুড়ো-ঝি প্রবেশ করিল। অঙ্গে লেপ জড়ানো

বুড়োঝি। আ মর্, আলো যে জ্বেলেই রেখেছে। শোবার সময় আর নেবায় নাই। খরচ হ'বে তো রাণীমার, তার আর দরদ কি? আলো নেবালে হয়তো খুকুমণির ভয় করে, তাই পরের পয়সায় দিব্যি ক'রে আলো জ্বেলে রেখেছে। ম্যা গো, ঘরময় কি সিগারেটের গন্ধ! কচি খুকিতে এত সিগারেট খায়— এতো বাবার কালে দেখি নাই। কি বেয়াড়া মেয়েরে বাবাঃ! দাদাবাবু আমার অমন, বৌ-ও ভাল, মেয়ে কেন এমন তুষমুনে, হিজ্‌ড়ের মত দেখতে হ'ল? তার ওপর ভদ্রলোকের ঘরের এত কচি মেয়েতে এত সিগারেট খায়, গায়ে এত জোর—এও তো এক আশ্চয্যি! গোড়া থেকেই যেন কেমন কেমন লাগ্‌ছে। তাইতো ধরবার ফিকিরে আছি। কিন্তু রাণীমাকে তো কিছু ব'লবার জো নেই! মেয়ে না মেয়ে পেয়ে একেবারে কেতাত্ব হ'য়ে গেছে। আচ্ছা থাক কতকক্ষণ থাক্‌বে। রাণীমার ভুল আমি ধরিয়ে দেবই দেব। কি গোল ঠিক ধরতে পার্‌ছি না কিন্তু একটা গোল নিশ্চয়ই আছে। ছোট মেয়েতে অম্‌নি বুদ্ধি ক'রে ছুঁচ ফুটিয়ে যা'

তা' বলিয়ে নিয়ে, সিগারেট খাওয়া ঢাক্‌তে পারে? কিন্তু গুন গুন ক'রে গান করছিল কে? সেই মাদী-পেল্লাদই হয়তো জেগে, গুন গুন ক'রে সেই—"দেহ বাড়ুক্ তায় ক্ষতি নাই" গাচ্ছিল, দূরের ঘর থেকে তাই হয়তো কথা কওয়ার মত শোনাচ্ছিল। আর সিগারেটও নিশ্চয় সেই খাচ্ছিল। এ সিগারেট এক্ষুনিকার খাওয়া; নইলে এত গন্ধ ওঠে? ঘুম ভেঙ্গে গেল যখন, এলামই যখন এ-ঘর পর্য্যন্ত, তখন দেখেই যাই না কেন—মাদী পেল্লাদ আমার কি ক'রছেন? এত যখন সিগারেটের গন্ধ তখন জেগে আছে নিশ্চয়।

শয্যার নিকট গেল

গদাই। (পার্টিশানের আড়াল হইতে) সেরেছে রে! মাগীর মনে আবার কি সন্দেহ হয়েছে, তাই শেষ-রাত্রে উঠে দেখ্‌তে এসেছে। একটা উপায় ঠাউরে বিছানায় না যেতে পারলে তো ধরা পড়লুম!

বুড়োঝি। (লেপের উপর হাত বুলাইয়া) ও খুকু, না পুঁটু, না বীণু, ঘুমুচ্ছ বাছা? বেশ, বেশ! তা' খালি হাতে ঘুমুচ্ছ তো? না হাতে ছুঁচ্-টুচ্ আছে? এবার বাছাধন লেপ জড়িয়ে এসেছি; আর ছুঁচ্ ফুটিয়ে যা ইচ্ছে তাই বলিয়ে নিতে পারছ না। তখন ভারী কায়দা ক'রেছিলে; এবার আর সে জোটী নাই। সারারেতে ক'টা সিগারেট খেলে বীণু? আঃ মরণ! জেগেই তো আছো। এখনও যে ঘরময় সিগারেটের গন্ধ যায় নাই। তবে সাড়া দাওনা কেন গো?

লেপের উপর নাড়া দিয়া

শুন্‌ছো গো? ও সোহাগের বীণু, রাণীমার স্বর্গের ঢেঁকি!

গদাই। এখান থেকে সাড়া দেওয়া তো ঠিক হ'বে না। মাগীই শেষ পর্য্যন্ত কি করে দেখি না? আহা, ওদের সঙ্গে নিশ্চিন্ত হ'য়ে গল্প না ক'রে, আর একটু আগে শুতে পারলে, এই মাগীর খপ্পরে আর পড়তে হ'ত না। এত রাত্রে যে ঐ শাঁকচুন্নী মাগী আমার খোঁজ করতে আসবে, তাইবা জানবো কেমন ক'রে?

বুড়োঝি। (স্বগতঃ) আ-মর, কলা ক'রে পড়ে আছে, সাড়া দেয়না। নেপ খুলে দেখ্‌ব নাকি? কি জানি, সোহাগের মেয়ে যদি বদমাইসী করে ককিয়ে কেঁদে ওঠে তবে রাণীমা আমাকে আস্ত রাখ্‌বে না। এখনি বল্‌বে—নেপ খুলেছিস্‌, বীণুকে আমার ঠাণ্ডা লেগেছে। ওরে আমার ননীর পুতুল! তার চেয়ে নেপের ভেতর হাত দিয়ে দেখি।

লেপের ভিতর হাত চালাইয়া দেখিতে লাগিল

গদাই। নাঃ, মাগী একটা কাণ্ড না ক'রে ছাড়লে না দেখছি। ভগবান রক্ষাকর্ত্তা, তিনিই সকল দিক রক্ষা করবেন।

বুড়োঝি। (লেপের ভিতর হাত চালাইতে চালাইতে) এটা তো নিগ্‌ঘাত পাশ-বালিল। (আশে-পাশে হাতড়াইয়া) ওমা, কই? পাশ-বালিসকে মানুষের মত ঢাকা দিয়ে কোথাও দিয়েছে নাকি? সারা বিছানাটা হাত চালিয়ে দেখলাম, কোথাও তো দেখছি না। মেয়ে তবে গেল কোথা? কপ্‌পূরের মত উবে গেল নাকি? যা থাকে কপালে, নেপটা তুলেই দেখি। (ঝাঁ করিয়া তুলিয়া ফেলিল) ওমা, সত্যিই তো বিছানায় নাই! তবে

গেল কোথা? সারা সন্ধ্যেটা পুঁটীর পিছনে পিছনে ঘুরছিল; পুঁটীর ঘরে যায় নাই তো? একবার দেখেই আসি।

প্রস্থানোদ্যোগ; এমন সময় মেঝের পাতা একটা বড় কম্বল তুলিয়া লইয়া, গদাই পা টিপিয়া বুড়োঝির পশ্চাতে আসিল, এবং তাহাকে আপাদ মস্তক কম্বল চাপা দিল। বুড়ো-ঝি ভয়ে বাক্যহারা হইয়া বু-বু-বু করিতে করিতে, কম্বল চাপা অবস্থায় চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল। ইত্যবসরে বীণু-বেশী গদাই খাটে উঠিয়া পড়িয়া, পায়ের দিকে লেপ ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িল।

লেপের ফাঁকে মুখ ঈষৎ বাহির করিয়া সমস্ত দেখিতে লাগিল

গদাই। জয় ভগবান! এ যাত্রাও রক্ষা ক'রেছেন। আর কি?

বুড়োঝি ভয়ে অন্ধের মত চতুর্দ্দিক ঘুরিতে ঘুরিতে

বুড়োঝি। বু-বু-বু—

শিথিল-বস্ত্রা পুঁটীর প্রবেশ

পুঁটী। কি, কি হয়েছে বীণু?

কম্বল চাপা সচল মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া

ওমা গো! এটা আবার কি গো? ওগো দিদিমা গো, এ আবার কি দেখে যাও গো। বীণু, বীণু—

ব্যস্তভাবে লেপের ভিতর ঢুকিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু লেপের যে দিকেই তুলিতে গেল, সেই দিকই গদাই চাপিয়া ধরিয়া প্রবেশে বাধা দিতে লাগিল

লেপ খোল বীণু, ভেতরে ঢুকি। বড় ভয় করছে।

গদাই। আমাকে আরও ভয় করছে। লেপ খুললেই ঐ ভূতটা শুদ্ধ ঢুকে পড়্‌বে।

পুঁটী। ওমা গো; তবে কি করব গো?

ভয়ে লেপের উপর হইতেই গদাইকে জড়াইয়া ধরিল

গদাই। (স্বগতঃ) কি বিপদ্‌! এ যে হিতে বিপরীত হ'তে লাগল! এরা সবাই না এলে তো পুঁটী আমাকে ছাড়্‌বে না। (প্রকাশ্যে) চেঁচাও, চেঁচাও, সবাইকে ডাক; নইলে ভূত পালাবে না।

পুঁটী। ওগো দিদিমা, দাদা, বৌদি, রামসিং, তেজসিং—

শশব্যস্তে ক্ষেমঙ্করী, সুবিনয় ও মিনার প্রবেশ

সকলে। কি হ'ল, কি হ'ল!

পুঁটী গদাইএর উপর শুইয়া থাকিয়াই, বুড়ো ঝির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া

পুঁটী। ঐ দেখ গো, ঐ কি গো—

গদাই। (পুঁটীকে) ওঠ, ওঠ, তোমার ভরে যে গুঁড়ো হ'য়ে গেলুম। আর ভয় কি? সবাই এসে পড়েছে।

পুঁটী গদাইকে ছাড়িয়া উঠিল। মিনা তাহাদিগকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া অবাকভাবে সুবিনয়ের দিকে চাহিল; সুবিনয় ভ্রূভঙ্গে বিরক্তি প্রকাশ করিল।

ক্ষেমঙ্করী। (একটু অগ্রসর হইয়া দেখিয়া) ও মা, এ আবার কি জানোয়ার গো? ভূত নাকি? রাম রাম। আমার বাড়ীতে কখনও তো এসব উপদ্রব ছিল না। রাম রাম,—

সুবিনয় গিয়া কম্বল তুলিয়া লইল

সুবিনয়। দিদিমা, এ যে বুড়ো ঝি আমাদের।

ক্ষেমঙ্করী। কে? বামী? কি হ'য়েছে লা? অমন কম্বল-চাপা দিয়ে, বু-বু- ক'রে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিস্ কেন?

গদাই। (লেপের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া) ও, রাত্রে আমাকে ভয় দেখাতে এসেছিল দিদিমা!

ক্ষেমঙ্করী। এ্যাঁ, এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার বীণুকে ভূতের ভয় দেখানো! বাছার যদি ভয়ে দাঁত লেগে যেত?

বুড়োঝি। (স্বগতঃ) এই যে পোড়ারমুখি বিছানা থেকেই কথা কইছে! কোন্ দিক্ দিয়ে, কখন গিয়ে বিছানায় ঢুক্‌ল? ঐ বা কম্বল চাপা দিয়ে—

ক্ষেমঙ্করী। (খাটের নিকটে গিয়া) ওমা, কই, কই আমার বীণু? কোথা থেকে কথা কইলে?

গদাই। (লেপের ভিতর হইতে) এই যে দিদিমা!

ক্ষেমঙ্করী। ওমা, পায়ের তলায় কেন?

গদাই। (ভয়ে) ঐ ভূতুড়ে মাগী, ঐ লম্বা লম্বা হাত নিয়ে আমার ঘাড় মট্‌কাবে ব'লে, আমাকে বিছানায় খুঁজছিল; তাই পায়ের দিকে স'রে এসেছি।

ক্ষেমঙ্করী। বলি, হ্যাঁলা বামি, তোর আক্কেলটাই বা কি? মতলবটাই বা কি? দুধের মেয়ে, তাকে রাত্রে ভূতের ভয় দেখাতে এসেছিস কেন লা?

বুড়োঝি।—ওগো না রাণী মা, বীণু তোমার ঘরে ছিল—

গদাই। ঘরেই তো ছিল। কে বলছে যে ঘরে ছিল না? না কি তুমি ব'লবে, যে ছিল না? তা বল, বল। ঘাড় মট্‌কাতে এসে আবার—শুধু ঘরে ছিল না কেন, বল—আমিই কম্বল চাপা দিয়েছি, আরও কিছু—

বুড়ো ঝি।—নিশ্চয়ই তুমি—

গদাই।—হাঁ, নিশ্চয়ই আমি। দেখ দিদিমা! আগে ওর লাফানো আর সাপ সাপ করা দেখে ভেবেছিলুম্ বুঝি পাগল; তা' নয়, আসল বদমাইস। ছেলেমানুষ পেয়ে, নইলে কম্বল মুড়ি দিয়ে ভূতের ভয় দেখায়!

ক্ষেমঙ্করী। বেরো, বেরো, দূর হ' আমার সুমুখ থেকে। এতদিন থেকে থেকে, আজ একি আক্কেল হ'ল তোর?

বুড়ো ঝি। আহা রাণীমা, আমাকে বল্‌তে দাও; আমার কথাটাই শোন।

ক্ষেমঙ্করী। কি ব'ল্‌বি লা? শুন্‌বই বা কি? তোর কাণ্ড দেখে আমার তাক্ লেগে গেছে! বুড়ো মাগী হ'য়ে কচিমেয়েকে ভূতের ভয় দেখাতে আসিস্! বেরো, দূর হ' আমার সুমুখ থেকে।

গদাই ঠেলিয়া ঠেলিয়া বুড়ো ঝিকে বাহির করিতে করিতে

গদাই। (জনান্তিকে) যাও, যাও, যা' ক'রেছ করেছ আর বেশী গোলমাল ক'রনা। নইলে আরও বিপদ হ'বে।

বুড়োঝি। তা' দেখ্‌ছি বাছা! ধন্যি মেয়ে তুমি! যত পেটে পেটে বুদ্ধি, তত গায়ে জোর! আমার কথা কেও শুন্‌লেই না!

গদাই। তুমি পাগল; পাগলের কথা কে শোনে? যাও, যাও।

ঠেলিয়া বিদায় করিয়া দিল

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সজ্জিত কক্ষে মালা হস্তে ক্ষেমঙ্করী আসীন ; নিকটে
মিনা ও পুঁটী উপবিষ্ট

ক্ষেমঙ্করী। বলিস্ কি মৃণ্ময়ি !

মিনা। ঠিকই বল্‌ছি দিদিমা ! এই ভোর রাত্রে আপনাকে কি মিছে বলছি ? এখনও আপনার নাতবৌ হইনি। আর আমি আপনার বঙ্কিম ঠাকুরপোরই মেয়ে—সেই মৃণ্ময়ী, যাকে আপনি তারকেশ্বরে দেখেছিলেন।

ক্ষেমঙ্করী। ওমা, তাই নাকি ? আর, যে তোর মেয়ে সেজে এসেছে, সে তবে কে ? বিয়ের আগে সত্যিই তো আর মেয়ে হয় নি ?

মিনা। গদাই বাবু ; আমার গানের মাষ্টার। আমাদের পাশের বাড়ীতেই থাকেন।

পুঁটী। এঁ্যা, বল কি বৌদি ? ছিঃ, ছিঃ।

মিনা। ছি ছি কেন ভাই ? পরামর্শ মত ছোট মেয়ে সেজে এসেছেন, তাই বাধ্য হ'য়ে যেটুকু ছেলেমানুষী ক'রতে হয় সেইটুকু

মাত্রই করেছেন। নইলে তুমি খাটে এক-সঙ্গে শুতে চাইলে, অকারণে কান্না কিসের জন্য? সে তো তোমাকে অন্যত্র শোয়াবার জন্যেই।

পুঁটী। ও, তাই অত কান্না! কিন্তু বিয়ের তিন সত্যি করানো—বড় অন্যায়।

মিনা। সে তো তোমার ওপর আকর্ষণেরই প্রমাণ। ছদ্মবেশ ধরা পড়বার ঝুঁকি, তবু বিয়ের কথা পেড়েছেন। খেলাচ্ছলেও শুনে সুখী হ'তে চেয়েছেন যে তুমি তাঁর। তোমাদের পাল্টী ঘর, বাড়ীর অবস্থাও স্বচ্ছল, লেখাপড়াও জানেন, সচ্চরিত্র, দেখ্‌তে কেবল ছোট। তিন সত্যির জন্যে না হ'ক্, অমনি বিয়ে ক'রতেই বা ক্ষতি কি? অমন ভাল মানুষ বর পাওয়া ভাগ্যের কথা। কি বল?

পুঁটী। (সলজ্জভাবে) সে আমি কি জানি? দিদিমাকে বল না?

ক্ষেমঙ্করী। আমি রাগ ক'রব কি খুসী হ'ব, তাই এখনও ঠিক কর্‌তে পার্‌ছি না।

মিনা। আমরা ছেলেমানুষী করেছি, তার কোন ভুল নেই; কিন্তু দিদিমা, আপনি রাগ ক'রলে আমরা দাঁড়াই কোথা? মৃণ্ময়ীর নামে আপনার মুখে লাল প'ড়তে দেখে, সাহস ক'রে ওঁর সঙ্গে একঘরে রাত্রি কাটালুম; ভরসা হ'ল—মৃণ্ময়ীকে যখন এত ভালবাসেন, তখন—যখন জান্‌বেন যে আমিই সেই মৃণ্ময়ী, আপনার বঙ্কিম-ঠাকুরপোর মেয়ে, তখন সকল অপরাধই আপনি ক্ষমা

ক'রবেন। আপনার মনে আছে কিনা জানি না, আমি বলেছিলুম, যে আমাকেই মৃণ্ময়ীই ভাববেন, আপনার উকীল-ঠাকুরপোকে আমি বাবা ব'লেই ডাক্‌ব। আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি ক'রেছিলুম, যে আপনার উকীল-ঠাকুরপোর কাছে, আপনার এ লজ্জা আমি কাটিয়ে দেবই দেব। সত্যি মৃণ্ময়ী না হ'লে কি তা পারতুম? এখন যদি আপনি বেঁকে বসেন তবে আমার গতি কি হ'বে? বিয়ে তো ওঁকে করবই কিন্তু আপনার টাকার জন্য নয় দিদিমা, আপনার আশীর্ব্বাদ না পেলে, এমন স্বামী পেয়েও যে আমার সুখ হ'বে না।

ক্ষেমঙ্করী। ষাট্, ষাট্, আশীর্ব্বাদ কর্‌ব না কেন? কিন্তু বলিস্ কি? তুই-ই আমার বঙ্কিম-ঠাকুরপোর মেয়ে—সেই মৃণ্ময়ী? আমার হারানিধি? এ যে রূপকথার গল্পের মত, তোকে হারিয়ে আবার পেলুম ভাই!

মাথায় হাত দিলেন ও মিনা পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল

জন্ম জন্ম আমার সুবিনয়ের মত স্বামী তোর হ'ক; স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে ঘর-ঘরকন্না কর্। কেবল ঠকাতে আসার জন্যেই যা' রাগ হ'চ্ছে।

মিনা। ঠকাতে এসেছিলুম বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে সঙ্কল্প ঠিক নেই তো! কথাবার্ত্তার মাঝখানেই একবার উনি আপনাকে সব ব'ল্‌তে গিয়েছিলেন, আমি থামিয়ে দিয়ে অন্য কথা পেড়ে দিই তা' ছাড়া, উনি সকালে আপনাকে সমস্ত খুলে বলাই ঠিক্ ক'রেছেন

তা'তে আপনার ইচ্ছে হয়, আপনার বিষয় ওঁকে দেবেন, নয় কেবল আশীর্ব্বাদ দিলেই যথেষ্ট হবে।

ক্ষেমঙ্করী। ও; প্রথমটা তা'হ'লে অন্ততঃ বুঝতে পারে নি? শেষে তাহ'লে সমস্ত আমাকে ভেঙ্গে বলাই ঠিক ক'রেছে?

মিনা। উনি তো অধার্ম্মিক নন্ দিদিমা!

ক্ষেমঙ্করী। ছেলেবেলায় তো ছিল না।

মিনা। এখনও নন্। প্রথমটা, ঝোঁকের মাথায় সব দিক বিবেচনা না ক'রেই ঠকাবার পরামর্শ হয়। সর্বদিক বিবেচনা ক'রলে কি এমন কাঁচা কাজ কেউ করে? মিছে ক'রে স্ত্রী বা কন্যা সেজে, মানুষে ক'দিন থাকতে পারে? দু'দিন পাঁচদিন, নয় বড় জোর আরো দু'এক দিন। তারপর তো প্রকাশ হ'বেই। আমাকে গোপনে বিয়ে কর্‌লে, আমি নয়তো চিরজীবনই এখানে ওঁর স্ত্রী হ'য়ে থাক্‌তে পারতুম; কিন্তু মাষ্টার মশায় পুরুষ মানুষ হ'য়ে বরাবর ওঁর মেয়ে সেজে থাকতেন কি ক'রে? এই যে বল্লুম দিদিমা, ছেলেমানুষী বুদ্ধিতে, ঝোঁকের মাথায় এখানে সব এসে পড়ি। কিন্তু আসার পরই আমরা ক্রমে বুঝতে পেরেছি, যে কি ছেলেমানুষী পরামর্শ-ই আমরা ক'রেছিলুম! আর সবার ওপর, এখানে এসে যখন বুঝ্‌লুম যে আপনি ওঁকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসেন, আর আমাকে নাত-বৌ ক'রতে না পেরে আপনার মনে খুব দুঃখ থেকে গেছে; তখন আপনার মত লোককে ঠকাবার ইচ্ছে, কেমন আপনিই মন থেকে দূর হ'য়ে গেল। সঙ্গে

সঙ্গে ভরসাও হ'ল, যে আমাদের অপরাধ যত গুরুতরই হ'ক, আপনি ক্ষমা না ক'রেই পারবেন না।

ক্ষেমঙ্করী। ক্ষমা না ক'রলে, কাকে নিয়ে থাক্‌ব? আমাকে পিণ্ড দেবে কে? আমার এত বিষয়, ভোগ ক'রবে কে? ত্রিসংসারে যে আমার আর কেউ নেই। যে অভিমানের বশে স্থবিনয়ের খোঁজ-খবর প্রথম দিকটায় তেমন করে করিনি, রক্ত ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অভিমানও মন থেকে চলে গেছে। যাই করুক, ও-যে এসেছে, এই আমার বহু ভাগ্য।

মিনা। তা', হাঁ দিদিমা! পুঁটীর সঙ্গে আমার মাষ্টার মহাশয়ের বিয়ে হ'ক না?

ক্ষেমঙ্করী। ওর পাত্র খুঁজে তো হাল্লাক হ'য়েছি। ঘর বর যখন ভাল বলছিস্ তখন এ তো ভাগ্যের কথা। টাকা-কড়ি থাক্ না থাক্, মানুষটা ভাল হলেই হ'ল। ওদের খাবার প'রবার অভাব আমি রাখি নি।

মিনা। অমন সচ্চরিত্র, সদানন্দ মানুষ আর হয়না দিদিমা!

ক্ষেমঙ্করী। কি লো পুঁটী, কি বলিস্? তুইও তো আমার নাত-বৌয়ের মত সারারাত, সেই কোর্টশিপ না কি বলে—তাই ক'রলি; বর অপছন্দ নয় তো? হাতে পেয়েছিস, ভাল ক'রে বাজিয়ে নে। শেষকালে বুড়ীকে দোষ দিস্ নি।

পুঁটী। বুড়ো হ'য়ে তোমার বাহাত্তুরে ধরেছে।

ক্ষেমঙ্করী। বাহাত্তর যে কোন কালে পার হ'য়েছি লো। বাহাত্তুরে ধ'রে আবার ছেড়ে গেছে।

পুরুষবেশে গদাইয়ের প্রবেশ এবং পুঁটীর বস্ত্র সম্বৃত করিতে করিতে দ্রুত পলায়ন

এ ছেলেটী কে ?

গদাই। আমিই আপনার সেই বীণু দিদিমা! আমার অপরাধ মাপ করুন।

ক্ষেমঙ্করী। মাপ করাকরি আগেই হয়ে গেছে ভাই। বুড়ীকে ঠকাতে পারনি।

গদাই। ঠকাতে এসেছিলুম বটে কিন্তু এমন পাষণ্ড কে আছে, যে আপনার মত স্নেহশীলাকে ঠকিয়ে কিছু ক'রে? তাই সে মতলব ত্যাগ করা হ'য়েছে; নইলে আর স্বরূপে দেখছেন ?

মিনা। (হাসিয়া) দেখুন তো দিদিমা, আপনার নাতির মুখের আদল আর বীণুর মুখে দেখ্‌তে পান কিনা ?

ক্ষেমঙ্করী। (হাসিয়া) তখন কিন্তু ঠিক সুবিনয়ের মত মুখ মনে হয়েছিল।

মিনা। (হাসিয়া) তখন তো জানতেন না, যে উনি আমার মাষ্টার মশায়। আপনার আর্জ্জি দিদিমা মঞ্জুর ক'রেছেন মাষ্টার মশায়!

গদাই ক্ষেমঙ্করীকে খুব ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল

ক্ষেমঙ্করী। বেঁচে থাক, সুখে থাক ভাই! ওরে—একি আনন্দ! আজ কা'র মুখ দেখে উঠেছিলুন?

গদাই। তা' ব'লে রোজই তার মুখ দেখে উঠবেন না যেন। আপনার ঘরে তো কুল্লে একটী বিবাহ যোগ্যা মেয়ে—ঐ পুঁটী। আজকের লোকটীর মুখ, রোজ রোজ দেখে উঠলে, রোজ রোজ একটী ক'রে নতুন বর এসে জুটবে; সেটা কি খুব ভাল হবে? তার চেয়ে, আজ যার মুখ দেখে উঠেছেন, তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিন—যাতে রোজ রোজ এমন শুভদিন না হয়। (সকলের হাস্য) কিন্তু পোঁটন? সে কি বলে? সেও উঠে, সেই লোকটার মুখ দেখে থাকে, তবে তো হয় দিদিমা!

ক্ষেমঙ্করী। সে তাকেই জিজ্ঞাসা কর ভাই। বাঙ্গলা মতে তো বিয়ে হচ্ছে না, যে আমি বল্লেই চুকে যাবে!

গদাই। ইংরিজি মতেই বা হচ্ছে কৈ? আমি এলুম আর পুঁটী উঠে চলে গেল যে। নিদেন বীণ্ বলেও তো আর আদর করলে না!

মিনা। সকালে উঠে মুখ দেখ্‌লে তবে তো ওসব। এ যে শেষ রাত্রেই উঠে প'ড়ে, মুখ দেখাদেখির ফলাফল বিচার ক'রছেন আপনারা! যান্ না দিদিমা, আপনি ও-ঘরে গিয়ে পুঁটীর মতটা ভাল করে জানুন! জানি। এ-ঘরে উনি আসছেন।

ক্ষেমঙ্করী। নে, তবে ধর্।

গদাইয়ের ক্ষেমঙ্করীকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান

সুবিনয়ের প্রবেশ

মিনা। আর সকাল হ'য়ে এল। দিদিমার বিষয় আপনি পাবেন, সঙ্গে সঙ্গে মৃণ্ময়ীকেও পাবেন। সকালেই না পৌছুলে, দিদিমাই মৃণ্ময়ীকে আনিয়ে নেবেন। সুতরাং আমাকে আর আবশ্যক হ'বে না। আপনার কাজ হ'য়ে গেছে, এখন আমি পাজী হ'য়েছি। আপনার তো সব দিকেই শুভ হ'ল। বিষয়, আবার মৃণ্ময়ী! কিন্তু আপনি তো বিজ্ঞ উকীল মানুষ, আমি জ্ঞানহীনা স্ত্রীলোক ; আপনি যদি, নির্জ্জন ঘরে দু'জনে রাত কাটানো ঠিক নয়—এ কথাটা ব'লে দিতেন, তা হ'লে আমার জীবনটা এমন ব্যর্থ হ'য়ে যেত না।

সুবিনয়। (সনিশ্বাসে) তা' উচিত ছিল বৈ কি ?

মিনা। যাক্, আমার কপালে, আপনার উপকার ক'রতে এসে যে এমন দাগ নিয়ে যেতে হবে, তা' জানতুম না। আপনার কাছে শেষ প্রার্থনা, আমার যা' করলেন করলেন, আর কোন মহিলাকে যেন আপনার উপকার ক'রতে ডাকবেন না। (সুবিনয় নীরব) ও, আর আমার সঙ্গে কথা কওয়ারও বুঝি দরকার নেই ? তা' তো বটেই, আপনার কাজ তো হ'য়ে গেছে। বিষয়ও পেলেন, মৃণ্ময়ীকেও পেলেন। আমি মলুম তাতে আপনার কি ?

সুবিনয়। (মন মরা ভাবে) মৃণ্ময়ীকে কেন বিয়ে ক'রতে রাজী হয়েছি, তা কি আপনি জানেন না ?

মিনা। জানব না কেন ? রাজত্বের সঙ্গে রাজকন্যা—কে ছাড়ে ?

সুবিনয়। ও, তাই নাকি ?

মিনা। রাজত্ব-রাজকন্যা না ছাড়ার জন্যে আপনার দোষ দিই না। এটা যে কলিকাল, তা' আমার স্মরণ হ'য়েছে। তবে পুরোনো বন্ধু—তাই ভাবলুম, জন্মের মত যাবার আগে, বিদায় নিয়ে যাওয়া উচিত; তাই এলুম। প্রণাম করছি, আশীর্ব্বাদ করুন—শীগ্‌গির যেন আমার মৃত্যু হয়।

সুবিনয়। ও-কথা বলবেন না! মনোমত স্বামী পেয়ে আপনি সুখী হোন্। আর দিদিমাকে আমি অনুরোধ ক'রব, তিনি যেন বাইরে কোন কথা প্রকাশ না করেন। তা' হলেই গোল হবেনা।

মিনা। ধরলুম—দিদিমা কাউকে বল্লেন না, বাইরে এ-কথা কেউ জান্‌লে না; কিন্তু আমার মন? তার কাছে তো গোপন কিছু নেই। স্ত্রী-ভাবে আপনার সঙ্গে রাত কাটিয়ে অন্য কোন পুরুষকে স্বামী ভাব্‌বো কি ক'রে? আপনি কি আমাকে সেই উপদেশ দেন?

সুবিনয়। না, না, তা' কেন? কিন্তু আমার ইয়ে সাজার পর, বিয়ে তো একজনকে ক'রতেনই?

মিনা। আপনাকে আমি তাই ব'লেছিলুম?

সুবিনয়। (থতমত ভাবে) না, না, তা' বলবেন কেন? তবে কি—তবে কি,—আপনি যা ব'লছেন, তার মানে তো এই হয় যে, আমি ছাড়া আর কাকেও—

মিনা। আমার তো সেই ইচ্ছাই ছিল।

সুবিনয়। (চমকাইয়া উঠিয়া) এঁ্যা!—

মিনা। আপনি আমাকে মনে করেন কি? ভদ্রমহিলা, না আর কিছু? পরোপকার করতে এসে, দিদিমাদের সামনে যে

স্ত্রীর অভিনয় ক'রতে হয়েছিল, সেটা নয় তো বাধ্য হ'য়ে। কিন্তু নির্জ্জন ঘরে তার তো কোন প্রয়োজন ছিলনা। মনে মনে আপনাকেই স্বামীরূপে বরণ না কর্‌লে, কি অমন গায়ে-পড়া ব্যবহার করতে পারতুম?

সুবিনয়। (মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া) হায়, হায়, একথা আর একটু আগে বলেন নি কেন?

মিনা। স্ত্রীলোক আবার বলে কেমন করে? তা, আপনি তো আমার পানে চাইলেন না,—বিষয় আর মৃণ্ময়ীর চিন্তাতেই মস্‌গুল রইলেন! তা' হলে চল্লুম। কিছু মনে ক'রবেন না।

গান

যামিনী যায়, দাও বিদায়!
নয়নের জল সম্বল ল'য়ে, যাই চ'লে,
প্রণতি পায়।
ছিল যত আশা ফুরালো হায়;
তাহারেই স্মরি যাপিব জীবন,
পিয়াসী হৃদয় যাহারে চায়॥

মিনা ক্রন্দনের সুরে এই গান গাহিল। সুবিনয় অন্যমনস্ক ভাবে এক পা এক পা করিয়া মিনার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র আলিঙ্গন করিতে যাইবে, এমন সময় গান থামিবামাত্র, চমক ভাঙ্গিয়া পিছাইয়া আসিল। মিনা গান শেষে চোখে অঞ্চল দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল কিন্তু অঞ্চলের উপর দিয়া সহাস্য নয়নে ও বদনে সুবিনয়ের ভাবভঙ্গী নিরীক্ষণ করিল

সুবিনয়। (গলা পরিষ্কার করিয়া) একটু দাঁড়াবেন? একটা কথা—

মিনা। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া)—বলুন!

সুবিনয়। দিদিমার সমস্ত বিষয় যদি মৃণ্ময়ীকে দিই, তবু কি মৃণ্ময়ী আমাকে মুক্তি দেবে না?

মিনা। সে কথা মৃণ্ময়ীই ব'ল্‌তে পারে।

সুবিনয়। হা ভগবান!

মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল

মিনা। আর কিছু কি ব'ল্‌বেন? আমি যেতে পারি? যাবার সময় একটা কথাও শুন্‌তে পাব না?

সুবিনয় রুমাল দিয়া বারংবারই চোখ মুছিতে লাগিল কিন্তু বারংবারই চোখ অশ্রুপূর্ণ হওয়ায় কিছুতেই চাহিতে পারিল না

সুবিনয়। (নতমুখে ভগ্ন স্বরে) আপনি যে আমার মত বেকুব, অযোগ্যকে ভালবাস্‌তে পারেন, এমন সন্দেহও আমার মনে জাগে নি। তা' হ'লে কি—

মিনা।—আপনি অযোগ্য কিসে?

সুবিনয়। আজ নিজের মুখে ব'লছেন ব'লে অবিশ্বাস কর্‌তে পারছি না, নইলে—

মিনা।—যাক্, যাবার বেলা একটা স্মৃতিচিহ্ন কিছু পেতে পারি না?

সুবিনয়। কি পেলে আপনার তৃপ্তি হয়, বলুন? আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

মিনা। মৃণ্ময়ীকে আমায় দিন।

সুবিনয়। (অবাক ভাবে চাহিয়া) এ হেঁয়ালী যে বুঝলুম না! আর আমায় কষ্ট দেবেন না—

মিনা। (সাদরে হাত ধরিয়া)—আহা—বেচারী আমার! সারা রাতটা কি কষ্টই দিলুম! আর তোমাকে কষ্ট দেব না। আমিই সেই কাণে পুঁজ, আর নাকে পৌটাওয়ালা মৃণ্ময়ী; গোঁসাই মালপাড়ার বঙ্কিম চৌধুরী বা রায় চৌধুরী আমার বাবা; তিনিই এখন হাইকোর্টে ওকালতী করেন; আর তুমি তাঁরই জুনিয়ার।

সুবিনয়। এ যে আরও হেঁয়ালী হ'য়ে উঠ্‌ল!

মিনা। দিদিমা তারকেশ্বরে আমাকেই দেখেন। আমাকে বিয়ে ক'রবার ভয়েই তুমি এতদিন পলাতক হ'য়েছিলে; রায় আর চৌধুরী, আর বালিগঞ্জ ও গোঁসাই মালপাড়া, আর মিনাও মৃণ্ময়ী নামটাতেই যত গোল ক'রেছে। নাম আমার মৃণ্ময়ীই; তাই থেকে ভেঙ্গে, বাবা মিনা ব'লে ডাকেন; আর আমিও মৃণ্ময়ী বানান্‌টার হাঙ্গামে, মিনা ব'লেই সঁই করি।

সুবিনয়। এঁ্যা, বলেন কি? এতক্ষণ তবে এসব কি হ'ল?

মিনা। ভাল স্বামী হ'তে পারবে কি না—তাই একটু বাজিয়ে নেওয়া হ'ল। একটা হাঁড়ী কিন্‌তে লোক দশবার বাজিয়ে দেখে,

আর স্বামী—হেন জিনিস, যাকে নিয়ে চিরটাকাল কাটাতে হবে, তাকে না বাজিয়ে নেওয়া কি ভাল ?

সুবিনয়। এ যে স্বপ্ন নয়, তার প্রমাণ কি ? শেষে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে দেখ্‌ব না তো, যে সুখের সমুদ্রে সাঁতার দিতে দিতে, জল স'রে গেছে, আর আমি এক গলা কাদায় ব'সে আছি ? আমার ভাগ্যে কি এ সম্ভব ? আপনি আমাকে চান !

মিনা। উকীল এত বেকুব হয়, তা' জানতুম না।

সুবিনয়। স্ত্রীলোকের কাছে সবাই বেকুব। সে উকীলই কি, আর হাকিমই কি !

মিনা। তোমার মত পুরুষের কাছে কিন্তু স্ত্রীলোকও বেকুব। খুলে সমস্ত বলার পরও, যে পুরুষ এখনও গুরু-ঠাকুরুণের মত আপনি-আজ্ঞে ক'রে—

সুবিনয়।—সে স্ত্রীর ঠাট্টার মুখ এম্‌নি ক'রে বন্ধ ক'রতে হয়।

দৃঢ় আলিঙ্গন ও চুম্বনোদ্যোগ

মিনা। (আলিঙ্গনে বদ্ধ থাকিয়া কিন্তু মুখ সরাইয়া লইয়া) মাপ কর ; ওটা বিয়ের পর। জানোই তো—There is many a slip between the cup and the lip অথবা the Kiss and the lip. আঃ, বাঁচলুম, এতক্ষণে বাবুর ভয় ভাঙ্গলো।

সুবিনয়। ভাঙ্গলো বটে, আবার ধরতে কতক্ষণ ? একবার মুখ ভার ক'রলেই আবার বিশবাঁও জলে।

মিনা। তোমাকে পেলুম, আবার মুখ ভার ক'রতে চাইলেও

পেরে উঠ্‌ব কেন? কিন্তু ধন্যি যা' হোক! বিয়ের প্রস্তাব, চিরকাল পুরুষেই ক'রে থাকে, তুমি উল্টো করে তবে ছাড়লে। কিন্তু এই সময় ভাল ক'রে দেখেশুনে নাও বাপু,—কাণে পূঁজ-টুঁজ আছে কি না? শেষে যেন আবার ঐ অপবাদ দিয়ে পালিয়ে যেও না?

সুবিনয়। তোমার কাণে যদি সত্যিই পূঁজ থাক্‌তো, তো তার থেকে গোলাপী আতরের গন্ধ বেরুতো।

মীনা। সে শুধু আমার কেন? যার কাণেই পূঁজ আছে, তার কাণ থেকেই আতরের গন্ধ বেরোয়।

সুবিনয়। সে তারা দুর্গন্ধ ঢাকবার জন্যে কাণে আতর গুঁজে রাখে। তোমার পূঁজই আশী টাকা তোলা বিকুতো।

মিনা। এই যে, কথা তো দিব্বি জান দেখছি। তবে এত দিন একটুতেই অমন ঘাবড়ে যেতে কেন?

সুবিনয়। তখন কি জেনেছিলুম যে তুমি আমার?

আলিঙ্গন ও চুম্বনোদ্যোগ

মিনা। (বাধা দিয়া) বল্লুম না—বিয়ের পর; তবু কাঙ্গালার মত খালি খালি মুখ বাড়াচ্ছ? এদিকে বাবুর মুখে কথা বেরোয় না, চুমু তো খুব বেরোয় দেখছি! ছাড়, ছাড়, মাষ্টার মশায়—

আলিঙ্গন মুক্ত করিয়া, মিনা লজ্জায় সরিয়া গিয়া গদাইয়ের দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইল

গদাইয়ের প্রবেশ

গদাই। ইরি—ইরি—ইরিঃ—একেবারে অত না। উপোসী পেটে একেবারে অত খেলে, হজম হ'বে কেন ?

সুবিনয়। ওয়ে সুধা। ওকি ক্যাষ্টর অয়েল, যে হজম হ'বে না ? তা', সুধাই ভাগ্যে হ'ল কই ? বিয়ের জন্য adjourned রইল।

গদাই। এদিকে কর্ত্তা যে হাজির। বোন্‌টীর আমার মুখ দেখাবার উপায় রেখেছিস্ তো ? কর্ত্তার সামনে ঘোমটা দিয়ে বার হওয়াও ঠিক হ'বে না, আর অমন ক'রে বরাকরের কল্যাণেশ্বরী দেবীর মত মুখ ফিরিয়ে কথা কওয়াও চ'লবে না।

মিনা। (ভ্রূকুটী করিয়া) আপনি বড় ইয়ে, মাষ্টার মশায় !

গদাই। আমি যে বড় ইয়ে—সে তো আগেই ক'য়ে ফেলেছ।

মিনা। পুঁটী আপনাকে বিয়ে ক'রবে না বলেছে, তা' জানেন ?

গদাই। দোহাই তোমার, ভাই ব'লে, নিদেন গুরু ব'লে একটু দয়া কর। পোঁটনকে আমার ভাঙ্‌চি দিও না। তোমরা কর্ত্তাকে গিয়ে ততক্ষণ প্রণাম কর, আমি বুড়ো ঝিকে নিয়ে আর একটু মজা করি। ঐ দেখ না—আমার স্বরূপ ধরবার জন্যে এখনও লেপমুড়ি দিয়ে ঘুরছে। গোটা রাজবাড়ীটার মধ্যে কিন্তু ঐ একটা লোকেরই চোখ আছে।

হাসিতে হাসিতে সুবিনয় ও মিনার প্রস্থান

গদাই মালকোচা মারিয়া, তাহার উপর একটা চাদর জড়াইয়া স্ত্রীলোক সাজিল ও সিগারেট ধরাইল

বুড়োঝিয়ের লেপ জড়াইয়া প্রবেশ

বুড়োঝি। (স্বগতঃ) এই যে হরি-বলা নাদী পেল্লাদ আমার এখনও সিগারেট খাচ্ছেন। ছোট মেয়েতে এত সিগরেট খায়—এও এক আশ্চয্যি! এমন সহবত্ খারাপ মেয়ে তো কোথাও দেখি নাই। এইবার হাতে-নাতে ধরা পড়েছো বাছাধন, আর যাবে কোথা! লেপ জড়ান আছে, আর ছুঁচ ফুটোনোরও ভয় নাই। বরাবর ওপর চাল দিয়ে ঠকিয়েছ—এবার?

খপ্ করিয়া সিগারেট্ শুদ্ধ গদাইয়ের হাত ধরিয়া. চীৎকার স্বরে

ওগো, রাণীমা গো, দৌড়ে এস গো, তোমার বীণুর কাণ্ড দেখে যাও গো!

শশব্যস্তে ক্ষেমঙ্করী ও পুঁটীর প্রবেশ

ক্ষেমঙ্করী। অমন ব্যস্ত হ'য়ে ডাকলি কেন লা? কোন বিপদ আপদ হ'য়েছে নাকি?

পুঁটী গদাইকে দেখিয়া, ক্ষেমঙ্করীর হাত ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেই

চ'লে যাচ্ছিস্ কেন পুঁটী? দাঁড়া। কি হ'য়েছে—আমি কি ছাই দেখতে পাব?

নিজেই পুঁটীর হাত ধরিলেন ও পুঁটী লজ্জায়, নতমুখে বাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

বুড়োঝি। এই দেখ, তখন তো আমাকে উড়িয়েই দিলে। এই দেখ, এবার হাতে নাতে ধরেছি। এই দেখ তোমার বীণু, আর এই দেখ তোমার তার হাতে সিগারেট। এইবার ছুঁচ ফোটাও বীণু? সাপ সাপ বলাও? কম্বল চাপা দাও? ভালমানুষের মত চুপ ক'রে কেন?

ক্ষেমঙ্করী। হাঃ হাঃ-হাঃ তাই এত চেঁচাচ্চিস্? বেশ ক'রেছে সিগরেট খেয়েছে! ও যে আমার পুঁটীর বর। জামাই মানুষ, সিগরেট খেয়েছে তো হয়েছে কি?

বুড়োঝি। (খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া থাকিয়া) আজ রাতে তোমাদের কি হয়েছে বলতো রাণীমা? একটা কথাও কি ঠিক মত ধ'রলে না? হাতে-নাতে যদি সেই সিগরেট খাওয়া ধরিয়ে দিলাম, তো বল্লে পুঁটীর বর! তোমার নাতি-নাতবৌ কি যাদু জানে? আসতে মিলতেই, একরেতের ভেতর বাড়ীশুদ্ধ লোকের চোখে ধূলোপড়া দিয়েছে? পুঁটীর শেষে বিয়ে ঠিক করলে এই ক্ষুদে মেয়েটার সঙ্গে? ব্যাটাছেলে হ'লেও না হয় কথা ছিল। মেয়েতে মেয়েতে বিয়ে কি গো?

গদাই স্ত্রীবেশ খুলিয়া ফেলিল

ঐ, ঐ, ফড়ফড়িয়ে নেংটা হচ্ছে যে গো! ভেতরে আবার ব্যাটাছেলের মত মালকোঁচা মেরে কাপড় প'রেছে যে গো!

ভালভাবে নিরীক্ষণ করিয়া

তাই তো, তুমি ব্যাটাছেলেই তো। এতক্ষণ তোমাকে যেন কেমন আড়ষ্ট আড়ষ্ট লাগছিল। এইবার তোমাকে বেশ সহজ মনে

হচ্ছে। এইটাই ঠিক ধরতে পারছিলাম না ব'লেই, তোমরা আগা থেকেই তোমার পাছু নিয়েছি। বামী ময়রাণীকে যে ঠকাবে, সে এখনও জন্মায় নাই। তুমি পুরুষমানুষ—ধ'রে দিলাম, গোল চুকে গেল; এইবার তুমি যা ইচ্ছে তাই কর। তাইতো বলি, ছোট মেয়েতে কি অত সিগারেট খায়, না অত জোরে ছুঁচ্ ফোটাতেই পারে! রাণীমা বলে—আমার চোখ নেই। কেমন, ধরে দিলাম তো? এইবার তোমরা বোঝাপড়া কর—কেন মেয়ে সেজে এসেছে, কি বিত্তান্ত—

ক্ষেমঙ্করী।—সে বৃত্তান্ত জানা হ'য়ে গেছে। তা, স্বীকার করলুম বামি, যে তোর চোখ আছে—কেবল মৃণ্ময়ীকে দেখা ছাড়া। আমি নয়তো কাণা, পুঁটীর তো তাজা চোখ, সেও তো সন্দেহ পর্য্যন্ত ক'রতে পারেনি—যে তার হবু বরটী ব্যাটাছেলে।

গদাই। (বুড়োঝির নিকট গিয়া সাদরে) তা, হাঁ মা, পিন্ ফোটানতে কি বড্ড লেগেছে?

বুড়োঝি। মানুষটি তো ছোট খাটো, গায়ে জোর তো বাছা কম নয়! তা, তখন লাগলেও, এখন আর লাগ্ছে না। তুমি আমার পুঁটীর বর—জানলুম যখন, তখন আর কি কিছু মনে থাকে?

গদাই। বড় বিপদে পড়েই পিন ফুটিয়েছি; কিছু মনে ক'র না।

বুড়োঝি। কিছু না, কিছু না, তুমি আমার পুঁটীর বর—

বঙ্কিম সুবিনয় ও মিনার প্রবেশ

বঙ্কিম। বৌঠা'ন, প্রণাম করছি।

প্রণাম করিল এবং ক্ষেমঙ্করী চিনিতে না পারিয়া চাহিয়া রহিল

আমি বঙ্কিম। এইবার বিয়ের দিন স্থির করুন।

ক্ষেমঙ্করী। একি, ঠাকুরপো! তুমি এ সকালে হঠাৎ?

বঙ্কিম। গদাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে, ছেলে মেয়েকে পাঠিয়ে দিলুম, ঠকিয়ে আপনার বিষয় নেবার জন্যে; তাই সকালেই দেখ্‌তে এসেছি—তারা কতদূর কি ক'রলে।

ক্ষেমঙ্করী। তুমিও এর ভেতর ছিলে নাকি? তা, এমন পাকা লোক হ'য়ে, তুমি এমন কাঁচা পরামর্শ দিলে কি রকম?

বঙ্কিম। নইলে ওরা প্যাচে পড়বে কেন? আর, মেয়ে যা' আমার দুষ্টু, সহজে কি বিয়েতে রাজী হ'ত? বিশেষ, ওকে বিয়ে করবার ভয়েই যে সুবিনয় পলাতক।

মিনা। তোমাকে তাই আমি বলেছিলুম?

বঙ্কিম। আর মুখ নাড়িস্ নি। শুনলুম তো সব গদাইয়ের কাছে; মৃণ্ময়ী নামটাকে শুধু বিয়ে করতে চায়নি ব'লে, সারারাত বেচারীকে কাঁদিয়েছিস্।

মিনা। (গদাইকে) আস্‌তে—মিলতেই সব বাবাকে না বল্লে আপনার ঘুম হচ্ছিল না বুঝি?

গদাই। শুতেই পাইনি, তা ঘুম—

মাথা চুলকাইয়া মুখ ফিরাইল

ক্ষেমঙ্করী। তা ঠাকুরপো, বেশ পরামর্শ করেছিলে। রাতটা বেশ আনন্দেই কেটেছে। আজ যে তোমাকে দেবানন্দপুরে পেলুম—সে তো আমার মৃণ্ময়ীরই জন্যে। কই, এতদিন তো আসনি ?

বঙ্কিম। সময় ক'রতে পারিনি, মাপ করুন। তা' হ'লে চলুন, সভাপণ্ডিত মহাশয়কে ডেকে, দুই বিয়েরই দিন ঠিক ক'রে ফেলা যাক ? পুঁটী মায়ের মত আছে তো ?

মিনা। মত নেই আবার! বিয়ের আগেই বরকে কোলে ক'রেছে (জনান্তিকে মৃদুস্বরে পুঁটীকে) চুমো খেয়েছে, (সাধারণ স্বরে) বিয়ে না ক'রে গতি কি ?

পুঁটী। (জনান্তিকে) থাম। তুমি বড় দুষ্টু! ঐ সব এঁদের কাছে বলে ?

ক্ষেমঙ্করী। চল ঠাকুরপো! চল। এতদিনে তোমার কাছে মুখ দেখাবার উপায় হ'ল। দিন—যত শীগ্‌গীর হয় ঠিক্ করা যাক।

বঙ্কিমকে ধরিয়া ক্ষেমঙ্করীর প্রস্থান

গদাই। হাঁ, আর সবুর সইছে না।

পুঁটী। (জনান্তিকে মিনাকে) কি বেহায়া মানুষ বৌদি!

মিনা। (পুঁটীকে) দু'দিন পরে, তোমাকেও অমনি বেহায়া ক'রে তুলবে।

গদাই। মিনা, সেই যৌবনের গানটা আমাদের পোটনকে

একবার শুনিয়ে দাও তো? বেহায়া কি আমি? বেহায়া আমার যৌবনকাল। আমি তো সুবিনয়ের মত মুখচোরা নই, যে পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ দেখাব।

গীত

বসন্ত কি এল সখা আমার মনের ফুল বনে।
ভ্রমর আজি কি কথা কয় ফুলের কাণে সংগোপনে॥
লতিকাটী দুলে দুলে
বাড়ায় বাহু গোপনে ভুলে
বিটপী কি থাকে নীরব এমন মধুর আবাহনে॥
নীরবে ছিল যে পাখী
কারে চেয়ে উঠল ডাকি
পাগল-করা এ কোন্ গানে কাঁদি হাসি কি বেদনে॥

যবনিকা পতন

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

RUSSIA TO-DAY

৩৭খানি চিত্রসহ আধুনিক রাশিয়ার, জীবনের সর্ব্ব স্তরের পরিচয়। প্রত্যক্ষদর্শী বাঙ্গালী পর্য্যটকের অভিজ্ঞতা সরল ইংরাজী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ৩৲ ও আবাঁধা ২৲

MODERN AGRICULTURE

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কৃষি ও সমবায় আন্দোলনের উন্নতির মূল কারণ লেখক নিজ অভিজ্ঞতা হইতে যাহা দেখিয়াছেন ও ভারতের কৃষি উন্নতির উপায় সহজ ভাষায় বলিয়াছেন। মূল্য বার আনা

তুষার তীর্থ—অমরনাথ

চির তুষারাবৃত দুর্গম অমরনাথ তীর্থের পথে দিল্লী, লাহোর, অমৃতসহর, আটক, পেশোয়ার, রাওলপিণ্ডি, তক্ষশীলা ও ভূস্বর্গ কাশ্মীরের বিশদ বিবরণ। মূল্য দেড় টাকা মাত্র

চিত্রে রুষ বিদ্রোহের ইতিহাস

১৮২২ সাল হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী কার্য্য পদ্ধতি পর্য্যন্ত রাশিয়ার বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস চিত্তাকর্ষকভাবে ৪৯খানি চিত্র সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য বার আনা।

রাশিয়া ভ্রমণ

রাশিয়া প্রত্যাগত লেখকের চাক্ষুষ বিবরণ হইতে বর্ত্তমান রাশিয়ার সত্য পরিচয় পাইবেন। মূল্য পাঁচ সিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রায় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর

নাট্যবিদ্যাভারতী, কবিভূষণ প্রণীত অন্যান্য পুস্তক

১। **বীররাজা** (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
(নাটক) মিনার্ভা ও মনোমোহনে অভিনীত

২। **চোর বা বাহাদুর** (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
(গীতি-নাট্য) মনোমোহন ও ষ্টারে অভিনীত

৩। **রাঙকাণা** (নবম সংস্করণ) ।৵০
(প্রহসন) মিনার্ভা ও ষ্টারে অভিনীত

৪। **মুখের মত** ।৵০
(প্রহসন) ষ্টারে অভিনীত

৫। **নবাবী-আমল** (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১॥০
(নাটক) ষ্টারে অভিনীত

৬। **রূপকুমারী** ॥০
(গীতি-নাট্য) ষ্টারে অভিনীত

৭। **মুখচোরা** ১৲
(হাস্যরসাত্মক নাটক) লাভপুর অতুলশিব ক্লাবে অভিনীত

৮। **প্রভাত-স্বপ্ন** (প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্ম্মবাণী, ১৲
(গল্পের বহি) হিন্দুপেট্রিয়ট প্রভৃতি কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা